Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর-২০০৫

ظهر الفساد فى البر و البحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون

'স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে' (রূম-৪১)।

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৯ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা
রামাযান -শাওয়াল ১৪২৬ হিঃ
কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪১২ বাং
নভেম্বর ২০০৫ ইং

❊ কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স ❊

সার্বিক যোগাযোগঃ

❖ সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭৫০০২৩৮০
ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮ ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫
সহকারী সম্পাদক মোবাইলঃ ০১৭৬-০৩৪৬২৫
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
ওয়েবসাইটঃ www.at-tahreek.com
❖ কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১
❖ কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোনঃ ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
❖ আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

ঃ হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র ঃ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী

সম্পাদকীয়

৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা নভেম্বর ২০০৫

বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক দুর্যোগঃ মানুষের কৃতকর্মেরই বিষময় ফল

ইন্দোনেশিয়া ও শ্রীলঙ্কাসহ এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশে প্রলয়ংকরী সুনামি আঘাত হানার এক বছর পূর্ণ না হ'তেই এবং দু'লক্ষাধিক বনু আদমের মৃত্যুর ক্ষত না শুকাতেই গত ৮ অক্টোবর সকালে শতাব্দীর আরেকটি ভয়াবহ ভূমিকম্পে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে দক্ষিণ এশিয়ার চারটি দেশ। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় আযাদ কাশ্মীর ও পাকিস্তানের বিস্তীর্ণ এলাকা। নিহত হয় ৫৫ হাযার, আহত হয় ৬৫ হাযার। অবশ্য বেসরকারী হিসাবে নিহত প্রায় লক্ষাধিক ও গৃহহীন হয়েছে প্রায় বিশ লাখেরও বেশী মানুষ। স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৯-টায় রিখটার স্কেলে ৭ দশমিক ৬ মাত্রার এই ভূমিকম্পে পাকিস্তানের পার্বত্য এলাকার একটি প্রজন্মই যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। নদী তীরবর্তী নৈসর্গিক সৌন্দর্যমণ্ডিত ঐতিহাসিক বালাকোট ও রাওয়ালাকোট সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে এবং আযাদ কাশ্মীরের রাজধানী মোজাফফরাবাদের ৭০ শতাংশ ঘর-বাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে। পৃথিবীর মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর। দু'টি স্কুলের ছাদ ধসে চার শতাধিক কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে। ধ্বংস হয়েছে সহস্রাধিক হাসপাতাল। সেনাবাহিনীর ২১৫ জন নওজোয়ানও রক্ষা পায়নি এই সর্বগ্রাসী আঘাত থেকে। কয়েকটি গ্রামের ধ্বংসাবশেষ পতিত হয়ে নীলম নদী ভরাট হয়ে পানি প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত বুভুক্ষু মানবতার আর্ত-চিৎকার ও ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়া লাশের দুর্গন্ধে সেখানকার আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠেছে।

অপরদিকে পৃথিবীর সর্বাধিক শক্তিধর রাষ্ট্র আমেরিকা সাম্প্রতিক একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে। মাত্র আড়াই মাসের ব্যবধানে হারিকেন ক্যাটরিনা, হারিকেন রিটা, হারিকেন স্ট্যান, দাবানল, ভূমিকম্প, ভূমিধস ও হারিকেন উইলমার প্রচণ্ড আঘাতে বিপর্যস্ত এখন গোটা আমেরিকা। গত ২৯ আগষ্ট হারিকেন ক্যাটরিনা প্রথম আঘাত হানলে সে দেশের উপকূলীয় নিউ অরলিন্স, লুইজিয়ানা, মিসিসিপি প্রভৃতি এলাকায় কমপক্ষে ১ হাযার ২শ' লোকের প্রাণহানি ঘটে এবং ২ লাখ ৭৯ হাযার লোক বেকার হয়ে পড়ে। অতঃপর হারিকেন রিটায় বেকার হয় লক্ষাধিক। এরপর অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে আঘাত হানা হারিকেন স্ট্যানেও নিহত হয় শত শত লোক এবং গৃহহীন হয়ে পড়ে সাড়ে তিন লাখ মানুষ। হারিকেন স্ট্যানের ফলে সৃষ্ট অবিরাম বর্ষণ ও ভূমিধসে অনেক জনপদ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কেবল গুয়াতেমালাতেই ভূমিধসে নিহত হয় ১ হাযার ৫শ' লোক। তারপর শুরু হয় প্রকৃতির আরেক গযব 'দাবানল'। এতে লসএঞ্জেলসেই ভস্মীভূত হয় ১৭ হাযার একর বনভূমি। বিনষ্ট হয় ২ হাযার ১শ' আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন। সবশেষে গত ২৪ অক্টোবর হারিকেন উইলমার আঘাতে ফ্লোরিডা, মেক্সিকো, কানকুন ও কিউবার উপকূল একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে। ২৬ ফুট উচ্চতায় প্লাবিত হয় উপকূলীয় অঞ্চল। এতে সর্বশেষ প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী ২১ জন নিহত, ৬০ লাখ লোক বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ও ৩২ লাখ লোক গৃহহীন হয়ে পড়ে। তথাকথিত সন্ত্রাস দমনের নামে বিশ্বের এই সেরা সন্ত্রাসী রাষ্ট্রটি যেভাবে মুসলিম বিশ্বের স্বাধীন-সার্বভৌম দেশগুলির উপর অন্যায়ভাবে একের পর আক্রমণ চালাচ্ছে, বোমায় বোমায় ধ্বংস করছে শহর-বন্দর-নগরী ও ঐতিহাসিক স্থাপনাসমূহ, লুট করে নিচ্ছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের প্রাকৃতিক সম্পদ, পাখির মত হত্যা করছে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নারী-পুরুষ ও অসহায় শিশুদের, এ যেন তারই বিক্ষুব্ধ প্রতিশোধ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা-খরা-ঘূর্ণিবাত্যা, ভূমিকম্প-ভূমিধস ইত্যাদি নতুন কিছু নয়। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপরে নেমে এসেছে এরকম ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। নিশ্চিহ্ন হয়েছে গ্রামের পর গ্রাম, জনপদের পর জনপদ। বুভুক্ষু মানবতার আর্ত-চিৎকারে ভারী হয়েছে আকাশ-বাতাস। মানুষ, পশু-পাখি ও কুকুর-শিয়ালের লাশ একাকার হয়ে পড়ে থেকেছে দিনের পর দিন। ধ্বংসস্তূপে বাধাগ্রস্ত হয়েছে নদীর স্রোত। থমকে দাঁড়িয়েছে জীবন যাত্রা। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল- বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার অনুপম সৃষ্টি অনিন্দ্য সুন্দর এই পৃথিবী কেন বারবার গযবে আক্রান্ত হয়? এর কারণ কি? 'প্রকৃতির খেয়ালিপনাই' কি এর জন্য দায়ী? নাকি মানুষের অন্যায় কর্ম? এর জবাবে আল্লাহ বলেন, 'স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যেন তারা ফিরে আসে' *(রূম ৪১)*। 'অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে' *(নূর ৬৩)*। 'যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন তবে তোমাদের বিলুপ্ত করে দিবেন এবং নতুন সৃষ্টি আনয়ন করবেন' (*ইবরাহীম ১৯*)। 'আমি অবশ্যই গুরুতর শাস্তির পূর্বে তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যেন তারা ফিরে আসে' *(সাজদাহ ২১)*। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যখন কোন কওমের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আমানতের খেয়ানত ব্যাপ্তি লাভ করে, তখন আল্লাহ তাদের অন্তর সমূহে ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার করেন। যখন কোন জনপদে যেনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে, তখন সে সমাজে মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায়। যখন কোন সমাজে মাপ ও ওযনে কম দেওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়, তখন সে সমাজে রূযীর স্বচ্ছলতা বন্ধ করে দেওয়া হয়। যখন কোন সমাজে অবিচার শুরু হয়, তখন সে সমাজে খুন-খারাবী সস্তা হয়ে যায়। আর যখন কোন কওম চুক্তি ভঙ্গ করে তখন তাদের উপর শত্রু জয়লাভ করে' *(মুওয়াত্ত্বা মালেক)*। আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, 'যখন কোন সমাজে যেনা ও সূদ ব্যাপকতা লাভ করে, তখন তারা আল্লাহর শাস্তিকে নিজেদের জন্য ওয়াজিব করে নেয়' *(আবু ইয়া'লা)*। অতএব একথা দ্বিধাহীন ভাবেই বলা যায় যে, পৃথিবীতে সামাজিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড়-ঝঞ্ঝা, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি, বন্যা-খরা, ভূমিকম্প-ঘূর্ণিঝড় যা কিছু হয়, সবই আল্লাহর হুকুমে বান্দার পাপ কর্মের ফল হিসাবে নাযিল হয়। যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা ইতিপূর্বে নূহ (আঃ)-এর মুশরিক কওমকে সর্বগ্রাসী বন্যা, আদ-এর কওমকে ৮ দিন ব্যাপী প্রবল ঝড়, ছামূদ-এর কওমকে গগনবিদারী আওয়াযের মাধ্যমে এবং লূত্ব (আঃ)-এর সমকামী কওমকে যমীন উল্টে ধ্বংস করা হয়েছিল। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দো'আর কারণে উম্মতে মুহাম্মাদী একত্রে ধ্বংস হয় না। বরং কেউ ধ্বংস হয় এবং কেউ বেঁচে থাকে উপদেশ হাছিলের জন্য।

পাকিস্তান ও কাশ্মীরের সাম্প্রতিক ভয়াবহ ভূমিকম্প, যুক্তরাষ্ট্রের হারিকেন, দাবানল, ভূমিধস ইত্যাদি বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য নিঃসন্দেহে শিক্ষণীয় ও উপদেশ স্বরূপ। এ উপদেশ যাবতীয় অন্যায়, শোষণ-পীড়ন, যুলুম-নির্যাতন হ'তে বিমুক্ত থেকে দ্বীনে এলাহীর পথে ফিরে আসার উপদেশ। কেননা বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা আইয়ামে জাহেলিয়াতকেও হার মানিয়েছে। এখানে প্রতিনিয়ত মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। টানা পঞ্চমবারের মত বিশ্বের সেরা দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের সনদ এ জাতিকে বিশ্বদরবারে কতটা হেয় করেছে তা ভাষায় প্রকাশ অযোগ্য। মঙ্গাপীড়িত উত্তরাঞ্চলের হাযার হাযার মানুষকে এখনও না খেয়ে, না পরে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে। অনেকে কলাগাছের সিদ্ধ শাঁস খেয়ে কোন রকমে জীবন ধারণ করছে। অনেকের ভাগ্যে এটিও জুটছে না। অবশেষে স্বার্থপর এ জাতিকে ধিক্কার ও নিন্দা জানিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। পবিত্র এ রামাযান মাসে শুধু পানি দিয়ে ইফতারীর ঘটনাও অহরহ ঘটছে। অনেককে কঙ্কালসার দেহ নিয়ে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে। আবার অনেক দিনমজুর আগাম শ্রম বিক্রি করে কোনরকমে স্ত্রী-পরিজন সহ বেঁচে আছে। এসব মর্মান্তিক খবর পত্র-পত্রিকায় প্রতিনিয়ত প্রকাশও পাচ্ছে। এ দেশে সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী, যেনা-ব্যভিচার, খুন-খারাবী, রাহাজানি পূর্বের যেকোন সময়ের তুলনায় বেড়ে গেছে। বিচারের বাণী এখানে নিভৃতে কেঁদে ফিরছে। বাঘা বাঘা সন্ত্রাসীরা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে, অপরদিকে অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিকে জেলখানার অন্ধ প্রকোষ্ঠে মানবেতর জীবন যাপন করতে হচ্ছে। আড়াই বছরের শিশুকেও এ দেশে ধর্ষণ মামলার আসামী হয়ে পিতার কোলে চড়ে লজ্জাজনকভাবে আদালতে হাযিরা দিতে হচ্ছে। সর্বোপরি নিরপরাধ আলেম-ওলামাকে চরম হয়রানি ও নির্যাতন করে মুসলিম জাতিবোধকেই আজ প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। এক কথায় আদ, ছামূদ এবং নূহ ও লূত্ব (আঃ)-এর ধ্বংসপ্রাপ্ত কওমের অন্যায় কর্ম সমূহ একত্রিতভাবে এবং আরো ব্যাপক ও বহুলভাবে আমাদের দেশে চালু রয়েছে। সেকারণ তাদের ন্যায় গযব সমূহ আমাদের উপরে আসাটা অস্বাভাবিক নয়। এর জন্য আল্লাহ তা'আলার একটি নির্দেশই যথেষ্ট। অতএব কালক্ষেপণ না করে নিজেদের কৃত অন্যায় কর্মের জন্য বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর দরবারে অনুতপ্ত হৃদয়ে এখুনি তওবা করতে হবে। ফিরে আসতে হবে ইসলামের আলোকোজ্জ্বল পথে।

পরিশেষে পবিত্র ঈদুল ফিৎর উপলক্ষে আমরা আমাদের সকল লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-এজেন্ট, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাযত করুন- আমীন!!

ঃ দরসে কুরআন ঃ

ইনসানে কামেল

– মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(ঘ) ইনসানে কামেল-এর ১৮টি গুণঃ

পবিত্র কুরআনের সূরা আল-ফুরক্বানের ৬৩ থেকে ৭৪ পর্যন্ত ১২টি আয়াতে ১৩টি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে, যা ক্রমানুসারে নিম্নে বর্ণিত হ'ল। যার প্রথম ছয়টি হ'ল আনুগত্য বিষয়ক ও শেষের সাতটি হ'ল অবাধ্যতা না করা বিষয়ক। এতদ্ব্যতীত হাদীছে আরো ৫টি গুণের কথা এসেছে।- (১) যে ব্যক্তি সর্বদা নিজেকে আল্লাহ্র দাস মনে করে ও সেমতে তার আচরণকে আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুগামী রাখে (২) যে ব্যক্তি সর্বদা নিরহংকারভাবে চলাফেরা করে (৩) মূর্খদের তাচ্ছিল্যকর আচরণে যারা সর্বদা শান্তভাব অবলম্বন করে (৪) যারা আল্লাহ্র ইবাদতে রাত্রি জাগরণ করে (৫) জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য যারা সর্বদা প্রার্থনা করে (৬) যারা অপচয় ও কৃপণতার মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করে (৭) যারা আল্লাহ্র সাথে অন্যকে আহ্বান করে না (৮) অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করে না (৯) ব্যভিচার করে না (১০) শিরক-বিদ'আত ও মন্দ মেলা ও মজলিসে যোগদান করে না ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না (১১) যারা বাজে মজলিসের নিকট দিয়ে গমন করলেও ভদ্রতা সহকারে অতিক্রম করে (১২) যখন তাদেরকে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ স্মরণ করানো হয়, তখন তারা গভীর মনোযোগ দিয়ে তা শোনে ও তদনুযায়ী শ্রদ্ধাভরে আমল করে (১৩) যারা সর্বদা আল্লাহ্র নিকটে এই মর্মে প্রার্থনা করে যে, 'প্রভু হে! তুমি আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে আমাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী করে দাও এবং আমাদেরকে আল্লাহভীরুদের নেতা বা আদর্শ বানিয়ে দাও'।

এতদ্ব্যতীত হাদীছে পাঁচটি মৌলিক গুণ বর্ণিত হয়েছে।- (১৪) যে ব্যক্তি অন্যের জন্য সেই বস্তু ভালবাসে, যা নিজের জন্য ভালবাসে।[১১] (১৫) যে ব্যক্তি অনর্থক কথা ও কাজ পরিহার করে চলে।[১২] (১৬) যে ব্যক্তি বড়কে সম্মান ও ছোটকে স্নেহ করে।[১৩] (১৭) যে ব্যক্তি মানুষ ও পশু-পক্ষী সকল প্রাণীর প্রতি দয়ার্দ্র আচরণ করে।[১৪] (১৮) অন্যের প্রতি যার ভালোবাসা ও বিদ্বেষ স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিমিত্তে হয়ে থাকে।[১৫]

(ঙ) 'ইনসানিয়াত' হাছিলের মানদণ্ডঃ

হক্কুল ইবাদ যথাযথভাবে হাছিল করাই হ'ল ইনসানিয়াত হাছিলের মৌলিক মানদণ্ড। হক্কুল ইবাদ আদায়ে যিনি যত বেশী তৎপর, তার ইনসানিয়াত তত বেশী পূর্ণাঙ্গ। সর্বোত্তম ব্যবহার ও সামাজিক আচার-আচরণের মাধ্যমে পরস্পরের হৃদয়ের উত্তাপ অনুভূত হয়। মানবতা উচ্ছ্বসিত হয়। মনুষ্যত্ব পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। সেকারণ হক্কুল ইবাদ আদায় করা দৈনন্দিন ওয়াযীফার চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এমনকি ফরয ছালাত ছেড়ে দিয়ে চোর ধরার নির্দেশও হাদীছে এসেছে। মা আয়েশা (রাঃ) ছালাতরত অবস্থায় এগিয়ে গিয়ে রাসূলের জন্য ঘরের দরজা খুলে দিয়েছেন'।[১৬]

(চ) প্রত্যেকটি হক-এর যাহেরী ও বাত্বেনী দিকঃ

প্রতিটি হক-এর জন্য যাহেরী ও বাত্বেনী দু'টি দিক রয়েছে। যেমন হক্কুন নাফ্স আদায় করতে গিয়ে দেহের যাহেরী দিক ঠিক রাখার জন্য নিয়মিত খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা, দেহকে পরিচ্ছন্ন রাখা, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার রাখা, প্রয়োজনীয় ঔষধ সেবন করা, নিয়মিত নিদ্রা যাওয়া, ব্যায়াম করা ইত্যাদি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। কেননা মূলতঃ দৈহিক সুস্থতার উপরেই বাকী দু'টি হক আদায় নির্ভর করে। সেজন্য ঘুমের কারণে হক্কুল্লাহ ফরয ছালাত ছুটে গেলেও আল্লাহ নারায হন না। বরং তার ক্বাযা আদায় করলেই যথেষ্ট হয়ে যায়। এতদ্ব্যতীত রোগী ও মুসাফিরের জন্য ফরয ছালাত ও ছিয়ামে রয়েছে ব্যাপক রেয়াত। সেকারণ দৈহিক স্বাস্থ্যের হেফাযত করা অতীব যরূরী বিষয়। কিন্তু এর সাথে রয়েছে আরও একটি বিষয়, যা ততোধিক যরূরী। সেটি হ'ল মানসিক স্বাস্থ্যের হেফাযত। সদা মনমরা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি কখনো সঠিক অর্থে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হ'তে পারে না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে মানবদেহের ৮০% রোগের নিরাময় নির্ভর করে তার মানসিক স্বাস্থ্যের উপর। যার রূহানী শক্তি যত বেশী সবল, তার দৈহিক স্বাস্থ্য ততবেশী ভাল। আর রূহানী শক্তি বৃদ্ধির চাবিকাঠি হ'ল সর্বদা আল্লাহ্র উপরে ভরসা করা, তাঁর ইচ্ছাকে হাসিমুখে বরণ করে নেওয়া, নিজেকে দুশ্চিন্তামুক্ত রাখা ও সর্বদা হাসিমুখে থাকা এবং সৎ চিন্তা নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে যাবার দৃঢ় মনোভাব পোষণ করা।

অনুরূপভাবে হক্কুল ইবাদ-এর রয়েছে ভিতর ও বাহির দু'টি দিক। মানুষ নিজ পরিবার, সমাজ ও সৃষ্টির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে চরম তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু যদি এর বিনিময়ে দুনিয়াতে কোন পারিতোষিক কামনা করে, তাহ'লে সেটা হয় স্রেফ যাহেরী সেবা। মানুষের হৃদয়ের গভীরে তা শিকড় গাড়তে পারে না। কিন্তু যদি সেখানে কোন কিছু দুনিয়া লাভের আকুতি না থাকে, এমনকি কৃতজ্ঞতা লাভেরও আকাংখা না থাকে, তাহ'লে সেটা হয় সত্যিকারের নিষ্কাম

---

১১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৬।*
১২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৭৩।*
১৩. *ছহীহ তিরমিযী হা/২০০২; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪১৩৪।*
১৪. *আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৯৬৯।*
১৫. *আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫০২১।*
১৬. *আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ মিশকাত হা/১০০৫ 'ছালাত' অধ্যায়।*

সেবা। যেটা হ'ল হক্কুল ইবাদ আদায়ের বাত্বেনী দিক। এর গভীরতা ও নিষ্কলুষতার পরিমাণ কেবল আল্লাহ করতে পারেন এবং কেবলমাত্র তিনিই এর যথার্থ পুরস্কার দিতে পারেন।

সকল মানুষের মধ্যেই কমবেশী সেবার প্রেরণা রয়েছে। কিন্তু সৃষ্টির সেবার এই প্রেরণা শুধুমাত্র স্বভাবজাত কারণেই টিকে থাকতে পারে না, যতক্ষণ না তার সঙ্গে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রদত্ত পুরস্কার লাভের প্রেরণা যুক্ত হয়। তাই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের তীব্র আকাংখা থেকেই কেবল সুন্দরতমভাবে হক্কুল ইবাদ আদায়ের সর্বোত্তম প্রেরণা লাভ সম্ভব হ'তে পারে। আর এই আধ্যাত্মিক প্রেরণাই হ'ল পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি, যা বাহির থেকে দেখা যায় না। কেবল অনুভব করা যায়। যেমন বিদ্যুৎ দেখা যায় না, কিন্তু তা অনুভব করা যায় তার কর্মে ও গতিতে।

হক্কুল্লাহ্রও রয়েছে যাহেরী ও বাত্বেনী দু'টি দিক। ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদত সমূহের বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতাগুলো যেমন ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হ'তে হবে, তার বাত্বেনী দিকটাও তেমনি ছহীহ আক্বীদাপূর্ণ হ'তে হবে। যদি খালেছ আল্লাহ্র জন্য না হয়ে তা অন্যের জন্যে হয় অথবা সেখানে 'রিয়া' বা লোক দেখানো মনোভাব স্থান পায়, তাহ'লে পুরা ইবাদতটাই বরবাদ হয়ে যাবে। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ও অন্যান্য নফল ছালাত আদায় করার মাধ্যমে মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্যের কথা এবং স্রেফ তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে প্রতিটি শুভকাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা এবং শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে তাঁর প্রশংসা করা এবং বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ দো'আ সমূহ পাঠের মাধ্যমে সর্বদা নিজেকে শয়তানের শৃংখল থেকে মুক্ত করে আল্লাহমুখী করার মাধ্যমে মানুষকে প্রতিনিয়ত আল্লাহভীরু হওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ফলে পশুত্ব পরাজিত হয় ও মনুষ্যত্ব বিজয়ী হয়। অতঃপর এভাবে অধিকাংশ 'ইনসানে কামেল' সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যমে পৃথিবীতে সত্যিকারের মানুষের সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

(ছ) 'কামালিয়াত' রক্ষার উপায়ঃ

'ইনসানে কামেল' তার 'কামালিয়াত' বা পূর্ণতা রক্ষার জন্য সর্বদা দু'টি বিষয়কে অপরিহার্য গণ্য করবে। ১- নিজের চিন্তা জগতকে সর্বদা আখেরাতমুখী করে রাখবে এবং দুনিয়াবী সকল কাজকর্মকে আখেরাতে মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত করবে। ২- সর্বদা সমমনা সত্যবাদী লোকদের সাথে সংঘবদ্ধ থাকবে। কারণ উত্তম পরিবেশ ব্যতীত উত্তম কোন কিছুই টিকে থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন মানুষ তাদের সাথেই থাকবে, যাদেরকে সে দুনিয়াতে ভালবাসতো'।[১৭]

১৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০০৯।*

হুঁশিয়ারিঃ

আজকাল প্রায় সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের মূল লক্ষ্য হ'ল 'দুনিয়া'। অপরদিকে ধর্মীয় সংগঠন বলে যেগুলো রয়েছে, তার অধিকাংশের মধ্যে রয়েছে শিরক ও বিদ'আতের জঞ্জাল। এতদ্ব্যতীত সেখানে নেই কোন হককুল ইবাদ বা সমাজ সেবার পরিকল্পনা বা কর্মসূচী। এসব কারণে যাচাই-বাছাই না করে কোন সংগঠনের প্রবেশ করা ঠিক নয়। একজন ইনসানে কামেল-এর জন্য প্রকৃত সংগঠন সেটাই হ'তে পারে, যেখানে গেলে তাদের সংস্পর্শে তার 'কামালিয়াত' কেবল অক্ষুণ্নই থাকবে না, বরং ক্রমেই সমুন্নত হবে। এ বিষয়ে উত্থাপিত কতগুলো প্রশ্ন ও তার জবাব নিম্নে প্রদত্ত হ'ল-

(১) বন্ধুত্বের লক্ষ্য কি এবং বন্ধুত্বের সীমারেখা কি?

জবাবঃ বন্ধুত্বের মূল লক্ষ্য হ'ল দুনিয়াবী কল্যাণ ও আখেরাতে মুক্তি লাভ। সেকারণ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভই হবে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার প্রকৃত মানদণ্ড। এতে দুনিয়াবী স্বার্থ ক্ষুণ্ন হ'লেও তা বরদাশত করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْحُبُّ فِيْ اللهِ وَالْبُغْضُ فِيْ اللهِ 'বন্ধুত্ব হবে আল্লাহ্র জন্য, বিদ্বেষও হবে আল্লাহ্র জন্য'।[১৮] বন্ধুত্ব ও শত্রুতার একটা সীমারেখা থাকবে, যেখানে কোনরূপ অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি থাকবে না। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَحْبِبْ حَبِيْبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُوْنَ بَغِيْضَكَ يَوْمًا مَا وَأَبْغِضْ بَغِيْضَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُوْنَ حَبِيْبَكَ يَوْمًا مَا

'বন্ধুর সাথে স্বাভাবিক বন্ধুত্ব রাখ (বাড়াবাড়ি কর না)। হ'তে পারে সে একদিন তোমার শত্রু হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে শত্রুর সঙ্গে স্বাভাবিক শত্রুতা রাখ (আধিক্য দেখিয়ো না)। হ'তে পারে সে একদিন তোমার বন্ধু হয়ে যাবে'।[১৯]

(২) ঐক্য সৃষ্টি ও ঐক্যজোট রক্ষার মূলনীতি ও সীমারেখা কি?

জবাবঃ দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভই হবে এর মূলনীতি এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকামী ও আখেরাতে মুক্তিকামী লোকদের সাথেই ঐক্য সৃষ্টি বা ঐক্যজোট গঠন ও তা রক্ষা করতে হবে। যখনই সেখানে দুনিয়াবী স্বার্থ অগ্রাধিকার পাবে ও সংশোধনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হবে, তখন সেখান থেকে বিদায় নিতে হবে। এমতাবস্থায় 'একলা চলো নীতি' গ্রহণের চাইতে অন্য বন্ধু তালাশ করার মধ্যেই কল্যাণ বেশী থাকবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ কারণেই মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন ৭৫ জন বায়'আতকারী সাথীর আমন্ত্রণে। এখানেও সীমারেখা পূর্বের মত থাকবে।

১৮. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩২ 'ঈমান' অধ্যায়।*
১৯. *তিরমিযী হা/২০৬৫ 'সৎ কাজ ও সদাচরণ' অধ্যায়' অনুচ্ছেদ ৫৯; ছহীহ আদাবুল মুফরাদ হা/১৩২১।*

কোনরূপ বাড়াবাড়ি করা যাবে না। কেননা শয়তান অধিকাংশ সময় বন্ধুর মুখোশ ধরেই এসে থাকে। কোন নবীই এদের হামলা থেকে মুক্ত ছিলেন না *(আন'আম ১১২)*। আজকাল ঐক্যের জোয়ারে দুনিয়া ভাসছে। অধিকাংশের উদ্দেশ্য স্রেফ 'দুনিয়া'। অথচ দুনিয়ার উদ্দেশ্যে ঐক্য কখনোই টেকসই নয় এবং আন্তরিকও নয়, বরং প্রতারণাপূর্ণ। এতে কোন নেকীও নেই, আখেরাতও নেই। এই সব জগাখিচুড়ী ঐক্য নোংরা ড্রেনের মত। যেখানে পাকা কলার খোসাও থাকে, পচা বিড়ালের লাশও থাকে। অতএব ঐক্য সর্বদা প্রশংসিত নয়।

(৩) সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের গুরুত্ব কতটুকু?

জবাবঃ দু'টি বৈধ বিষয়ের মধ্যে কোনটা অগ্রাধিকার পাবে, সেটা যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত অগ্রগণ্য। যদিও তা অনেক সময় ভুলও হ'তে পারে এবং একক ব্যক্তির মতামতই সঠিক প্রমাণিত হ'তে পারে। কিন্তু অবৈধ বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের কোন মূল্য নেই। আল্লাহ কৃত হালাল ও হারামের ক্ষেত্রে কারু মতামত গ্রহণেরও কোন প্রয়োজন নেই। সেটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেই কেবল সমর্থন ও সহযোগিতা প্রয়োজন। বর্তমান বিশ্বে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় মূলতঃ নামসর্বস্ব হয়ে গেছে। এমনকি জাতিসংঘের মত বিশ্বের সর্ববৃহৎ ঐক্যপ্রতিষ্ঠানেও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে পদদলিত করে 'ভেটো' ক্ষমতার অধিকারী ৫টি রাষ্ট্র বিশ্বের ১৯০টি সদস্য রাষ্ট্রের উপরে ছড়ি ঘুরাচ্ছে। বরং বলা চলে যে, এক আমেরিকাই সারা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে ছলে-বলে-কৌশলে ও তার পাশব শক্তির জোরে। গণতন্ত্রের নামে গঠিত জাতীয় সংসদে দলনেতার ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাইরে উক্ত দলের কোন সদস্যের নিজস্ব মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই। ফলে সেখানে গিয়ে নেতা বা নেত্রীর সমর্থনে টেবিল চাপড়ানোই তাদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

মোটকথা ইসলামে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত কোন আবশ্যিক বিষয় নয়। যদি না তা ইসলামী বিধানের অনুকূলে হয়। যখন কোন সংগঠনে দুনিয়াদারদের সংখ্যাধিক্য হবে কিংবা নেতৃত্ব দুনিয়াদার হবে, তখন সেই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা সত্যসেবীদের সঙ্গে থাক' *(তওবাহ ১১৯)*। হকপন্থী ও বাতিলপন্থী জগাখিচুড়ী সংগঠনের দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, '(হে রাসূল!) আপনি ওদেরকে সংঘবদ্ধ ভেবেছেন। অথচ ওদের অন্তরগুলো বিভক্ত' *(হাশর ১৪)*। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তাঁর উপরে ভরসা করে একাই কাজ করে যেতে হবে এবং এতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে দ্বীনদারগণের অন্তর নিশ্চয়ই সেদিকেই ধাবিত হবে। ফলে দ্বীনদারগণের জামা'আত বড় ও শক্তিশালী হবে। দুনিয়াদারদের কেবল জৌলুস থাকবে ও নাম থাকবে। কিন্তু সেখান থেকে বরকত উঠে যাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে মক্কার হানীফ ও মদীনার ইহুদী-নাছারাদের জামা'আত বড় ও শক্তিশালী ছিল। তাদের মধ্যে দ্বীনের বড়াই ছিল, কিন্তু দ্বীন ছিল না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রকৃত দ্বীনের দিকে একাই মানুষকে আহ্বান জানালেন। ফলে দ্বীনদারগণের অন্তর তাঁর দিকে ধাবিত হ'ল। বড় দলের নেতা চাচা আবু জাহ্‌ল বলে উঠলো, إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ 'নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ আমাদের জামা'আতটাকে বিভক্ত করে দিয়েছেন'। অতএব শুরু হ'ল অত্যাচার-নির্যাতন ও বিতাড়নের পালা। কিন্তু এতে বাধাপ্রাপ্ত স্রোতের গতি বাড়লো। অবশেষে দুর্বল দ্বীনদারগণের সংগঠনই বিশ্বজয়ী শক্তিতে পরিণত হ'ল।

ঐক্যের ভিত্তি ও সত্য-মিথ্যা ঐক্যের প্রতিক্রিয়াঃ

ঐক্যের ভিত্তি হ'ল বিনয় ও সহনশীলতা। যেটা সাধারণতঃ হকপন্থী সমমনাদের মধ্যে হয়ে থাকে এবং যার দ্বারা 'হক' শক্তিশালী হয়। কিন্তু আজকাল সে স্থান দখল করেছে কূটনীতি ও চাটুকারিতা। ফলে ঐক্য কেবল শ্রুতিমধুর একটি শব্দে পরিণত হয়েছে। যার সত্যিকারের কোন বাস্তবতা নেই। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যা ঐক্যের প্রতিক্রিয়া এভাবে হয়ে থাকে যে, হকপন্থী ব্যক্তি বা দল বাতিলপন্থী ব্যক্তি বা দলের নিকটে নতি স্বীকারে বাধ্য হয়। এমনকি তারা তার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বাতিলপন্থীরা হকপন্থীদের মাঝে বিলীন হয় না। এর কারণ হ'ল এই যে, হক সর্বদা প্রবৃত্তির পরিপন্থী, আর বাতিল সর্বদা প্রবৃত্তির অনুগামী। ফলে 'কিছু ছাড় ও কিছু গ্রহণ কর' এই নীতির ভিত্তিতে যখন উভয়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন হকপন্থী তার হক থেকে কিছু ছাড় দিয়ে হক-এর ক্ষতি করে। কিন্তু বাতিলপন্থী তার বাতিল থেকে কিছু ছাড় দিলেও তার কোন ক্ষতি হয় না। বরং বাস্তবে এটাই দেখা যায় যে, হকপন্থীকেই কেবল ছাড় দিতে হয়, বাতিলপন্থীকে নয়। কারণ নফসের পূজারীদের সংখ্যাধিক্য থাকার কারণে তারাই সর্বদা বিজয়ী হয়।

অতএব 'হক'-কে অক্ষুণ্ন রেখে এবং হক-এর বিজয়ের স্বার্থেই কেবল সাময়িক ঐক্যজোট সম্ভব হ'তে পারে। যদিও তার স্থায়ীত্ব হয় একেবারেই কম। যেমন 'মদীনার সনদ' রচনা সত্ত্বেও ইহুদী-নাছারাদের সাথে গঠিত রাসূলের ঐক্য টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। তবে এর দ্বারা তিনি সাময়িক ভাবে উপকৃত হয়েছিলেন। অতএব বাতিলপন্থীদের সাথে কেবল বাহ্যিক সম্পর্ক রাখা যাবে, আন্তরিক সম্পর্ক কখনোই নয়। একজন 'ইনসানে কামেল' দল-মত নির্বিশেষে সবার সাথে সদ্ভাব রেখে চলবেন এবং সর্বদা সবাইকে আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দিবেন। তিনি সবার সাথে থাকবেন, কিন্তু চলবেন নিজস্ব পথে। পৃথিবী ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। বিশ্বমানবতার মধ্যে ক্রমেই শুরুর ন্যায় এক জাতিতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। তাই আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। পোষা পাখি মনিবের ডাক পেলে যেমন দৌড়ে আসে, জান্নাত থেকে নিক্ষিপ্ত বনু আদম তেমনি জান্নাতের পথের সন্ধান পেলে আবারও ছুটে আসবে ইসলামের দিকে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথে, আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধানের পানে। 'ইনসানে কামেল'-কে সর্বদা সে পথেরই

একজন 'দাঈ' বা আহ্বানকারী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সত্যের পথের পথিককে সর্বদা একথা মনে রাখতে হবে যে, হক্কুন নাফ্স, হক্কুল ইবাদ বা হক্কুল্লাহ- যেটাই আদায় করি না কেন, সর্বদা লক্ষ্য থাকতে হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, উদ্দেশ্য থাকবে দ্বীন, পদ্ধতি হবে সুন্নাতে রাসূল ও সুন্নাতে খুলাফায়ে রাশেদীন। এই মূল সত্য থেকে বিচ্যুত হ'লেই শয়তান আমাকে ধরে ফেলবে এবং জাহান্নামের পথে ধাবিত করবে। অতএব যেকোন কষ্ট ও নির্যাতন এমনকি মৃত্যুকেও হাসিমুখে বরণ করে নিতে হবে। কিন্তু কোন অবস্থায় দ্বীনকে হাতছাড়া করা যাবে না। নিজের চিন্তাজগতকে সর্বদা আখেরাতমুখী করে রাখতে হবে। দুষ্ট ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে রাখার ন্যায় শয়তানের দিকে প্রলুব্ধ মনকে জোর করে ধরে আখেরাতমুখী করতে হবে। সর্বদা সমমনা তাক্বওয়াশীল ব্যক্তিদের সাথে থাকতে হবে ও দুনিয়াদারদের থেকে যথা সম্ভব দূরে থাকতে হবে। যদিও বাহ্যিক সদ্ভাব সবার সাথেই রাখতে হবে।

(জ) তাক্বওয়া সবকিছুর মূলঃ

উপরের আলোচনায় একথা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে যে, তিনটি হক-এর পূর্ণাঙ্গতার চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে তাক্বওয়া বা আল্লাহভীরুতার মধ্যে। যার মধ্যে ত.ক্বওয়ার পরিমাণ যতবেশী, তিনি ততবেশী পূর্ণাঙ্গ মানুষ বা 'ইনসানে কামেল'।

ইনসানে কামেল-এর কতগুলো দৃষ্টান্তঃ

(১) খলীফা আবুবকর (রাঃ) সবেমাত্র খেলাফতের গুরু দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন। রাসূলের প্রেরিত সেনাবাহিনী তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে মদীনায় ফিরে এসেছে। এক্ষণে তাদের রাজধানী রক্ষার জন্য মদীনায় রাখা হবে, না পুনরায় প্রেরণ করা হবে, এ নিয়ে মজলিসে শূরার সদস্যদের মধ্যে আলোচনা হ'ল। অধিকাংশের পরামর্শ হ'ল, এ মুহূর্তে মদীনাকে রক্ষা করাই হবে বড় কর্তব্য। তাছাড়া সেনাপতি পরিবর্তন করাও আবশ্যক। কেননা সে হ'ল বয়সে তরুণ এবং গোলামের বেটা গোলাম উসামা বিন যায়েদ বিন হারেছাহ (রাঃ)। আনছার ও মুহাজির সেনারা তার নেতৃত্ব মানতে চাইবে না। খলীফা আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন, 'মদীনাতুন নবীর রক্ষাকর্তা আল্লাহ। যুদ্ধে বিজয় দানের মালিকও আল্লাহ। আর ইসলামে উক্ত নীতি, সাদা-কালোর কোন ভেদাভেদ নেই। অতএব মৃত্যুর পূর্বে রাসূল (ছাঃ) যার মাথায় পাগড়ী বেঁধে যে উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে দিয়েছিলেন, আমি সে পাগড়ী খুলে নিতে পারব না'। অতঃপর আল্লাহ্র নামে তিনি সেনাবাহিনীকে খৃষ্টান পরাশক্তির বিরুদ্ধে রওয়ানা হবার নির্দেশ দিলেন এবং যথারীতি তারা বিজয়ী বেশে মদীনায় ফিরে এল। চারিদিকে শত্রু-মিত্র সবার মধ্যে নতুন মাদানী রাষ্ট্র সম্পর্কে শ্রদ্ধার আসন দৃঢ় হ'ল। এভাবে খলীফা হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ কঠোরভাবে রক্ষা করলেন।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর যাকাত জমা নিয়ে তাঁর দো'আ পাবার সুযোগ নেই, সেই অজুহাতে একদল লোক নতুন খলীফার নিকটে যাকাত জমা করতে অস্বীকার করল। শূরার বৈঠক বসল। খলীফা আবুবকর (রাঃ) ওদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করতে চাইলেন কিন্তু শূরা দ্বিমত পোষন করল। এমনকি ওমর (রাঃ) বললেন, হে খলীফা! তারা যে মুসলমান। আপনি কিভাবে তাদের রক্ত হালাল গণ্য করছেন? খলীফা বজ্রনির্ঘোষে বলে উঠলেন, হে ওমর! জাহেলী যুগে আপনি ছিলেন সিংহের মত সাহসী। ইসলাম গ্রহণ করে কি আপনি বিড়ালের মত কাপুরুষ হয়ে গেলেন? ঐ ব্যক্তি কিভাবে মুসলিম থাকতে পারে, যে ব্যক্তি ছালাত ও যাকাতের দু'টি ফরযের (একটি হক্কুল্লাহ অন্যটি হক্কুল ইবাদ) মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে? আল্লাহ্র কসম! রাসূলের সময়ে যাকাত হিসাবে জমাকৃত একটি বকরীর দড়িও যদি কেউ আজকে দিতে অস্বীকার করে, আল্লাহ্র বিধানের হেফাযতকারী খলীফা হিসাবে আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব'। ওমর (রাঃ) বলেন, খলীফার এই কঠোর বক্তব্যে আমার বক্ষ প্রসারিত হয়ে গেল এবং আমিও তাঁর সাথে একমত হ'লাম। এই যুদ্ধের ফলে ভবিষ্যতে আর কেউ কোন ফরয বিধানকে হালকা করে দেখার সাহস পায়নি এবং এভাবে হক্কুল ইবাদ রক্ষার ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের আর্থিক ভিত মযবুত হ'ল।

(৩) খলীফা ওমর (রাঃ) আলেকজান্দ্রিয়া অভিযানে আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-কে সেনাপতি করে পাঠালেন। কিন্তু দীর্ঘ তিনমাস অবরোধের পরেও বিজয় সম্ভব হয় না। তখন খলীফা সেনাপতি বরাবর একটি পত্র লিখলেন। সেখানে হাম্‌দ ও ছালাতের পর তিনি বলেন, 'সম্ভবতঃ আপনারা সর্বদা যুদ্ধের কলা-কৌশল নির্ধারণে ও পার্থিব লাভালাভ নির্ণয়ে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলেছেন। যেমনভাবে বিরোধীরা নিজেদেরকে লিপ্ত রেখেছে। অথচ খালেছ নিয়ত ছাড়া আল্লাহ কাউকে বিজয় দান করেন না। অতএব আমার এই পত্র পাওয়া মাত্র আপনি মুজাহিদগণকে একত্রিত করুন এবং তাদেরকে খালেছ অন্তরে স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করুন। তাদেরকে জানিয়ে দিন, তারা যেন তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে স্রেফ ইসলামের প্রচার ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে'।

সেনাপতি আমর ইবনুল আছ (রাঃ) সৈন্যদেরকে জমা করে খলীফার চিঠিখানা পড়ে শোনালেন। অতঃপর গোসল ও দু'রাক'আত ছালাত আদায় শেষে আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করে খালেছ অন্তরে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ফলে মুহূর্তের মধ্যে শহর বিজিত হয়ে গেল। এভাবে মূলতঃ তাক্বওয়ার মাধ্যমেই আল্লাহ্র গায়েবী মদদ লাভ সম্ভব হ'ল। বৈষয়িক সঙ্গতি কম থাকলেও আল্লাহ্র গায়েবী মদদ সেটিকে পুষিয়ে দিল।

(৪) মিসর বিজয়ের পর খৃষ্টানদের নবীর প্রস্তর মূর্তির নাক ভেঙ্গেছে বলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এলো। সেনাপতি আমর ইবনু আছ (রাঃ) আসামী শনাক্ত করতে পারলেন না। তখন খৃষ্টান ধর্মযাজক ও নেতৃবৃন্দকে প্রকাশ্য সভায় ডেকে এনে নিজের তরবারি তাদের হাতে তুলে দিয়ে নিজের নাক বাড়িয়ে দিয়ে তা কেটে নিতে বললেন। এতে

তারা খুশী হয়ে তাঁর নাকে কোপ দিতে যাবে এমন সময় জনৈক সৈন্য চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো, থামুন! আমি ঐ মূর্তির নাক ভেঙ্গেছি। অতএব আমার নাক কাটুন'। এই দৃশ্য দেখে খৃষ্টান নেতৃবৃন্দ বললেন, ধন্য তোমাদের ধর্ম ও ধন্য তোমাদের আনুগত্য'। আমরা আমাদের অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিলাম। বিজিতদের উপরে বিজয়ীদের এই উদারতায় ও ন্যায়বিচারে মুগ্ধ হয়ে সেদিন শত শত খৃষ্টান নাগরিক ইসলাম কবুল করেছিল। ফলে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত মিসর একটি মুসলিম রাষ্ট্র। হক্কুল ইবাদ রক্ষার এই নমুনা আর কোথাও পাওয়া যাবে কি?

(৫) ওমর (রাঃ) রাতের অন্ধকারে গোপনে শহর ঘুরছেন। এমন সময় একটি ঘর থেকে গানের শব্দ ভেসে এলো। তারা নিজেদের ঘুম নষ্ট করে হক্কুন নাফ্স আদায়ে বিরত ছিল। অন্যদিকে শব্দদূষণের মাধ্যমে অন্যের ঘুম ও শান্তি বিনষ্ট করে হক্কুল ইবাদ নষ্ট করছিল। তিনি দরজা খটখটালেন। কিন্তু ওরা শুনতে পেল না। ফলে পিছন দরজা দিয়ে তিনি গৃহে প্রবেশ করলেন। লোকেরা ভীতবিহ্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু তারা জানত যে, শরী'আত বিরোধী কিছু ধরিয়ে দিলে খলীফা ক্রোধান্বিত হবেন না। তাই এক ব্যক্তি সাহস করে বলে উঠল- হে আমীরুল মুমেনীন! আমরা একটা পাপ করেছি। কিন্তু আপনি তিনটি পাপ করেছেন। প্রথমতঃ আপনি বিনা অনুমতিতে গৃহে প্রবেশ করেছেন। অথচ আল্লাহ বলেছেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا-

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা বিনা অনুমতিতে বা সালাম না দিয়ে নিজ গৃহ ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ কর না' *(নূর ২৭)*। দ্বিতীয়তঃ আপনি গোয়েন্দাগিরি করেছেন। অথচ আল্লাহ বলেছেন, وَلاَ تَجَسَّسُوْا 'তোমরা কারু ছিদ্রান্বেষণ করো না' *(হুজুরাত ১২)*। তৃতীয়তঃ আপনি ঘরের পিছন দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছেন। অথচ আল্লাহ বলেছেন, وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا- 'ঘরের পিছন দিয়ে প্রবেশ করার মধ্যে তোমাদের কোন কল্যাণ নেই' *(বাক্বারাহ ১৮৯)*। খলীফা বললেন, 'আমি আমার গোনাহ থেকে তওবা করছি। তোমরা তোমাদের গোনাহ থেকে তওবা কর'। শাসক ও শাসিতের এই স্বাধীনতার তুলনা কোথাও আছে কি? উভয়ের স্বাধীনতা অহি-র বিধান দ্বারা সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রিত। তাই মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা কাম্য, পশুত্বের স্বাধীনতা নয়। আর তা নিশ্চিত হ'তে পারে কেবলমাত্র তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির মাধ্যমে এবং তার প্রেরিত অহি-র বিধানের অনুসরণে হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ যথার্থভাবে রক্ষা করার মাধ্যমে। ওমর (রাঃ) থেকে এ ধরনের অনেক ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে। যেমন এক খৃষ্টান বৃদ্ধার জিযিয়া কর মওকূফ ও তার জন্য নিয়মিত রাষ্ট্রীয় ভাতা নির্ধারণের ঘটনা, প্রসব বেদনায় কাতর এক মহিলাকে রাতের অন্ধকারে স্বীয় স্ত্রীকে সাথে নিয়ে গিয়ে সাহায্য করার ঘটনা। বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয়ের পর সেখানে গমনকালে স্বীয় গোলামকে উটে বসিয়ে নিজে লাগাম ধরে হাঁটার ঘটনা ইত্যাদি। উমাইয়া খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (রাঃ) সম্পর্কেও এরূপ বহু ঘটনা রয়েছে।

(৬) সিরিয়া বিজেতা সেনাপতি আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ) যুদ্ধ কৌশল হিসাবে সিরিয়া থেকে আপাততঃ পিছিয়ে অন্যত্র চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ফলে সিরিয়ার খৃষ্টান নেতৃবৃন্দকে ডেকে তিনি তাদের নিকট থেকে গৃহীত জিযিয়া কর তাদের ফেরত দিলেন। এতে শহরের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা দলে দলে এসে ক্রন্দন করতে করতে আকুতি-মিনতি করে বলতে লাগল, আপনারাই আমাদের শাসন করুন। আমাদের স্বজাতি খৃষ্টান যালেম শাসকদের হাতে আমাদেরকে পুনরায় ন্যস্ত করবেন না। সেনাপতি বললেন, 'আপনাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব যেহেতু নিতে পারছি না, সেহেতু আপনাদের প্রদত্ত জিযিয়া কর আমরা রাখতে পারি না'। হক্কুল ইবাদ রক্ষার এই অনুপম দৃষ্টান্ত দেখে তারা বিমোহিত হ'ল। ফলে তখন থেকে আজও সিরিয়া ১০০% মুসলিম দেশ।

(৭) সিন্ধু বিজয়ী তরুণ সেনাপতি মুহাম্মাদ বিন কাসিম মাত্র সাড়ে তিন বছর পর যখন রাজধানী দামেস্ক ফিরে যান, তখন সিন্ধুর অমুসলিম নাগরিকগণ তাকে রাখার জন্য রাস্তায় কেঁদে গড়াগড়ি দিয়েছিল। পরে মিথ্যা অজুহাতে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের খবর শুনে তারা অনেকে তাঁর 'মূর্তি গড়ে পূজা' শুরু করেছিল। এগুলো ছিল পূর্ণ তাক্বওয়ার সাথে যথাযথভাবে হক্কুল ইবাদ রক্ষার দুনিয়াবী পুরস্কার। এছাড়া আল্লাহ্র নিকটে অঢেল পুরস্কার তো রয়েছেই। 'ইনসানে কামেল'গণ যালেমদের হাতে লাঞ্ছিত হ'লেও সাধারণ মানুষ এবং আল্লাহ্র নিকটে তারা অশেষ পুরস্কারে ভূষিত হন। জগৎ সংসার সর্বদা তাদেরকেই স্মরণ করে।

(ঝ) উপসংহারঃ

সকল ধর্মের ও বর্ণের মানুষ একই আদম-হাওয়ার সন্তান। সকলে এক আল্লাহ্র সৃষ্টি। আল্লাহ প্রেরিত ঐশী বিধান সকল মানুষের জন্য কল্যাণ বিধান। তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ নবী সকল মানুষের নবী। তাঁর প্রেরিত আল-কিতাব ও সুন্নাহ সকল মানুষের কল্যাণে প্রেরিত সর্বশেষ জীবন বিধান। অতএব সর্বাধিক আল্লাহভীরুতার সাথে সাথে তাঁর প্রেরিত বিধান সমূহের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমেই সত্যিকার অর্থে প্রকৃত মানুষ তথা 'ইনসানে কামেল' হওয়া সম্ভব। আর এ কারণেই বান্দার প্রতি আল্লাহ্র মমতাপূর্ণ আকুল আহ্বান 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা প্রকৃত অর্থে 'মুসলিম' তথা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে মরো না' *(আলে ইমরান ১০২)*। মুসলিম যিনি, প্রকৃত 'ইনসানে কামেল' তিনি। যার সর্বোত্তম নমুনা হ'লেন শেষনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। অতঃপর তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম ও যুগে যুগে তাঁদের যথার্থ অনুসারী আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও- আমীন!!

মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

প্রবন্ধ

নারীবাদ ও নারীমুক্তি জাহান্নামের পয়গাম

আবু জাফর

অবসরপ্রাপ্ত মেজর কাজী জাহান মিয়া তাঁর একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল-কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ-মহাকাশ-২'-এ প্রসঙ্গ ক্রমে আমাদের এই ঢাকাস্থ একজন 'বিশ্ববরেণ্য' খ্যাতিমান অধ্যাপকের কথা নাম না লিখে উল্লেখ করেছেন। এই অধ্যাপক মহোদয় ও তার সমদর্শী কিছু বুদ্ধিজীবী আল-কুরআন থেকে ২০০টি পরিষ্কার 'ভুল'-এর কথা জানিয়েছেন। আমাদের এতদ্দেশীয় কিছু বুদ্ধিজীবী যে এই ধরনের আত্মঘাতী ঔদ্ধত্যের শিকার হয়েছে, তার সঙ্গে দূরাগত অর্থকড়ির কিছু সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আরো দু'টি বিশেষ কারণও বিদ্যমান। প্রথম কারণটি আল্লাহ পাক নিজেই চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, 'বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেন, তার হেদায়াতের জন্য তোমরা কোন পথ খুঁজে বের করতে পারবে না' *(নিসা ৮৮)*। দ্বিতীয় কারণটি হ'ল-খৃষ্টধর্মে নবদীক্ষিত রোমান সম্রাটদের উদ্যোগে বহুজনের লেখা বহু ধরনের বাইবেল সম্পাদনা করে চারটিতে সীমাবদ্ধ করা হ'ল। তখন বলা হয়েছিল, 'More than fifty thousand errors have been corrected'। সম্ভবত এখান থেকেই অনেকে ধারণা করেছে, বিকৃত প্রক্ষিপ্ত বাইবেলের মত আল-কুরআনও বোধহয় সংশোধনযোগ্য একটি গ্রন্থ। বস্তুতই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ঘোরতর মূর্খতা যুক্ত হ'লে অন্তর্জগতের অন্ধকার এমন ঘন ও ভয়াবহ রূপ ধারণ করে, যার আর কোন চিকিৎসা থাকে না। যাই হোক, এই অন্ধকারবিলাসী বুদ্ধিজীবীদের আবিষ্কৃত ভুলগুলি কি ও কোথায় কোথায়, কাজী জাহান তার কোন বিশদ উল্লেখ যদিও করেননি কিন্তু আমরা অনুমান করি, আল-কুরআনে নারীদের বিষয়ে যে 'অজ্ঞতা' ও 'ইনসাফহীনতা'র (!) কথা আছে উক্ত প্রাজ্ঞ বুদ্ধিজীবীদের কাছে সেটা অন্যতম আবিষ্কার।

আধুনিক সময়ে 'নারী-অধিকার ও নারী-স্বাধীনতা' নিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রচণ্ড তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। আর ইসলাম যে 'নারীদেরকে বঞ্চনার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চায়' এ নিয়ে একশ্রেণীর অপরিপক্ক বুদ্ধিজীবীর তো দুশ্চিন্তায় ঘুমই হারাম হয়ে গেছে। অবশ্য অসুস্থ ও উদ্দেশ্যমূলক মানসিকতা নিয়ে যারা ইসলাম-বিদ্বেষে অন্ধ ও বধির, সেই অভিশপ্ত মানুষদের কাছে কোনরূপ সদ্বিবেচনা আশা করাই বৃথা। কারণ নারীর কি প্রকৃত অধিকার এবং কতখানি ও কি ধরনের স্বাধীনতা নারীর প্রাপ্য, সেই কথাটাই তারা বুঝে না অথবা বুঝেও তারা জ্ঞানপাপবশত এমন এক মহাব্যাধির শিকার, যার কোন চিকিৎসা নেই। যাই হোক, আমরা আমাদের মত করে এই যরূরী বিষয়টি নিয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই।

শুধু ইসলাম নয়, পৃথিবীর যে কোন ধর্মের যে কোন মানুষই বিশ্বাস করে ও স্বীকার করে, নারী জীবনের শ্রেষ্ঠতম ঐশ্বর্য হ'ল সম্ভ্রম (Chastity) এবং এই সম্ভ্রম তার জীবনের এমন এক সম্পদ, অলংকার ও অহংকার, যা লক্ষ-কোটি ডলারের বিনিময়েও কোন প্রকৃত নারী বিসর্জন দিতে পারে না। তারা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হ'তে পারে কিন্তু সম্ভ্রম নষ্ট করতে পারে না। অথচ আধুনিক তথাকথিত সভ্য-সমাজের লক্ষ্য হ'ল, নারীর এই অমূল্য সম্পদকে যে কোন উপায়ে লুণ্ঠন করা ও পাবলিক প্রপার্টিতে পরিণত করা। আর এ জন্যই কখনো তথাকথিত অধিকার ও তথাকথিত স্বাধীনতার নামে কিছু ডলার ও কিছু খ্যাতির প্রলোভন দেখিয়ে কখনো শিল্প ও নান্দনিকতার হাতছানি দিয়ে নারীকে তার সম্মানজনক অবস্থান থেকে অধঃপাতের চরম সীমায় নামিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই দুর্বৃত্তপনা ও নারীর এই অধঃপাতকে প্রতিরোধ করতে চায় বলেই ইসলাম এই কুৎসিত আধুনিক জীবন এবং এই অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নারী-অধিকারের দুশমন।

নারীর কাছে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আবহমানকালের স্বাভাবিক দাবী ও চাহিদা হ'ল, সে হবে বিবাহপূর্বকাল পর্যন্ত পিতা-মাতার আদরে-আবেগে স্নেহছায়ায় লালিত একটি চক্ষু শীতল করা কন্যা, ভ্রাতৃস্নেহে স্নিগ্ধ ভগিনী, তারপর সে হবে স্বামীর সুখ-দুঃখের সঙ্গে একান্তভাবে সম্পৃক্ত একজন বিশ্বস্ত দায়িত্বশীল গৃহকর্ত্রী, হবে মমতাময়ী জননী, প্রৌঢ়ান্তে বার্ধক্যে সকলের সর্বাধিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আসনে প্রায় সম্রাজ্ঞীর আসনে উপবিষ্ট এক মহীয়সী রমণী। এটাই তো নারীর স্বাভাবিক জীবনচক্র এবং ইসলাম এভাবেই নারীকে তার জীবনে মহিমা এনে দিতে চায় এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে, এই রকম একজন পুণ্যবতী মহিমান্বিত ধর্মপ্রাণ স্বাভাবিক-জীবনের অধিকারী নারীই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ঐশ্বর্য। সত্যিই ইসলামে নারীর কি অভাবিত সম্মান! কিন্তু ইবলিসতো অলস বসে থাকতে পারে না। সে এসে তার অনুগত সহচরদের দ্বারা নারীদের কানে কানে বলে যায়, 'তুমি নির্যাতিত, তুমি অধিকারবঞ্চিত। তোমার জন্য অপেক্ষা করছে উদ্দাম উন্মাতাল মিয়ামি-ফ্লোরিডার সমুদ্র সৈকত, আলো-আঁধারে মদির কত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আনন্দনিবাস, কত নিরংশু বুভুক্ষু ধনাঢ্য বন্ধু তাদের হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসা নিয়ে তোমাকে তাদের উষ্ণ বাহুপাশে বরণ করে নেবার জন্য ব্যাকুল; তুমি হবে অমরাবতীর অপ্সরা, অসংখ্য মুগ্ধ-পুরুষের নিশিজাগা নর্ম-সহচরী। সত্যিই বড় কষ্ট হয়, তুমি কতই না বোকা! আর ইসলাম কতই না নারীবিদ্বেষী; সকল অধিকার কেড়ে নিয়ে ইসলাম তোমাকে শৃঙ্খলিত রাখতে চায়। ভয় পেয়ো না, লজ্জা করো না, আমরা তোমার পাশে পাশে আছি। তুমি বেরিয়ে এসো, তুমি অবারিত আকাশে মুক্ত বিহঙ্গের মত ডানা মেলে দাও'। অন্যসব কথা যাই-ই বলুক, নারী

অধিকারের যারা প্রচারক ও প্রবক্তা, মোটামুটি এই-ই হ'ল তাদের সকল বক্তব্যের অন্তর্নিহিত সারমর্ম। আর এই সুভাষণে যারা আকৃষ্ট ও আক্রান্ত হয়ে পথে এসে দাঁড়ায় ও দাঁড়াতে চায়, ইসলাম তাদের সাবধান করে দিয়ে বলে, 'তুমি সর্বনাশের ফাঁদে পা দিও না; তুমি পৃথিবীও হারাবে আখেরাতও হারাবে। ভদ্রবেশী Pimp-দের (নারী সংগ্রাহক দালাল) আহ্বানে সাড়া দিলে, তুমি হয়ত কিছু ডলার কামিয়ে তৃপ্তিতে সক্ষম হবে, কিন্তু তুমি হবে এমন এক অভিশপ্ত জগতের বাসিন্দা, যার সঙ্গে সোনাগাছি বা টানবাজারের কোন গুণগত পার্থক্য আর অবশিষ্ট থাকবে না'। ইসলাম এই প্রতিরোধ রচনা করে বলেই বিশ্বব্যাপী নারীবাদী নারী-পুরুষদের কাছে ইসলাম একটি বড় রকমের 'উপদ্রব', আধুনিক দাজ্জালী সভ্যতার জন্য বড় বেশী বিপজ্জনক। অথচ ইসলাম নারীকে যে সম্মান ও সম্ভ্রম দান করেছে, তার কোন তুলনাই হয় না। আর এই মর্যাদা যেহেতু আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত, এক্ষেত্রে কোন মুসলমান দ্বারা এতটুকু অন্যথা হ'লে, সেটা হবে দণ্ডযোগ্য অপরাধ, আর আখেরাতে কি যে ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে, সেতো অবর্ণনীয়।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা কয়েকটি বাস্তব উদাহরণের দিকে যেতে চাই। বিষয়টি যেহেতু ইসলামের বিরুদ্ধে কাফের-মুশরিকদের একটি প্রীতিকর অভিযোগ, এই অভিযোগের অসারতা ও সারবত্তা সম্পর্কে আমরা কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারি। নৈতিকতার কথা না হয় ভুলেই গেলাম, একান্ত বাস্তব বিবেচনাতেই নারীদের মধ্যে কে উত্তম? একজন বহুবল্লভা স্বাধীন ক্যাবারে ড্যান্সার, নাকি স্বামী-সন্তান পরিবৃত একজন সংসারী মহিলা? কোন পরাধীনতা উত্তম? মাসান্তে কিছু অর্থপ্রাপ্তির লোভে অফিসে-অফিসে বসদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার দাসত্ব করা, নাকি গৃহকর্মে বিশ্বস্ত দায়িত্বশীলতা? কর্তব্য হিসাবে কোনটা অধিক অগ্রাধিকার দাবী করে? শৌখিন ও তথাকথিত সমাজসেবা, নাকি আপন পুত্র-কন্যার বর্তমান-ভবিষ্যতকে সামনে রেখে কর্তব্যনিষ্ঠ থাকা? আরো অনেক প্রশ্ন করা যায়। স্বাধীনতাই বলি আর অধিকারই বলি, তার জন্য তো অপরিহার্যভাবে কিছু সময় ও শ্রম ব্যয় না করে উপায় থাকে না। কিন্তু নারীর এই সময় ও শ্রমের ওপর কার দাবী বড়? বাইরের জগতের, নাকি স্বামী-সন্তান ও আত্মীয়-পরিজনদের? আসলে একজন বহির্মুখী 'স্বাধীনা' নারীকে একথা বোঝানো অত্যন্ত কঠিন যে, ব্যস্ততা ও সময়াভাব যেকোন কারণেই হোক, আপন সন্তানের প্রতি একদিনের উপেক্ষা কি অনাদর কি অমনোযোগিতা সমগ্র জীবনের সঞ্চিত অর্থ দিয়েও পূরণ করা সম্ভব নয়। স্বামী-সন্তান, আত্মীয়-পরিজন কেউই হয়ত মুখ ফুটে কিছু বলে না কিন্তু ভেতরে ভেতরে, লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে কষ্ট-উষ্মা ও অকথ্য ভারসাম্যহীনতার যে প্রবল চাপ ঘনীভূত হ'তে থাকে, সেই চাপই একদিন অকস্মাৎ বিস্ফোরিত হয়ে পুরো সংসার লণ্ডভণ্ড করে দেয়।

বৃটেন, আমেরিকাসহ পশ্চিমা দেশসমূহের সামাজিক বিন্যাস যে পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়েছে, তার অন্যতম প্রধান কারণ, নারীদের বহির্মুখী অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা, যা এখন সারা পৃথিবীতেই রীতিমত মহামারী হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আর কি দুর্ভাগ্য আমাদের! একদল বুদ্ধিজীবী এই মহামারীকেই বলছে অমূল্য মানবাধিকার। বলছে মানব সম্প্রদায়ের জন্য 'অতীব হিতকর' নারী-স্বাধীনতা, যার অবাধ চর্চা এতটুকু প্রতিরুদ্ধ হ'লে দেশ ও জাতির ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে। সত্যিই পশ্চিমা জগৎকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাতে হয়, সারাবিশ্বে কতই না অনায়াসে কত বিচিত্রবর্ণ গাদ্দার সৃষ্টি করতে সে সক্ষম হয়েছে। আর এই গাদ্দারদের কথা এত মধুবর্ষী এবং কর্মকৌশল এত নিপুণ ও চমৎকার যে, নারীকে পথে বসাতে তাদের খুব একটা বেগ পেতে হয় না। আসলে এই অধিকারবোধ ও স্বাধীনতার মধ্যে এমন এক ধরনের তীব্র নেশা মিশিয়ে দেয়া হয় যে, একবার এই 'অমৃত' পান করলে আর ঘরে ফেরা যায় না, ফেরার পথও থাকে না, ইচ্ছাও থাকে না। ড্রাগ-আসক্ত ব্যক্তিদের কাছে ড্রাগই যেমন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বস্তু, যা তাকে শুধু নেশাগ্রস্ত করে না, এক অপার্থিব আনন্দে তার হৃদয়-মন আন্দোলিতও করে তোলে। নারী-স্বাধীনতা নারীদের জন্য এই রকমই এক নেশা, যা তাকে হেরোইন কি ম্যানড্রেক্স-এর মতই আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। অতএব কখনো যদি বোধোদয় ঘটেও সে আর সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে পারে না, সেই সাধ্যও থাকে না। কারণ স্বাধীন ও ফুরফুরে প্রজাপতির মত হিল্লোলিত রোমাঞ্চকর জীবন ছেড়ে আসা বড় কঠিন। আর এই জন্যই তো ইসলামে এমনকি অশ্লীলতার ধারে-কাছে যাওয়াও পুরোপুরি নিষিদ্ধ। আচ্ছা, ইসলাম যা বলে বলুক, তর্কের খাতির ধরেই নিলাম যে, নারীদের ক্ষেত্রে ইসলাম সত্য-সত্যই যথেষ্ট যুলুম ও অবিচার করেছে। কিন্তু এই কথা মেনে নেয়ার পরই তো অনিবার্যভাবে এই প্রশ্নটি সামনে এসে দাঁড়ায় যে, ইসলাম যেহেতু আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক পেশকৃত সমগ্র বিশ্ব মানব সম্প্রদায়ের জন্য শাশ্বত অলংঘনীয় হেদায়াত, তাহ'লে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই (ছাঃ) সেই যালিম ও অবিচারকারী (নাঊযুবিল্লাহ)।

পশ্চিমাদের খরিদকৃত স্বল্পমূল্যের দালালেরা যা বলে বলুক, আমাদের ভগ্নী-জননীরাও কি এই রকমই মনে করেন? যদি করেন, তাহ'লে কিন্তু মহান আল্লাহ পাকের দফতর থেকে আপনাদের মুসলমানিত্বই খারিজ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, আপাতদৃষ্টিতে দারিদ্র্য কি একটি অবিচার ও অধিকারহীনতা নয়? কিন্তু তাই বলে কোন দরিদ্রজন কি আল্লাহ পাক যা অবৈধ ঘোষণা করেছেন, সেই দস্যুতা কি তস্করবৃত্তির মত কোন পন্থা অবলম্বন করতে পারে? শত অভাব-অনটন সত্ত্বেও ধনবান হওয়ার লোভে সেকি পারে অনুচিত অসম্মানজনক কোন হারাম জীবিকাকে অবলম্বন করতে? অতএব প্রিয় মা ও বোনেরা, নিজেদের যদি অত্যাচারিত বলে মনেও হয়, আপনাদের জন্য কি এটাই উচিত ও সমীচীন নয় যে, পশ্চিমাদের নিয়োগকৃত দালালদের সকল

যুক্তি ও পরামর্শ উপেক্ষা করে আপন সম্ভ্রমকে রক্ষা করা ও ইসলামের নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে অবস্থান করা? তৃতীয়ত, আমাদের সবারই মনে রাখা আবশ্যক, কাফের-মুশরিক ও মুসলিমরূপী মুনাফিকদের মধ্যে যত হৃদয়প্লাবিত দরদই উথলে উঠুক, তারা আসলে পশ্চিমাদের অনুগত ক্রীতদাস। তাদের ওপর অর্পিত assignment হ'ল এক-একটি দেশকে লম্পটদের অবাধ মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করা। তারা দৃশ্যত খুবই ভাল মানুষ এবং তাদের যুক্তিও পার্থিব বিবেচনায় যথেষ্ট ক্ষুরধার বটে কিন্তু তাদের মূল লক্ষ্য হ'ল নারীকে কেন্দ্রচ্যুত করে বহু মানুষের হাতে হাতে ঘূর্ণায়মান ক্রীড়নকে পরিণত করা। ইসলাম বার বার সাবধান করে দিচ্ছে। প্রিয় মা-বোনেরা! আপনারা কি তারপরেও আল্লাহ প্রদত্ত অধিকারকে যথেষ্ট মনে না করে ইবলিসের আহ্বানকেই আপন জেনে আঁকড়ে ধরবেন?

বস্তুতঃ বাস্তবতা হ'ল, যারা জানেন তারা তো জানেনই, যারা জানেন না তাদের জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করি, ইউরোপ, আমেরিকাতে নারী-অধিকার বলে আসলে কিছু নেই। আছে শুধু যৌবনের বেচাকেনা। দেহে ভাটার টান শুরু হ'লেই নারীদের মূল্য ও অধিকার কোথায় বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, কোন খবরই কেউ রাখে না। তখন অবস্থা এমন হয় যে, একটি গৃহপালিত কুকুর ও বিড়ালের যে মূল্য, নারীর জন্য সেটুকুও অবশিষ্ট থাকে না। এই অবস্থারই এক মর্মন্তুদ চিত্র ফুটে উঠেছে অতি-সাম্প্রতিক একটি নির্ভরযোগ্য জরিপ রিপোর্টে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, আমেরিকাতে এখন ৬০ শতাংশেরও অধিক নারী তাদের স্বামী-সন্তানদের চেয়ে কুকুরকে বেশী ভালবাসে। আসলে না-বেসে উপায় কি, স্বামী-সন্তান বলতে কিছু তো নেই? যৌবনে কিছু ভ্রমর চরিত্র বয়ফ্রেণ্ড ছিল, যৌবন অপরাহ্নের দিকে গড়িয়ে পড়তে না পড়তেই গুঞ্জরিত বয়ফ্রেণ্ডরা উধাও। এখন এই নিঃসঙ্গ জীবনে কুকুরই একমাত্র ভালোবাসার সঙ্গী, সুখ-দুঃখের অবলম্বন। এই নারী-অধিকার এই নারী-স্বাধীনতা কি কোন মানুষের কাম্য হ'তে পারে? শেষ কথা হ'ল ইসলামের পরিষ্কার বক্তব্য, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্যই এই পৃথিবী একটি স্বল্পকালীন পরীক্ষাস্থল। আমরা সবাই পরীক্ষাধীন, সঠিক অর্থে এখানে পাওয়ারও কিছু নেই, হারানোরও কিছু নেই। দুঃখ, অনটন, দারিদ্র্য বা ধনাঢ্যতা, মুক্তি বা অবরোধ, সবই এক একটি পরীক্ষা। যার মনে আখেরাতের বিশ্বাস আছে, আছে আল্লাহর কাছে অপরিহার্য জবাবদিহিতার অনুভূতি, আছে স্বামী-সন্তানদের প্রতি স্বাভাবিক দায়বদ্ধতা, সেই মুসলিম নারীর পক্ষে ইসলামের দাবী কি অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করা সম্ভব? যারা সম্ভব মনে করে, যারা ইসলামের প্রকৃষ্ট হেদায়াতকে অবজ্ঞা করে স্বাধীনতা ও নারীমুক্তিকে জীবনের সর্বস্ব ও শ্রেষ্ঠতম অর্জন বলে ভাবতে চায়, তারাই তারা, যাদের ঈমান ও আক্বীদা ও সম্ভ্রমবোধ ইবলীসের কাছে নিঃশেষে অতি স্বল্পমূল্যে বিক্রয় হয়ে গেছে, যথাযথ আপ্যায়নের জন্য আল্লাহপাক যাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লেলিহান অগ্নিগর্ভ জাহান্নাম।

আগেই উল্লেখ করেছি, ইসলাম একজন ধর্মপ্রাণ নারীকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম নে'আমত, শ্রেষ্ঠতম ঐশ্বর্য বলে ঘোষণা করে। এমন সম্মানকে পদদলিত করে যে নারী তথাকথিত স্বাধীনতা ও সমঅধিকারের জটাজালে বন্দী হয়ে মুক্তি বিলাসকে বেছে নেয়, সে অভিশপ্ত এবং সে বড়ই হতভাগিনী। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে তো বটেই, এমনকি কাফের-মুশরিকদের কাছেও তাদের খুব বেশী একটা মূল্য নেই। যেটুকু মূল্য তারা পায়, সেটা বস্তুতঃ এক জাতীয় ব্যভিচারের বিনিময়। ইসলাম বলে, চোখেরও যেনা (ব্যভিচার) আছে, কানেরও আছে। অর্থাৎ নারীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়াও যেনা, তার কণ্ঠনিঃসৃত সুললিত কথা শোনাও যেনা, যে কারণে নারী-পুরুষ উভয়কেই তার দৃষ্টি অবনত রাখতে বলা হয়েছে এবং নারী এমনভাবে কথা বলবে, যাদের অন্তরে রোগ আছে তাদের রোগ যেন বৃদ্ধি না পায়। এমনকি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নারীকে সুগন্ধি মেখে বাইরে যেতেও নিষেধ করেছেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। নারীবাদীরা বলবে, এই অহেতুক বাড়াবাড়ির কারণেই নারীকে আজ স্বাধীনতার ঝাণ্ডা হাতে সকল অবরোধ ভেঙ্গে ফেলতে হচ্ছে। কিন্তু সত্যই কি অহেতুক, সত্যই কি বাড়াবাড়ি? যে ইসলাম নারীকে জগতের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ বলে ঘোষণা করে, সে ইসলাম কি তাকে সর্বতোভাবে সুরক্ষার কথা বলবে না? আর এটাই তো বাস্তব ও প্রকৃতিসম্মত, যে বস্তুর মূল্য যত বেশী তাকেই তত বেশী লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে হয়। একটি সহজ ও ছোট্ট উপমা দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হ'তে পারে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পাচক দ্বারা শ্রেষ্ঠতম উপকরণে প্রস্তুতকৃত আহার্যদ্রব্য যদি খোলা অবস্থায় রাখার ফলে ধুলাবালি পড়ে, চতুর্দিকে মাছি ভন ভন করে, ইঁদুর-বিড়াল এসে মুখ দেয়, সেই খাবারের স্বাদ অপরিবর্তিত থাকলেও তা কি আর খাদ্য হিসাবে গণ্য হওয়ার উপযুক্ত থাকে? অতি বড় ক্ষুধার্ত ব্যক্তিও কি এই খাবার খেতে সম্মত হবে? ইসলাম এজন্যই নারীকে সর্বোচ্চ সাবধানতার সঙ্গে আড়ালে রাখতে চায়, যাতে কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর, মাছি ইত্যাদি দ্বারা তার সম্মান, সম্ভ্রম ও পবিত্রতা এতটুকুও ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে না পারে। ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে অন্য সবকথা ছেড়েই দিলাম, নারীর মূল্য ও গ্রহণযোগ্যতা এমনকি তার আপন গর্ভজাত সন্তানের কাছেও বহুলাংশে হ্রাস পাবে। একে যারা অবরোধ মনে করে, তাদের বোঝানো শুধু কঠিন নয়, রীতিমত অসম্ভব। কিন্তু ইসলামের পরিষ্কার বক্তব্য, নারী তার সম্ভ্রম ও পবিত্রতা সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে হ'লেও সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে হেফাযত করবে, এটা তার জন্য ফরযে আইন এবং এ ধরনের মুসলিম নারীদের জন্যই ইনশাআল্লাহ জান্নাতের সুসংবাদ।

কিন্তু সমস্যা হ'ল ইসলাম যাই বলুক, পশ্চিমা সভ্যতা ও তাদের কৃপাপ্রার্থী এতদ্দেশীয় নারীদরদী বুদ্ধিজীবীদের কাজই হ'ল, যে কোনভাবে যেকোন কৌশলেই হোক, মুসলিম নারীকে পুরোপুরি ইসলামভ্রষ্ট করে পথে নামিয়ে আনতেই হবে এবং এই কাজ শুধু দেহবাদী শৌখিনতা নয়,

এই কাজের সঙ্গে যুক্ত আছে একটি ভয়ংকর লক্ষ্য। ইহুদী-খ্রিষ্টান-মুশরিকরা তাদের বহুদিনের পর্যবেক্ষণে সম্যক উপলব্ধি করেছে, ইসলাম তার হেদায়াত দিয়ে সমৃদ্ধ এমন এক নারী সমাজ উপহার দিয়েছে, মুসলিম উম্মাহর জন্য যা একটি দুর্ভেদ্য শক্তিকেন্দ্র। এই নারী সমাজকে বিপথগামী করা সম্ভব না হ'লে কোন কিছুই সম্ভব নয়। কারণ এই মাতৃগর্ভ থেকে ভুমিষ্ট হবে এমন সব সন্তান, যারা প্রাণ বিসর্জন দিয়ে হ'লেও তাওহীদী চেতনার মোকাবিলায় কোন তাগূতি শক্তির আধিপত্য কখনো মেনে নেবে না। অতএব নারী সমাজকে মুক্তি ও অধিকারের কথা বলে এমনভাবে বদলে দিতে হবে, যাতে তারা পশ্চিমা নারীদের মতই ধর্মহীন, সম্ভ্রমহীন আল্লাহর ভয়-ভীতি থেকে বেপরোয়া ভোগবাদী জীবনে অভ্যস্ত ও উন্মত্ত হয়ে ওঠে।

এই পরিকল্পনা পুরোপুরি সফল করা গেলে, মুসলিম জননীর গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসবে এমন সব নিরাপদ নামসর্বস্ব মুসলমান, যাদের নিয়ে পুঁজিবাদী পশ্চিমা বিশ্বের আর কোন দুশ্চিন্তা থাকবে না। কারণ তারা অধ্যাপক হবে, কবি সাহিত্যিক, সাংবাদিক হবে, গায়ক, নর্তক, অভিনেতা-অভিনেত্রী হবে, রবীন্দ্রপূজায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত বিখ্যাত বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী হবে, জজ-ব্যারিস্টার, বিজ্ঞানী সবই হবে, শুধু একটি আর কোন খালিদ মুছান্না আবি ওয়াক্কাছ, ছালাহউদ্দীন, ক্বাসিম বা তারিক বিন যিয়াদ, বখতিয়ার কি মাহমূদ গযনভী, মুহাম্মাদ ঘোরী, শাহজালাল তৈরী হবে না, যারা দুরন্ত হিম্মত নিয়ে সারা পৃথিবীকে কম্পিত-প্রকম্পিত করে বজ্রনির্ঘোষে বুলন্দ আওয়াযে জানিয়ে দেবে, 'তাওহীদ কি আমানত সিনো মে হায় হামারে, আসাঁ নহী মিটানা নাম ও নিশাঁ হামারা'- আমার বক্ষে সদাজাগ্রত শাশ্বত তাওহীদের শাশ্বত আমানত, তাকে পরাভূত করা কোনদিন কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না। পশ্চিমা সভ্যতার এটাই মাকছূদ এবং 'নারীমুক্তির' কুহক বিস্তৃত করে পশ্চিমা সভ্যতা এই লক্ষ্যেই ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের এই উদ্দেশ্য কতটা সাফল্যমণ্ডিত হবে, তাদের জন্য কতটা সাফল্য ও ব্যর্থতা এবং কি ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে, আল্লাহ পাক জানেন। আমাদের শুধু দুঃখ হয়, পশ্চিমাদের ও নিকটবর্তী মুশরিকদের এই অতি সহজবোধ্য মুসলিমবিদ্বেষী সর্বনাশা চক্রান্তের সঙ্গে আমাদের কিছু অবোধ ও অপরিণামদর্শী বুদ্ধিজীবীও সোৎসাহে শরীক হয়েছে। আরো দুঃখ হয় এই জন্য যে, কোথাও কোন প্রতিরোধ তো নেইই, ৯০ শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত এই বাংলাদেশে কারো মধ্যে কোন উদ্বেগও নেই।

॥ সংকলিত ॥

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি ॥

দুর্নীতি-সন্ত্রাসের ধারাবাহিকতা

*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

দুর্নীতি-সন্ত্রাস বাংলাদেশে নতুন কিছু নয়। ১৯৭২ সাল থেকেই তা অল্পাধিক সংঘটিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, 'লোকে পায় সোনার খনি, আর আমি পেয়েছি চোরের খনি'। রিলিফের কম্বল বিতরণে অনিয়মকে লক্ষ্য করে তিনি একবার প্রশ্ন রেখেছিলেন, 'আমার কম্বলটা কোথায় গেল'? সেকালে রক্ষীবাহিনী-লালবাহিনী ইত্যাদি গঠিত হয়েছিল দুর্নীতি-সন্ত্রাস-বিশৃংখলা দূর করার জন্যই। সেকালে চুরি-ডাকাতি-খুন প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাজনৈতিক অস্থিরতা, দলাদলি-কোন্দলও ছিল। তখন সর্বহারা এবং জাসদ মাঠ কাঁপাচ্ছিল। এদের শাঁয়েস্তা করার জন্য সরকারের তৎপরতাও অল্প ছিল না। সর্বহারা নেতা কমরেড সিরাজ শিকদার ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছিলেন। আমার তো মনে হয়, সবধরনের দুর্নীতি এবং সন্ত্রাসের ধারাবাহিকতা বর্তমান সময়ে তুঙ্গে উঠেছে।

কিছুকাল যাবত বাংলাদেশে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ধর্ষণ, খুন, অপহরণ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, শিক্ষাঙ্গনে দখলদারী, অস্ত্রবাজি, ঘুষ-দুর্নীতি বৃদ্ধি পাওয়ায় জননিরাপত্তা দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। হরতাল-ভাংচুরও প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সন্ত্রাস দমনের জন্য 'অপারেশন ডেজার্ট হর্স', 'কম্বিং অপারেশন' বহু পূর্বের ঘটনা। কিন্তু সাফল্য আসেনি। বর্তমান জোট সরকার সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে প্রথমে 'অপারেশন ক্লিনহার্ট' চালু করেছিল। কিন্তু দীর্ঘদিনের সন্ত্রাসী জং তাতে পরিষ্কার করা যায়নি। তারপর থেকে চলছে 'র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন' (র‍্যাব)-এর অপারেশন। সন্ত্রাসী ধরা পড়ছে প্রচুর। ক্রসফায়ারে মারাও যাচ্ছে কেউ কেউ। কথা উঠেছে যে, নিরীহ-নির্দোষ লোক হয়রানীর শিকার হচ্ছে, মারা পড়ছে। জানি না এটা কতটা সত্যি। তবে এটা সত্যি যে, দেশে গযব নাযিল হ'লে কিছু নির্দোষ লোকও ভোগান্তির শিকার হয়।

অতঃপর অস্ত্রবাজি গ্রেনেড হামলা ও বোমা হামলায় পর্যবসিত হয়েছে। রমনার বটমূলে নববর্ষের অনুষ্ঠানে, উদীচীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, বহদ্দার হাটের জনসভায়, জাসদ নেতা আরেফ আহমদের সভায়, আওয়ামী লীগের সভায় গ্রেনেড হামলা-বোমা হামলা হয়েছে। বহু লোক হতাহত হয়েছে। নিহতের তালিকায় আরেফ আহমদ, শাহ এ, এম, এস, কিবরিয়া (সাবেক আওয়ামী অর্থমন্ত্রী), আইভি রহমান (আওয়ামী কেন্দ্রীয় নেত্রী) রয়েছেন। এসব অত্যন্ত দুঃখজনক এবং মর্মান্তিক। এভাবে একটা দেশ চলতে পারে না। আরও ভয়াবহ কাণ্ড ঘটেছে গত ১৭ই আগষ্ট ২০০৫ তারিখে। বাংলাদেশের ৬৪টি যেলার মুন্সিগঞ্জ বাদে ৬৩টি যেলাতেই প্রায় একই সময়ে একই সঙ্গে বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে। অবশ্য প্রাণহানি এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি তেমন হয়নি। তবে হ'লে ভয়ানক কিছু ঘটে যেতে পারত।

** সম্পাদক, কালান্তর, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।*

কারা ঘটাল, কেন ঘটাল এই বোমা হামলা? এ প্রশ্ন আপামর দেশবাসীর। জোট সরকার দেশের ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ বলে আসছে যে, ইসলামী জোট এই সরকারে থাকায় 'ইসলামী জঙ্গীদে'র উত্থান ঘটেছে। ঘটে থাকলে তাও নতুন নয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে আওয়ামী লীগের শাসনামলে হরকাতুল জেহাদ এবং অন্যান্য ইসলামী দলের নেতা-কর্মীদের প্রতি সন্দেহ ছিল, ধরপাকড়ও চলছিল।

১৭ই আগষ্টের বোমা বিস্ফোরণের পর পত্র-পত্রিকার খবর ও সরকারী প্রেস নোট থেকে জানা যায়- বোমা হামলার সঙ্গে জামাআতুল মুজাহিদীন ও জাগ্রত মুসলিম জনতা জড়িত। জামাআতুল মুজাহেদীন-এর শীর্ষনেতা হ'ল আব্দুর রহমান এবং জাগ্রত মুসলিম জনতা-এর শীর্ষনেতা ছিদ্দীকুর রহমান ওরফে বাংলা ভাই। এদের গ্রেফতারের দাবী অনেকদিন আগে থেকেই। কিন্তু সরকার এদের গ্রেফতারে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। জানিনা এটা ব্যর্থতা, নাকি পরিকল্পনা? তবে এ বিষয়টি নিয়ে দেশের আপামর জনসাধারণ দারুণভাবে প্রশ্ন তুলেছে। অপরদিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রবীণ প্রফেসর এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব এবং তাঁর কয়েকজন সহযোগী এই বোমা হামলার বহু পূর্বেই সন্দেহজনকভাবে অন্যায় গ্রেফতারের শিকার হয়ে জেল-হাজতে অবস্থান করছেন। ইতিমধ্যে দেশের সচেতন জ্ঞানী মহল এই অন্যায় গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'ও মিছিল-মিটিং প্রতিবাদ সভা ও সমাবেশের মাধ্যমে তাদের জঙ্গীবিরোধী অবস্থান জাতির সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে এবং নেতৃবৃন্দের অন্যায় গ্রেফতারের প্রতিবাদ ও নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করেছে এবং করে আসছে। আত-তাহরীকের বিগত ৭/৮টি সংখ্যার বলিষ্ট লেখনী বিষয়টি আরও পরিষ্কার করেছে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীও রাজশাহীতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জঙ্গী তৎপরতার সাথে ডঃ গালিব-এর জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছেন। এরপরও একজন দেশ বরেণ্য শিক্ষাবিদকে খুন-ডাকাতির মত মামলায় আটকে রাখা এ জাতির জন্য কতটা কল্যাণ বয়ে আনবে এটাই এখন প্রশ্ন।

ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম কখনও জঙ্গী ধর্মী নয়। এটা ইহুদী-খ্রীষ্টানদের অপপ্রচার। এ অপপ্রচার মুসলমানদের মুখে শোভা পায় না। আসলে ইহুদী-খ্রীষ্টীয় জঙ্গীরা কম কিসে? তারা কিন্তু নিজেদের ধর্মকে এভাবে বলে হেয় প্রতিপন্ন করে না। 'ইসলামী জঙ্গী' মুসলমানরা বলছে নিজের কান নিজে কামড়ানোর মতই। বলছে অবশ্য ইহুদী-খ্রীষ্টানরাও। তবে ইসলাম তাদের ধর্ম নয়। তাই তাদের বলতে আটকায় না। বরং ইসলামকে নিন্দিত করাই তাদের চিরকালের অভ্যাস। কোন মুসলমান যদি সত্যিই জঙ্গী হয়, তাহ'লে সে 'মুসলমান জঙ্গী' নামে আখ্যায়িত হ'তে পারে। কোন মুসলমানের জন্য উচিত হবে না জঙ্গী শব্দের সঙ্গে ইসলামকে যুক্ত করা।

জঙ্গী শব্দের সঠিক অর্থ যুদ্ধবাজ। গভীর অর্থে যুদ্ধবাজ ন্যায়-অন্যায়ের ধার ধারে না, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া চাই-ই। এককালে খ্রীষ্টানরা লাগাতার দু'শ বছর ক্রুসেড চালিয়ে স্পেনের ইসলামী শাসনসহ মুসলমানদের খতম করেছিল। আজও তাদের জঙ্গীপনার শেষ হয়নি। বসনিয়া, চেচনিয়া-হার্জেগোভিনা, কসোভো, ফিলিস্তীন, ভিয়েতনাম, আফগানিস্তান, ইরাকের দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে।

২৯ আগষ্ট-এর দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকায় মুনীরুযযামানের লেখা 'চেনাজগৎ জানা কথা' শিরোনামীয় উপ-সম্পাদকীয়তে বড় হরফে লেখা হয়েছে- 'তালেবান তৈরীর কারখানা বন্ধ করা হবে না কোন যুক্তিতে?' গর্ভাংশের বিবরণ, 'কে না জানে জঙ্গী তৎপরতার জন-সাপ্লাই লাইন বা জনবল সরবরাহের প্রধান উৎস হচ্ছে মাদরাসা। এটা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে, দেশের মাদরাসাগুলি বিশেষ করে 'কওমী' মাদরাসাগুলিই দেশের জঙ্গী বা তালেবান তৈরীর কারখানা হিসাবে কাজ করছে'।

বোমা বিস্ফোরণের পর কতিপয় মাদরাসা শিক্ষক-ছাত্রকে অবশ্য গ্রেফতার করা হয়েছে। সরকারীভাবে তাদের সম্পর্কে এখনও চূড়ান্ত রায় প্রকাশিত হয়নি। এখনই কি করে মন্তব্য করা যায় যে, মাদরাসাগুলিই জঙ্গী তৎপরতার জনবল সরবরাহের প্রধান উৎস?

লেখক আরও লিখেছেন, 'বাংলাদেশে জোট সরকার, বিশেষ করে জোটের প্রধান শরীক বিএনপি যদি বাস্তবেই 'জোট ও ভোটের' স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষা করতে চায় (যেটা তারা দাবীও করে থাকে), তবে অবশ্যই জঙ্গী উত্থানের ক্যাডার তৈরীর কারখানা মাদরাসাগুলির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং তা করতে হবে দ্রুতই। এর কোন বিকল্প নেই এবং বিকল্পের খোঁজ করতে গেলে একদিন এর জন্য বিএনপিকেও চরম মূল্য দিতে হবে'।

আমাদের বক্তব্য হচ্ছে- দেশে বোমাবাজি, খুন, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি দেদারসে চলছে। প্রকৃত অপরাধীদেরকে খুঁজে বের করে বিচার এবং শাস্তি প্রদান আবশ্যক। অপরাধী যেই হোক মাদরাসার শিক্ষক-ছাত্র, কলেজ-ভার্সিটির শিক্ষক, ছাত্র, রাজনৈতিক দলের ক্যাডার, নির্দলীয় পাবলিক কারোই রেহাই পাওয়ার কথা নয়। অপরাধী অপরাধীই, তা সে যে স্তরের লোকই হৌক। অতীতে আমরা খুনী, চাঁদাবাজ, ধর্ষক, সন্ত্রাসীর খবর জানতে পেরেছি সংবাদপত্রের মাধ্যমে। তারা কিন্তু মাদরাসার শিক্ষক-ছাত্র ছিলেন না। শামীম ওসমান, জয়নাল হাজারী, গোলাম ফারূক অভি, আবু তাহের, কামাল মজুমদারের ছেলেরা, ভার্সিটির সেঞ্চুরিয়ান ধর্ষক কোন্ মাদরাসার শিক্ষক-ছাত্র ছিলেন? আর এখনও দেশের সব ধরনের দুর্নীতি-সন্ত্রাস কি মাদরাসার শিক্ষক-ছাত্ররাই করছেন? এখনও যেসব খুনী, সন্ত্রাসী, অপহরণকারী, চাঁদাবাজ ধরা পড়ছে, তাদের প্রায় সর্বাংশই মাদরাসার শিক্ষক-ছাত্র নয়, এটা ধ্রুব সত্য। সুতরাং অযথা মাদরাসাগুলিকে দোষারোপ করা মোটেও ঠিক নয়।

মুনীরুযযামানের মত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা(?) মাদরাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে সোচ্চার। মাদরাসা শিক্ষা বন্ধ হয়ে গেলে তাদের স্বস্তি। মূলতঃ মাদরাসাগুলি ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেশে না থাকলে ইসলামের দ্বীনী জ্ঞানের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে। অতঃপর কারো ইসলাম

দ্বীনী জ্ঞানের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে। অতঃপর কারো ইসলাম ধর্মের বিধিবিধান জানার সুযোগ থাকবে না। এই যে যারা ধর্মনিরপেক্ষতা 'ধর্মহীনতা নয়' বলে থাকেন, তাদের কাছে প্রশ্ন, মাদরাসা শিক্ষা বন্ধের পর মুসলমানরা কি শুধু নামকেওনই করবে? কেননা তখন তো মুসলমানের জন্য কোন ইসলামী ইলম-কালাম থাকবে না, যদি তাদের ইচ্ছায় দেশের সকল মাদরাসা বন্ধ হয়েই যায়।

মুনীরুযযামান লিখেছেন, 'সরকার গত বছর মাদরাসা শিক্ষার জন্য শিক্ষা বাজেটের ১১.৫% ব্যয় করেছে তাই নয়, মাদরাসা শিক্ষার ফাযিলকে সাধারণ শিক্ষার স্নাতক এবং কামিলকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর সমমানে উত্তরণের কাজও শুরু করে দিয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষা বাজেটের ১১.৫% খরচ করে, সাধারণ শিক্ষার চেয়ে মাদরাসা শিক্ষা ও ছাত্র বৃদ্ধির হারকে ত্বরান্বিত করে সরকার কি শেষ পর্যন্ত দেশে তালেবান সৃষ্টির কারখানার সংখ্যাই বৃদ্ধি করছে না'?

মাদরাসা মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানগুলি দেশে হঠাৎ গজিয়ে উঠেনি। বাদশাহী আমলেও ছিল, ব্রিটিশ শাসন আমলেও ছিল। বর্তমানে আলিয়া মাদরাসার শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাধারণ শিক্ষার সমান ভ্যালু ন্যায়তঃ পেতে পারে বলেই সরকার ফাযিলকে স্নাতক এবং কামিলকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর মান দিতে যাচ্ছে। এটা ন্যায় সঙ্গত, পক্ষপাতিত্ব নয়। আর এটাও জেনে রাখা ভাল যে, মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকরাও সরকারকে শিক্ষা কর কোন অংশে কম দেয় না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় জ্ঞান, দক্ষতা এবং আদর্শ শেখানোর জন্য। ভিন্নতর কিছু হ'লে প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করা যায় না। দায়ী যে ব্যক্তিরা তারাই অপসারণযোগ্য। উকুনের জন্য মাথা কামানো হয় না, উকুন মারা ঔষধ ব্যবহার করা হয়। মুনীরুযযামানতো 'ডাইরেক্ট এ্যাকশনে' গিয়ে বলেছেন, 'এরপরও দেশে মাদরাসা শিক্ষা থাকার কি কোন যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে? এরপরও কেন মাদরাসা বন্ধ হবে না এই দেশে'? তাহ'লে তো এ প্রশ্ন উঠা খুবই স্বাভাবিক যে, ক'বছর আগে ঢাকা ভার্সিটির ছাত্রদের বন্দুক যুদ্ধে নিরপরাধ ছাত্রী সাবেকুন নাহারের মৃত্যু এবং জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের ধর্ষণের সেঞ্চুরী করার পরও কেন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা হয়নি? বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে অনেক সন্ত্রাসী ক্যাডার রয়েছে। তারা বহু দুর্নীতি এবং নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত। তাই বলে কি কেউ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের দাবী তুলেছে? তাহ'লে মাদরাসা কেন বন্ধ করা হবে? দেশের সবাই হরেকৃষ্ণ আন্দোলন পসন্দ করবে না, এটাই সত্য ও স্বাভাবিক। কাজেই মাদরাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে খাটো করে দেখার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

পরিশেষে বলব, প্রকৃত সন্ত্রাসীরা ধরা পড়ুক, বোমাবাজরা সমূলে ধ্বংস হোক। এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা। আমরা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারি। আমরা চাইব না রামের অপরাধে শ্যামের গর্দান কাটা পড়ুক। আমরা কোন বিষয়ের তদন্ত এবং ফায়ছালার পূর্বেই পাইকারী মন্তব্য করতে চাই না এবং ঢালাও গ্রেফতারও কামনা করি না। সেই সাথে নিরপরাধ আলেম-উলামাদেরও নিঃশর্ত মুক্তি কামনা করি। আল্লাহ তা'আলাই প্রকৃত হেফাযতকারী॥

এ কোন মানবাধিকার?

*যহূর বিন ওছমান**

বিশ্বে একশ্রেণীর শাসকগোষ্ঠী শাসনের নামে নিরীহ মুসলিম জনতার উপর অত্যাচারের স্টীমরোলার চালিয়ে যাচ্ছে। আর অতি কৌশলে এই অন্যায়কারীদের সহযোগী বন্ধু হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে তারা, যাদের হাতে রয়েছে মিথ্যা 'মানবাধিকারে'র ধুয়া। সত্যিকার অর্থে যারা মানবাধিকার পাওয়ার প্রকৃত হকদার তাদের পক্ষে কথা বলাতো দূরের কথা, বরং তাদেরকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করাই যেন তথাকথিত মানবাধিকারের মূল লক্ষ্য।

যার প্রমাণ স্বরূপ বলতে হয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা। কিন্তু বাংলাদেশের সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নযীর নেই। অথচ আমাদের দেশের বামপন্থী দলগুলি সহ কাল্পনিক চিন্তাধারার কিছু লোক নিজস্ব ও রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য মানবাধিকার লংঘনের সুর তুলে দেশের শান্তির পথ বিঘ্নিত করছে বারবার।

আশ্চর্যের বিষয় হ'ল- এদেশে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের একমাত্র অনুসারী আহলেহাদীছগণ যখন সর্বপ্রকার অন্যায়-অত্যাচার, যুলুম-নির্যাতন, স্বৈরাচার, দুরাচার, শোষণ-নিপীড়ন, শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কারের পথ পরিহার করে ইসলামের সত্য সঠিক পথে চলতে বদ্ধপরিকর, তখন সন্ত্রাস দমনের মিথ্যা অজুহাতে প্রকৃত মানবাধিকার পাওয়ার যোগ্য নিরপরাধ আহলেহাদীছ জামা'আত বিশেষত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও তার আমীর মানবাধিকার তো পেলোই না; বরং পেল তার বিপরীত ফলাফল। জঙ্গী ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যাঁর রয়েছে দুর্বার আন্দোলন, রয়েছে পর্যাপ্ত লেখনি, আছে অঢেল দলীল-প্রমাণ, যাঁর রচিত পুস্তকে এর বিরুদ্ধে তীর্যক ভাষায় সমালোচনা করা হয়েছে, সেই তাঁকেই জঙ্গীদের মদদাতা(?) বানিয়ে দীর্ঘ প্রায় ৯ মাস যাবত কারাগারে আটকে রেখেছে। আর মানবাধিকারের তথাকথিত ধ্বজাধারিরা শুধু চেয়েচেয়েই দেখছে। মূলতঃ প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর মত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদকে খুন-ডাকাতির মিথ্যা মামলার আসামী করে সমগ্র জাতিকে অপমান করা হয়েছে।

সত্যানুসন্ধ্যানী পাঠক! ইসলাম নিয়ে এদেশের মাটিতে অগণিত আলেম, পীর-মাশায়েখ চিন্তা গবেষণা করছেন। কিন্তু পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পতাকাতলে সমবেত হ'লে যে সঠিক ইসলাম পাওয়া যায়, এই সত্যের দিকে আহ্বানকারী ব্যক্তি যদি সন্ত্রাসী হন, অপরাধী হন, তবে ইসলামের প্রকৃত রক্ষাকারী ও দেশপ্রেমিক কারা?

* শিক্ষক, আ[illegible]

যারা কুরআন-সুন্নাহ্র কথা মুখে বলে অথচ কাজে-কর্মে পালন করে মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত আইন, যারা দীর্ঘ ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধরে পথে-ঘাটে, মঞ্চ-ময়দানে উচ্চ কণ্ঠে বলে আসল গণতন্ত্র হারাম, নারী নেতৃত্ব হারাম, কবরে ফুল দেওয়া ও নীরবতা পালন করা হারাম, অথচ ক্ষমতার লোভ আর দু'চারটি চেয়ারের বিনিময়ে সেই হারামগুলি যারা হালালে পরিণত করল; তাদেরকে কি ডঃ গালিবের মত হক্বপন্থী ইসলামী চিন্তাবিদের সাথে কখনো তুলনা করা যাবে? যাঁর অহি ভিত্তিক আন্দোলনের ফলে দেশের অসংখ্য শিরক ও বিদ'আতপন্থী মানুষ খাঁটি ইসলামের সন্ধান পেয়েছে। যে মানুষটি সদা-সর্বদা সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে কথা, কলম ও সংগঠনকে পরিচালনা করে আসছেন, যাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশে শত শত মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তিনি কি করে সন্ত্রাসী হ'তে পারেন? যাঁর নিকট থেকে শিক্ষার আলো নিয়ে যে অগণিত ছাত্র-ছাত্রী দ্বীনের পথ আলোকিত করছে, তিনি কিভাবে সন্ত্রাসী হ'তে পারেন?

ধিক, শত ধিক এদেশের একশ্রেণীর মিথ্যা প্রচার মাধ্যমগুলিকে। তাদের মধ্যে যদি বিন্দু পরিমাণ ঈমান ও মুসলমানিত্বের লেশমাত্র থাকত, তবে তাঁর বিরুদ্ধে কখনই তারা এভাবে হিংস্র মনোভাব নিয়ে অপপ্রচারে লিপ্ত হ'ত না। এজন্য দেশের সুপরিচিত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডাঃ লুৎফর রহমান অত্যন্ত আক্ষেপ করেই বলেছেন, 'যে জাতির লোকেরা তাদের সাহিত্যিক, আলেম ও পণ্ডিতদের সমাদর করে না, মর্যাদা বোঝে না, সে জাতির কখনই উন্নতি হ'তে পারে না'। প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে দেশের কতিপয় মানুষ মূল্যায়ন না করলেও গোটা বিশ্বের জ্ঞানীগুণী, ইসলামী পণ্ডিতগণ তাঁকে অবশ্যই চিনেন এবং মূল্যায়ন করেন।

মূল কথা হ'ল, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আন্দোলন সক্রিয় হ'লে পাশ্চাত্যের বস্তাপচা গণতন্ত্রকামী ইসলামী দলের ভোট ও সীট সংখ্যা হ্রাস পাবে, কবরপূজারী ও পীর পূজারীদের সংখ্যা হ্রাস পাবে সে ভয়েই শিরক ও বিদ'আতপন্থীরা একজোট হয়ে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ডঃ গালিবকে গ্রেফতার করেছে।

এটা নতুন কিছু নয়। পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকেই নবী-রাসূল, ইমাম, মুজতাহিদ ও হক্বপন্থী আলেমদের উপর যুলুম-নির্যাতন হয়েছে। আর তোষামোদকারী পা চাটা গোলাম এবং ধর্ম ব্যবসায়ী পেটপূজারী আলেমরা অন্যায়কারীদের সাথে মিলেমিশে দুনিয়ার স্বার্থ হাছিল করেছে। এমন ভুরি ভুরি প্রমাণ ইতিহাসে রয়েছে।

একথা বাস্তব সত্য যে, ডঃ গালিব দ্বি-মুখী আলেমদের মত হ'লে তাঁকে আজ কারাবরণ করতে হ'ত না। হ'লেও সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই মুক্তি পেতেন। শুধু তাই নয়, দেশে-বিদেশে রাজনৈতিক লংকাকাণ্ড বাঁধিয়ে ছাড়ত।

দেশের একশ্রেণীর লোক ডঃ গালিবের গ্রেফতারকে নিয়ে এমনটি ভাবছে যে, 'যা কিছু ঘটে, তার কিছু না কিছু তো বটে'। মূলতঃ এ যুক্তিটা ইবলীস শয়তানের শিখিয়ে দেওয়া বুলি। ইউসুফ (আঃ)-এর দশ ভাই তাঁকে কূপে ফেলে দিয়ে এই মিথ্যা অপবাদ নিরপরাধ বাঘের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে পিতা ইয়াকুব (আঃ)-এর নিকটে তারা কেঁদে কেঁদে বলেছিল যে, ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু উক্ত ঘটনায় নিরপরাধ বাঘের কোন দোষ ছিল কি? উক্ত ঘটনার সাথে বিন্দু পরিমাণ সত্য ছিল কি? অতএব দেশের অধিকাংশ লোক একটি কথা বললে অথবা অধিকাংশ সংবাদপত্র একটি কথা লিখলেই তা সত্য হয়ে যায় না। কারণ মিথ্যা শত কণ্ঠে প্রচারিত হ'লেও মিথ্যাই থেকে যায়।

কেউ যদি খাঁটি ঈমানের দাবিদার হন তবে ডঃ গালিবের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগকে বিনা প্রমাণে কিভাবে সত্য বলে মেনে নিবেন? রাসূল (ছাঃ)-এর দলে লুকিয়ে থাকা মুনাফিক মুসলমানরাই নিষ্পাপ আয়েশা (রাঃ)-কে মিথ্যা অপবাদে কলংকিত করতে চেয়েছিল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে সে অপবাদ খণ্ডন করেছেন। তাই আমরা যারা ডঃ গালিবকে জানি, তাঁর রচনা সমগ্র পাঠ করেছি, তাদেরও দৃঢ় বিশ্বাস একদিন প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হবে এবং সত্যের বিজয় সুনিশ্চিত হবে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, সেদিন কি মিথ্যাবাদী সাংবাদিকদের বিচার হবে? কেউ কি তাদের শাস্তির দাবি করবে? একজন প্রফেসরকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগে গ্রেফতার করে যেভাবে তাঁর মান হানি করা হয়েছে, তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনি থেকে দেশ-বিদেশের হক্বপন্থী বিশাল জনতাকে যে বঞ্চিত করা হয়েছে, তিন কোটি আহলেহাদীছকে যে লাঞ্ছিত করা হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ কে দিবে? এগুলিই কি মানবাধিকার!

এখন কোথায় লুকিয়ে আছে মানবাধিকারের ধ্বজাধারীদের মানবীয় মূল্যবোধ? মিথ্যাবাদী হায়েনার দল সত্যের অপমৃত্যু ঘটানোর জন্য মিথ্যার বেসাতী গেয়ে আনন্দ পায়, নিজ নিজ দলের স্বার্থসিদ্ধি করে। কিন্তু মানবাধিকারবাদীরা তো মিথ্যাবাদীর মিথ্যার বিচার চায় না। তবে কিসের এ মানবাধিকার? যে মিথ্যা কোটি কোটি মানুষ কষ্ট দেয়, হক্বপন্থী মুসলিমের ধর্মীয় মূল্যবোধ হরণ করে? সেই মিথ্যাবাদীদের কি বিচার হওয়া উচিৎ নয়?

একশ্রেণীর লোক ভাবছে, ডঃ গালিবের উচিত শিক্ষা হয়েছে। সে সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে (না'ঊযুবিল্লাহ)। তাদের এ দাবী একেবারে সাধারণ। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুঅতী যিন্দেগীর পূর্ব চল্লিশ বছর তিনি আরববাসীর নিকটে শুধু ভালবাসার পাত্রই ছিলেন না, ছিলেন 'আল-আমীন' বা চূড়ান্ত বিশ্বস্ত সঙ্গীও। কিন্তু নবুঅত লাভের পর যখন তিনি হক্কের দাওয়াত পেশ করলেন, তখন সেই আরবরাই বলতে লাগল যে, মুহাম্মাদ আরব সমাজে ফেতনার সৃষ্টি করছে, সে আমাদের মা'বূদ

বা ইলাহগুলিকে প্রত্যাখ্যান করে কেবল আল্লাহকেই এক মা'বূদ বানাতে চায়। তাই মুহাম্মাদকে আর এ সমাজে রাখা যাবে না। কেউ বলল- তাকে হত্যা কর, কেউ বলল তাকে শূলে চড়াও, ফাঁসি দাও, দেশ ছাড়া কর ইত্যাদি। এমনকি পাগল, যাদুকর ও জিনে ধরা ইত্যাদি বলতেও তারা লজ্জাবোধ করেনি। অতএব হক্বের প্রচার-প্রসারের কারণে হক্বপন্থীগণ বাতিলপন্থীদের নিকটে যুগে যুগেই ফিৎনাবাজ উপাধি পেয়েছেন। এটা কি আর নতুন কিছু?

বড়ই আফসোস! মানবাধিকারবাদীদের জন্য এরূপ চরম মুহূর্তেও আহলেহাদীছদের পক্ষে তারা টু শব্দটিও করেনি। তাহ'লে আমরা কোন্ যুক্তিতে বলতে পারি যে, পৃথিবীতে মানবাধিকার সংস্থা আছে? তবে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্ববৃহৎ ও সর্বশক্তিমান মানবাধিকারের উপর মযলূম আহলেহাদীছদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, সেটা হ'ল মহান আল্লাহ্র খাছ রহমতের মানবাধিকার। যার হাল ধরে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ' বছর যাবৎ তারা আছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে দেশের সরকারকে বলব, নিরপরাধ আলেমদের নিয়ে অনেক ছিনিমিনি খেলেছেন। সময় এসেছে এসব মিথ্যার বেসাতি বন্ধ করে জাতির সামনে প্রকৃত সত্য তুলে ধরার। আপনাদের ঘুম না ভাঙলেও দেশের তাওহীদী জনতার ঘুম ঠিকই ভেঙ্গেছে। ইতিমধ্যেই দেশবাসী জানতে পেরেছে প্রকৃত সন্ত্রাসী ও বোমাবাজ কারা। অতএব আর কালক্ষেপণের কোন সুযোগ নেই। নির্দোষ নিরপরাধ আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিয়ে জাতির নিকটে ক্ষমাপ্রার্থী হউন। আল্লাহ আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন- আমীন!!

শামসুল হক আযীমাবাদী (রহঃ)

নূরুল ইসলাম*

(২য় কিস্তি)

সাংগঠনিক জীবনঃ

জামা'আতবদ্ধভাবে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আহলেহাদীছ আন্দোলন চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে ১৩২৪ হিজরীর ৬ই যুল'ক্বাদা মোতাবেক ১৯০৬ সালের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর যেসব সেরা ছাত্র বিহারের আরাহ্ যেলার 'মাদরাসা আহমাদিয়া'র বার্ষিক ইলমী সেমিনারে (مذاكره علميه) একত্রিত হয়ে সেখানে উপস্থিত সুধীবৃন্দ ও ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে 'অল ইন্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স' গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, আল্লামা আযীমাবাদী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি এ সংগঠনের প্রথম কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন এবং আমৃত্যু এ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।[22]

চরিত্র ও গুণাবলীঃ

বহু গুণে গুণান্বিত আল্লামা আযীমাবাদী ছিলেন সালাফে ছালেহীনের উত্তম নমুনা। আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (রহঃ) বলেন, وكان حليما، متواضعا، كريما، عفيفا، صاحب صلاح وطريقة ظاهرة، محبا لأهل العلم- 'তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল, নম্র, দানশীল, সচ্চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ, স্পষ্ট পথের অনুসারী এবং ওলামায়ে কেরামকে মুহাব্বতকারী'।[23]

সততা-সত্যবাদিতা, লজ্জাশীলতা, দানশীলতা, বিশ্বস্ততা, ধার্মিকতা ও আমানতদারিতা ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ। মাওলানা আব্দুস সামী' মুবারকপুরী বলেন,

جمع علما وفقها وأدبا وفضلا، ونسكا وعبادة وكرما وأخلاقا حسنة، وخصال مرضية وسيرا محمودة... التزم على نفسه خدمة الدين، ونشر الإسلام، وإعلاء كلمة الله، وإحياء السنة والملة،

---

* আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

২২. ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬), পৃঃ ৩৬৭-৬৮।

২৩. আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী, নুযহাতুল খাওয়াতির (হায়দ্রাবাদঃ ১৯৭০), ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১৮০।

وإزالة المنكرات والبدعات المحدثة، يحب العلماء والصلحاء، ويحسن إليهم، وينفق عليهم من نفائس الاموال، وتطيب نفسه بلقائهم-

'তিনি বিদ্যা-বুদ্ধি, শিষ্টাচার, শ্রেষ্ঠত্ব, ইবাদত-বন্দেগী, দানশীলতা, উত্তম চরিত্র, সন্তোষজনক বৈশিষ্ট্য ও প্রশংসনীয় স্বভাবের গুণকে একত্রিত করেছিলেন। তিনি ইসলামের খিদমত, প্রচার-প্রসার, আল্লাহ্‌র বাণীকে সমুন্নতকরণ, সুন্নাহ ও মুসলিম মিল্লাতকে পুনরুজ্জীবিতকরণ, গর্হিত কর্ম ও নতুন সৃষ্ট বিদ'আত দূরীকরণকে নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছিলেন। তিনি ওলামায়ে কেরাম ও নেককার লোকদেরকে ভালবাসতেন, তাদের প্রতি ইহসান করতেন, তাদের জন্য অমূল্য ধন-সম্পদ ব্যয় করতেন এবং তাদের সাথে সাক্ষাতে তাঁর আত্মা প্রফুল্ল হ'ত'।[২৪]

তিনি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, গ্রন্থ রচনা, ফৎওয়া প্রদান ও ইবাদত-বন্দেগীতে সময় কাটাতেন। বিন্দুমাত্র সময় অযথা নষ্ট করতেন না। সর্বদা হক্ব কথা বলতেন। এক্ষেত্রে নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করতেন না।[২৫]

তিনি কোন মাসআলা না জানলে কাউকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করতেন না। আবূদাঊদের বিশ্বখ্যাত ভাষ্যগ্রন্থ 'আওনুল মা'বূদ' রচনাকালে কতিপয় হাদীছের ব্যাখ্যা সম্পর্কে হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী (মৃঃ ১৩৩৭ হিঃ), আইনুল হক ফলওয়ারী (মৃঃ ১৩৩৩ হিঃ) ও হাফেয মাওলানা আব্দুল আযীয রহীমাবাদীকে (মৃঃ ১৩৩৬ হিঃ) জিজ্ঞেস করেন। অনুরূপভাবে তিনি সর্বদা মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর কাছে পত্র লিখে প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল জেনে নিতেন।

তিনি ওলামায়ে কেরাম ও লেখকদেরকে গ্রন্থ প্রণয়নে বই-পুস্তক ও অর্থ-সম্পদ দ্বারা সাহায্য করতেন। তাঁর দ্বার সকলের জন্য অবারিত ছিল। ওলামায়ে কেরাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে ভীষণ খুশী হ'তেন এবং তাদেরকে আপ্যায়ন করতেন। তিনি বিভিন্ন মাদরাসার শিক্ষক ও ফারেগ হওয়া ছাত্রদেরকে গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ করতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ উৎসগ্রন্থগুলির সন্ধান দিতেন। সাথে সাথে তাদেরকে একাজে সহায়তার জন্য মাসিক ভাতাও প্রদান করতেন। তাঁর অনুপ্রেরণা ও সাহায্য-সহযোগিতায় অনেকেই গ্রন্থ রচনায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।[২৬]

তিনি তাঁর সমৃদ্ধ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি পড়ার জন্য ধার দিতেন। এমনকি যেসব বই তাঁর লাইব্রেরীতে ২ কপি থাকত তার ১ কপি ফ্রি দিয়ে দিতেন।[২৭]

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মাদরাসাসমূহকে তিনি বইপত্র ও অর্থ-সম্পদ দ্বারা সাহায্য করতেন। সম্ভবতঃ দেওবন্দ, সাহারানপুর, মীরাট, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের মাদরাসা সমূহের এমন কোন মাদরাসা ছিল না যেখানে তাঁর হাদিয়া পৌঁছেনি। বিশেষ করে তিনি মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর মাদরাসার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন এবং বইপত্র ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করতেন।[২৮]

'ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ' ও 'মাকাতীবে নাযীরিয়াহ' সংকলনে অবদানঃ

মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর ফৎওয়া সংকলনের প্রথম চিন্তা মাথায় আসে আযীমাবাদীর। অতঃপর তিনি মিয়াঁ ছাহেবের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ফৎওয়ার কপিগুলি তিরমিযী শরীফের বিশ্ববিখ্যাত ভাষ্যকার আব্দুর রহমান মুবারকপুরীকে হস্তান্তর করেন। তিনি আযীমাবাদীর তত্ত্বাবধানে সেগুলিকে দু'খণ্ডে বিন্যস্ত করেন। আযীমাবাদীর জীবদ্দশায় ১০০ ফর্মা পর্যন্ত এর কাজ সমাপ্ত হয়। দুর্ভাগ্য যে, তিনি এটি মুদ্রিত দেখে যেতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর ১৩৩৩ হিঃ/১৯১৫ সালে দু'খণ্ডে 'ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ' সর্বপ্রথম দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়।[২৯]

এছাড়া তিনি সর্বপ্রথম মিয়াঁ ছাহেবের পত্রাবলী সংকলনেরও চিন্তা করেন। 'শাহনায়ে হিন্দ' পত্রিকায় এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হ'লে তিনি প্রথম সেই ডাকে সাড়া দেন এবং তাঁর ছাত্র ও বন্ধুদের কাছ থেকে মিয়াঁ ছাহেবের পত্রাবলী সংগ্রহ করে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক সাইয়েদ আহমাদ হাসানের কাছে প্রেরণ করেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে মিয়াঁ ছাহেবের পত্রাবলীর ১ম খণ্ড 'মাকাতীবে নাযীরিয়াহ' নামে প্রকাশিত হয়।[৩০]

আযীমাবাদীর লাইব্রেরীঃ

আল্লামা আযীমাবাদী জীবনের প্রথম লগ্ন থেকেই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। বহির্ভারতে মজুদ হস্তলিখিত কপিগুলির অনুলিপি তিনি চড়া দামে ক্রয় করতেন এবং মিসর, বৈরুত, লাইডেন, জার্মানী, প্যারিস, লন্ডন প্রভৃতি স্থান থেকে মুদ্রিত গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করতেন। এভাবে তাঁর লাইব্রেরীটি একটি সমৃদ্ধ সংগ্রহশালায় পরিণত হয়। তাফসীর, হাদীছ, ইতিহাস, ইলমুর রিজাল, সীরাত, ভাষা, সাহিত্য, দর্শন ও মানতিকের গ্রন্থাবলীতে তাঁর লাইব্রেরীটি ঠাসা ছিল। তদীয় পুত্র মুহাম্মাদ ইদরীস ডিয়ানবী তাঁর অধিকাংশ বই পাটনার বিখ্যাত ওরিয়েন্টাল খোদাবখশ খান লাইব্রেরীতে দান করে দেন। যেগুলি এখন Diyanwan Collection বা 'ডিয়ানওয়াঁ সংগ্রহ' নামে পরিচিত। কিছু বইপত্র নিয়ে তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। অনেক বই হারিয়ে যায় এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। দিল্লীর 'মাতবা' আনছারী' তাঁর কতিপয় গ্রন্থ প্রকাশ করে।[৩১]

---

২৪. *আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দামা ১-২ খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়া, তাবি), পৃঃ ৫৩৮-৩৯।*
২৫. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ২৯ ও ৩১।*
২৬. *বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩২-৩৪।*
২৭. *ঐ, পৃঃ ৩৫, ৪০।*
২৮. *ঐ, পৃঃ ৪২।*
২৯. *তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৬; ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ১/৫ ও ৫১ পৃঃ (ভূমিকা দ্রঃ); হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ৩৬; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৩৫।*
৩০. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ৩৭।*
৩১. *ঐ, পৃঃ ৫৬-৫৭, ৬০।*

রোগ ভোগ ও মৃত্যুঃ

১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দে ভারতের বেশ কয়েকটি প্রদেশে বিশেষ করে বিহার প্রদেশের পাটনা যেলায় প্লেগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এতে বহু লোক মারা যায়। ১৩২৯ হিজরীর ১৩ রবীউল আউয়াল মোতাবেক ১৫ মার্চ ১৯১১ সালে আযীমাবাদী প্লেগে আক্রান্ত হন এবং আক্রান্ত হওয়ার ৬ দিন পর ১৯ রবীউল আউয়াল ১৩২৯ হিজরী মোতাবেক ১৯১১ সালের ২১ মার্চ মঙ্গলবার ভোর ৬-টায় মাত্র ৫৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[৩২]

কলম সৈনিক আযীমাবাদীঃ

আযীমাবাদী মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর নিকট অধ্যয়নকালেই ফৎওয়াদান ও গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। মিয়াঁ ছাহেব তাঁকে হাদীছের গ্রন্থাবলীর ভাষ্য প্রণয়ন, তাহক্বীক্ব ও তা'লীক্ব (টীকা) এর ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেন। শিক্ষা সমাপ্ত করার পর থেকে মৃত্যু অবধি তিনি এসব খিদমত আঞ্জাম দেন। ১৩০২ হিজরী থেকে ১৩২৯ হিজরী পর্যন্ত সময়ে তিনি আরবী, উর্দূ ও ফার্সী ভাষায় প্রায় ৩০টি গ্রন্থ রচনা করেন।[৩৩] নিম্নে তাঁর রচনাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হ'লঃ

১. গায়াতুল মাকছূদ ফী হাল্লে সুনানে আবীদাঊদঃ

এটি সুনানে আবূদাঊদের বিশদ ভাষ্যগ্রন্থ। তালাত্তুফ হুসাইন আযীমাবাদীর (মৃঃ ১৩৩৪ হিঃ) তত্ত্বাবধানে এর শুধুমাত্র ১ম খণ্ড দিল্লীর 'মাতবা' আনছারী' বা আনছারী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। সেখানে প্রকাশকাল উল্লেখ করা হয়নি। তবে ১৩০৫ হিজরীর পূর্বে সেটি প্রকাশিত হয়েছিল বলে প্রতীতি জন্মে। কারণ ১৩০৫ হিজরীতে প্রকাশিত আযীমাবাদী রচিত 'ই'লামু আহলিল আছর বিআহকামি রাক'আতায়িল ফাজর (إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر) গ্রন্থে জানানো হয়েছিল যে, 'গায়াতুল মাকছূদ'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। ইনশাআল্লাহ অচিরেই বাকী খণ্ডগুলি প্রকাশিত হবে'।[৩৪]

ওলামায়ে কেরামের মাঝে প্রচলিত আছে যে, তিনি ৩২ খণ্ডে এ ভাষ্যগ্রন্থটি সমাপ্ত করেন।[৩৫] আবার কেউ কেউ লিখেছেন যে, তিনি ১৩০৫ হিজরীতে এটি সমাপ্ত করেন। অতঃপর ১৩১১ হিজরীতে হজ্জ আদায় করতে গেলে এ গ্রন্থ রচনার কারণে আরবের বড় বড় ওলামায়ে কেরাম তাঁর কাছ থেকে 'ইজাযা' (সনদ) লাভ করেন। এসব ধারণা একটি সূক্ষ্ম ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। আসল ব্যাপার হচ্ছে- খতীব বাগদাদীর (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ) বিভাজন অনুযায়ী সুনানে আবূদাঊদ ৩২ 'জুয' বা খণ্ডে বিভক্ত। আযীমাবাদী ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেক জুযের ভাষ্য লিখার ইচ্ছা করেন। এথেকে ওলামায়ে কেরাম বুঝে নেন যে, ভাষ্যগ্রন্থটি ৩২ খণ্ডে সমাপ্ত হবে। অথচ তিনি পরবর্তীতে সেটি সমাপ্ত করতে পারেননি। আযীমাবাদীর জীবন ও কর্মের উপর প্রামাণ্য গ্রন্থ 'হায়াতুল মুহাদ্দিছ শামসুল হক ওয়া আ'মালুহু'-এর রচয়িতা মুহাম্মাদ উযাইর সালাফীর গবেষণালব্ধ মতানুযায়ী তিনি খতীব বাগদাদীর বিভাজন অনুযায়ী ২১ 'জুয' অর্থাৎ 'মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার দো'আ' অনুচ্ছেদ (باب فى الدعاء للميت إذا وضع فى قبره) পর্যন্ত ব্যাখ্যা লেখা সমাপ্ত করতে পেরেছিলেন।[৩৬]

আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ তাঁর 'জুহূদ মুখলিছাহ ফী খিদমাতিস সুন্নাতিল মুত্বাহ্হারাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, পাটনার খোদাবখশ খান লাইব্রেরীতে 'গায়াতুল মাকছূদ'-এর তিন খণ্ড পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। এগুলি আযীমাবাদীর পৌত্র আব্দুর রাকীব, আব্দুল কুদ্দূস মুহাম্মাদ নাযীর, মুহাম্মাদ উযাইর শামসুল হক, মুহাম্মাদ ইলইয়াস ও আব্দুল কাবীর মুবারকপুরীর সহযোগিতায় প্রকাশ করার জন্য প্রস্তুত করেছেন।[৩৭] ফালিল্লাহিল হামদ।

উল্লেখ্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম তাঁর পি-এইচ.ডি. থিসিসে উল্লেখ করেছেন যে, 'গায়াতুল মাকছূদ'-এর ২য় ও ৩য় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি তিনি পাটনার ওরিয়েন্টাল খোদাবখশ খান লাইব্রেরীতে দেখেছেন। উক্ত খণ্ড দু'টিতে باب فى وقت থেকে باب ترك الوضوء مما مست النار صلاة النبى صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها পর্যন্ত হাদীছের ব্যাখ্যা রয়েছে।[৩৮]

গ্রন্থটি রচনার কারণ সম্পর্কে আযীমাবাদী নিজেই বলেছেন, 'ইমাম, হাফেয ও শায়খুল ইসলাম ওয়াল মুসলেমীন আবূদাঊদ আস-সিজিস্তানীর (মৃঃ ২৭৫ হিঃ) সুনান গ্রন্থটি একটি সূক্ষ্ম গ্রন্থ। এর দুর্বোধ্যতা বিশ্লেষণ করা ছাত্রদের জন্য বেশ কঠিন। সালাফে ছালেহীন এটির বিস্তৃত ও সংক্ষিপ্ত ভাষ্যগ্রন্থ এবং হাশিয়া (পাদটীকা) রচনা করেছেন। কিন্তু এখন সাধারণ মানুষের কাছে এর ভাষ্যগুলির মধ্যে এমন কোন ভাষ্য নেই যেটি ইঙ্গিতগুলিকে বিশ্লেষণ করবে এবং দুর্বোধ্য বিষয়গুলিকে খুলে দিবে। তাই আমি এ গ্রন্থটির সকল হাদীছের ব্যাখ্যা লিখার ইচ্ছা করেছি। যেটি তার ইঙ্গিতগুলিকে বিশ্লেষণ করবে, তার জ্ঞানভাণ্ডারকে উন্মুক্ত করবে এবং পাঠকের কাছে যা দুর্বোধ্য তা ব্যাখ্যা করবে। গ্রন্থটি ব্যাখ্যাকরণে আমি চূড়ান্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছি এ আশায় যে, আমি ঐ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হব, যাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কথা (হাদীছ) শ্রবণ করে তা

৩২. ঐ, পৃঃ ৬১-৬৩।
৩৩. ঐ, পৃঃ ৬৯।
৩৪. ঐ, পৃঃ ১৭৭-৭৮।
৩৫. ইমাম খান নওশাহরাবী, হিন্দুস্তান মেঁ আহলেহাদীছ কী ইলমী খিদমাত (লাহোরঃ মাকতাবায়ে নাযীরিয়াহ, ১৯৯৩ খৃঃ), পৃঃ ২৮; জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১২৭।
৩৬. বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ১৭৯-১৮১।
৩৭. জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১২৬-১২৭।
৩৮. মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদীঃ জীবন ও কর্ম, পৃঃ ১৭৬।

যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছে। অতঃপর যেভাবে শ্রবণ করেছে সেভাবে অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে'। কুতুবে সিত্তাহর সংকলকগণ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আর আমি লুলুয়ির (اللؤلؤى) কপিকে বেছে নিয়েছি। কারণ সেটি আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। আমি এই বরকতময় ভাষ্যটির নামকরণ করেছি 'গায়াতুল মাকছূদ ফী হাল্লে সুনানে আবীদাঊদ।[৩৯]

এ ভাষ্যটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

১. এটির প্রথম খণ্ডের শুরুতে গ্রন্থকার সুনানে আবূদাঊদ ও ইমাম আবূদাঊদ সম্পর্কিত একটি মূল্যবান ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেছেন।[৪০]

২. এতে তিনি সুনানে আবূদাঊদের প্রত্যেকটি হাদীছের বিস্তারিত ও বিভিন্নমুখী শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। অতঃপর এই ব্যাখ্যাকৃত হাদীছ থেকে আহরিত ও আবিষ্কৃত ফিক্বহী মাসআলা-মাসায়েল সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করেছেন। এই সঙ্গে তিনি স্বীয় নিপুণ ও বলিষ্ঠ কলমের মাধ্যমে হাদীছ সমূহের দুর্বোধ্যতা ও জটিলতাকে সরল ও সহজবোধ্য করে তুলতে প্রয়াস পেয়েছেন। উপরন্তু এর অপরিচিত, অপ্রচলিত ও শ্রুতিকটু শব্দ সম্ভারকে তিনি এমনভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন যে, এতে করে হাদীছের অন্তর্নিহিত মর্মার্থ সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়েছে।[৪১]

৩. এ ভাষ্যগ্রন্থে তিনি মুজতাহিদগণের মতানৈক্য এবং মতভেদপূর্ণ মাসআলা-মাসায়েলে তাঁদের প্রত্যেকের মতামত দলীল-প্রমাণসহ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলিষ্ঠ দলীলের মাধ্যমে যা তাঁর কাছে সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে সে মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সাথে সাথে বিরোধীরা যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছে তার জবাব দিয়েছেন।

৪. ব্যাখ্যাকার সুনানে আবূদাঊদের প্রত্যেক রাবীর (বর্ণনাকারী) নাম, উপনাম, উপাধি, বংশপরিক্রমা উল্লেখ করেছেন এবং তাঁদের সম্পর্কে জারহ-তা'দীল (হাদীছ সমালোচনা শাস্ত্র) বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত মতামত এতদ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলী থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

৫. হাদীছের 'সনদ' বা 'মতনে' (Text) 'ইযতিরাব' বা গোলমাল থাকলে ব্যাখ্যাকার তা সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন।

৬. সুনানে আবূদাঊদের প্রত্যেক হাদীছের ব্যাখ্যা শেষে উহার তাখরীজ করেছেন এবং ছহীহ-যঈফ বর্ণনা করেছেন।

৭. বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরষ্পর বিরোধী হাদীছের মধ্যে সমন্বয় সাধনের একাধিক উপায় বর্ণনা করেছেন।

৮. সুনানে আবূদাঊদ ও হাদীছের অন্যান্য গ্রন্থাবলির ব্যাখ্যাকারদের পক্ষ থেকে যেসব ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি উল্লেখ করতঃ সঠিক বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

৯. ব্যাখ্যা প্রদানের সময় ঐ সমস্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যেগুলি অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। সাথে সাথে কোন কোন ইমাম সেগুলি বর্ণনা করেছেন তা হাদীছের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতার স্তর সমূহ সহ উল্লেখ করেছেন।[৪২]

আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী হানাফী (রহঃ) ভাষ্যটি সম্পর্কে বলেন, 'ভারতীয় আলেমগণ কর্তৃক রচিত সুনানে আবূদাঊদ-এর সমস্ত শরাহ এর মধ্যে 'গায়াতুল মাকছূদ' হচ্ছে শীর্ষস্থানীয়।[৪৩]

খলীল আহমাদ সাহারানপুরী হানাফী বলেন,

رأيت جزءا واحدا من الشرح الذى ألفه أبوالطيب شمس الحق، المسمى بغاية المقصود، فوجدته لكشف مكنوزاته كافلا، وبجميع مخزوناته حافلا، فلله دره، قد بذل فيه وسعه، وسعى سعيه.

'আবুত তাইয়িব শামসুল হক 'গায়াতুল মাকছূদ' নামে যে ভাষ্যটি লিখেছেন তার এক খণ্ড দেখে সেটিকে আমি এমন অবস্থায় পেয়েছি যে, উহা সুনানে আবূদাঊদের জ্ঞানভাণ্ডারকে পরিপূর্ণভাবে উন্মোচিত করেছে। তিনি কত যোগ্য! এ ভাষ্য প্রণয়নে তিনি তাঁর সামর্থ্য ব্যয় করেছেন এবং প্রয়াস চালিয়েছেন'।[৪৪]

২. আওনুল মা'বূদ (عون المعبود)ঃ

সুনানে আবূদাঊদের সংক্ষিপ্ত অথচ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ভাষ্য হচ্ছে 'আওনুল মা'বূদ'। এটি আযীমাবাদী রচিত আবূদাঊদের বিশদ ভাষ্যগ্রন্থ 'গায়াতুল মাকছূদ'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।[৪৫] এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে স্বীয় ছোট ভাই মাওলানা মুহাম্মাদ আশরাফ ডিয়ানবী আযীমাবাদীর (১২৭৫-১৩২৬ হিঃ) নাম লিখিত থাকায় ওলামায়ে কেরামের মাঝে এ ভ্রান্ত ধারণার ধূম্রজাল সৃষ্টি হয় যে, এটি তার ছোট ভাইয়ের রচিত। অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এটি আযীমাবাদীর নিজস্ব রচনা। এটি রচনাকালে তিনি স্বীয় ছোট ভাই ছাড়াও তিরমিযী শরীফের জগদ্বিখ্যাত ভাষ্যকার আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (১২৮৩-১৩৫৩ হিঃ), আযীমাবাদীর পুত্র মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীস ডিয়ানবী আযীমাবাদী (মৃঃ ১৯৬০ খৃঃ), মাওলানা আব্দুল জব্বার বিন নূর আহমাদ ডিয়ানবী আযীমাবাদী (১২৯৭-১৩১৯ হিঃ), কাযী ইউসুফ হুসাইন খানপুরী (১২৮৫-১৩৫২ হিঃ), তাক্বলীদ ও ইজতিহাদ বিষয়ক অনন্য গবেষণা গ্রন্থ 'আল-ইরশাদ ইলা সাবীলির রাশাদ' (উর্দূ)-এর রচয়িতা হাফেয মুহাম্মাদ বিন কিফায়াতুল্লাহ শাহজাহানপুরী (মৃঃ ১৩৩৮ হিঃ/১৯২০ খৃঃ) ও মুহাম্মাদ পিশাওয়ারীর (মৃঃ ১৩১০হিঃ) সহযোগিতা নেন।[৪৬] আযীমাবাদী তাঁর ছোট

৩৯. *গায়াতুল মাকছূদ ১/২ পৃঃ।*
৪০. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১২৭।*
৪১. *মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদীঃ জীবন ও কর্ম, পৃঃ ১৮৩।*

৪২. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ১৮৭-১৯০; জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১২৭-১২৮।*
৪৩. *মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদীঃ জীবন ও কর্ম, পৃঃ ১৯০। গৃহীতঃ আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী, ইসলামী উলূম ওয়া ফুনূন হিন্দুস্তান মেঁ, পৃঃ ২১৭।*
৪৪. *বাযলুল মাজহূদ ১/১।*
৪৫. *হিন্দুস্তান মেঁ আহলেহাদীছ কী ইলমী খিদমাত, পৃঃ ৪৪।*
৪৬. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১২৮; হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ৩৩, ১৪৯-৫৩; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৫; শামসুল হক আযীমাবাদী, আওনুল মা'বূদ শরহে সুনানে আবীদাঊদ (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, তাবি), ১৪শ খণ্ড, পৃঃ ১৪৭-৪৮।*

ভাই আশরাফকে অত্যধিক ভালবাসতেন বলেই 'আওনুল মা'বূদ'-এর প্রথম দু'খণ্ডকে তার দিকে সম্পর্কিত করেছিলেন।[৪৭]

এ ভাষ্যটি রচনার কারণ হচ্ছে, সুনানে আবূদাঊদের বিশদ ভাষ্য 'গায়াতুল মাকছূদ' রচনাকালে আযীমাবাদী উপলব্ধি করেন যে, এ কাজ হবে অত্যন্ত দীর্ঘ মেয়াদী। এটি স্বীয় জীবদ্দশায় হয়তবা সমাপ্ত করে যেতে পারবে না। এ চিন্তার ফলেই তিনি আবূদাঊদের সংক্ষিপ্ত ভাষ্যগ্রন্থ 'আওনুল মা'বূদ' রচনায় হাত দেন এবং সুদীর্ঘ সাত বছরের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে এটি সমাপ্ত করেন।[৪৮] এদিকে ইঙ্গিত করে সাইয়েদ শাহজাহান দেহলভী একটি উর্দূ কবিতায় বলেন,

ہوئی ہے سات سال میں تیار × جان ودل، مال وزرکھپانےسے

অর্থঃ 'দীর্ঘ সাত বছরের আত্মিক ত্যাগ ও ধন-দৌলত ব্যয়ের বিনিময়ে এটি সম্পন্ন হয়েছে'।[৪৯]

আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'গায়াতুল মাকছূদ' অত্যন্ত বিশদ ভাষ্যগ্রন্থ হওয়ায় ছাত্ররা তা অধ্যয়ন করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। ফলে ছাত্র ও ওলামায়ে কেরামের অধ্যয়নের সহজবোধ্যতার দিকে খেয়াল করেই 'আওনুল মা'বূদ' রচনা করা হয়।[৫০]

'আওনুল মা'বূদের' প্রথম তিন খণ্ড মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হ'লে তিনি তা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।[৫১]

বিশিষ্ট আহলেহাদীছ বিদ্বান, জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিছ শায়খ হুসাইন বিন মুহসিন ইয়ামানী (মৃঃ ১৩২৭ হিঃ) ভাষ্যটি সম্পর্কে বলেন, فهذا شرح لم ينسج فى هذا الزمان على منواله، ولم يحم أحد من أهل هذا الوقت على شكله ومثاله- 'এটি এমন একটি ভাষ্য যে, এ যুগে এর ধাঁচে কোন ভাষ্য রচিত হয়নি এবং এ যুগের কেউ এ ধরনের ভাষ্য রচনা কামনাও করতে পারে না'।[৫২]

শায়খ মুহাম্মাদ মুনীর আদ-দিমাশকী (মৃঃ ১৩৬৯ হিঃ) বলেন, كل من جاء بعده من شيوخ الهند وغيره استمدوا من شرحه 'ভারত ও ভারতের বাইরের যেসকল আলেম তার পরে এসেছেন তাঁরা সবাই তাঁর ভাষ্য থেকে আহরণ করেছেন'।[৫৩]

আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ বলেন, وهذا الكتاب لايوجد له مثيل فى شروح السنن 'সুনানে আবূদাঊদের ভাষ্যগুলির মাঝে এর সমকক্ষ খুঁজে পাওয়া যাবে না'।[৫৪]

তালাত্তুফ হুসাইন আযীমাবাদী বলেন, وهوكاف لحل مغلقات الكتاب ولكشف مقاصده، ومغن عما سواه من الشروح- 'সুনানে আবূদাঊদের জটিলতা নিরসন ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণে 'আওনুল মা'বূদ' যথেষ্ট এবং উহা ব্যতীত অন্যান্য ভাষ্য থেকে অমুখাপেক্ষীকারী'।[৫৫]

মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর ভাতিজা মাওলানা আব্দুল হাফীয দেহলভী বলেন,

فهذا الشرح شرح فخيم ماجاء أحد من الشراح بهذا المنوال، ما من نكتة إلا أودعه المصنف فيه، وما من مشكلات الأسانيد إلا بين وجهه فيه.

'এটি একটি চমৎকার ভাষ্য। এর ধাঁচে কোন ভাষ্যকারই সুনানে আবূদাঊদের ভাষ্য রচনা করতে পারেননি। গ্রন্থকার এতে প্রত্যেকটি ইলমী মাসায়েল গচ্ছিত রেখেছেন এবং সনদের মুশকিল বিষয়গুলি বর্ণনা করেছেন।[৫৬]

শায়খ আব্দুল মান্নান ওযীরাবাদী বলেন,

كتاب لم يؤلف مثله فى هذه الأوان، ولم تر مثله العيون، كيف وما كان وهوتأليف لطيف، يؤلف القلوب، لطيف الألفاظ على أحسن الأسلوب، إن هذا لهو التأليف الذى يفتخربه العالمون، ولمثل هذا فليعمل العاملون.

'এটি এমন একটি গ্রন্থ, যার সদৃশ কোন গ্রন্থ এ যুগে রচিত হয়নি এবং এরূপ ভাষ্য চক্ষু দেখেনি। আর কেনইবা তা হবে না। এটি চমৎকার রচনা। এটি হৃদয়সমূহকে ঘনিষ্ঠতার বন্ধনে আবদ্ধ করে। চমৎকার রচনাশৈলীর সাথে সাথে চমৎকার শব্দাবলী। এটি এমন ভাষ্য, যার দ্বারা ওলামায়ে কেরাম গর্ববোধ করতে পারেন এবং এরূপ কর্ম সম্পাদনে আগ্রহীরা যেন তৎপর হন'।[৫৭]

আবুল হাসান নাদভী হানাফী (রহঃ) বলেন,

ولعلماء الهند فى هذا العصر مؤلفات جليلة فى فنون الحديث وشروح لأمهات كتبه تلقاها العلماء بالقبول، منها "عون المعبود فى شرح سنن أبى داود" ... و"تحفة الأحوذى فى شرح سنن الترمذى"

৪৭. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ১৪৮।*
৪৮. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১২৯।*
৪৯. *আওনুল মা'বূদ ১৪/১৫৭ পৃঃ।*
৫০. *ঐ, ১৪/১৫১, ১৫৩।*
৫১. *ঐ, ১৪/১৪৮, ১৫৫।*
৫২. *ঐ, ১৪/১৫০ পৃঃ।*
৫৩. *মুহাম্মাদ মুনীর আদ-দিমাশকী, নামূযাজ মিনাল আ'মালিল খায়রিইয়াহ (মিসরঃ ইদারাতুত তিবা'আতিল মুনীরিইয়াহ, তাবি), পৃঃ ৬২৭।*
৫৪. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১২৯।*
৫৫. *আওনুল মা'বূদ ১৪/১৪৭।*
৫৬. *ঐ, ১৪/১৫৫-৫৬।*
৫৭. *ঐ, ১৪/১৫৮।*

للعلامة عبد الرحمن المباركفوری، ... و "مرعاة المفاتيح فی شرح مشكاة المصابيح" لشيخ الحديث مولانا عبيد الله المباركفوری–

'এ যুগে ইলমে হাদীছের বিভিন্ন বিষয়ে এবং হাদীছের উৎসগ্রন্থগুলির ভাষ্য প্রণয়নে ভারতের ওলামায়ে কেরামের গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলী রয়েছে, যেগুলিকে ওলামায়ে কেরাম সানন্দে গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে সুনানে আবূদাঊদের ভাষ্য 'আওনুল মা'বূদ', আব্দুর রহমান মুবারকপুরী রচিত সুনানে তিরমিযীর ভাষ্য 'তুহফাতুল আহওয়াযী' এবং শায়খুল হাদীছ মাওলানা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী রচিত 'মিশকাতুল মাছাবীহ'-এর ভাষ্য 'মির'আতুল মাফাতীহ' অন্যতম'।[৫৮]

আলোচ্য ভাষ্যটি অসংখ্য বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

১. এ ভাষ্যগ্রন্থটি 'গায়াতুল মাকছূদ'-এর মত বিস্তৃত নয়। এ গ্রন্থে তিনি সংক্ষিপ্ততা অবলম্বন করেছেন। সাধারণত মতভেদপূর্ণ মাসআলা-মাসায়েলে 'গায়াতুল মাকছূদ'-এর মত বিস্তারিত আলোচনা করেননি। এতদসত্ত্বেও গ্রামে জুম'আ আদায়, ঈদায়নের তাকবীর, তিন তালাক, গায়েবানা জানাযা, নারীশিক্ষা, মুজাদ্দিদ ও তাজদীদ সংক্রান্ত হাদীছের ব্যাখ্যা, কিয়ামতের আলামত, সীরাত ইবনে ইসহাকের লেখক মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতামত ও সেগুলির মধ্যে কোনটি সঠিক প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৫৯]

২. ভাষ্যকার প্রথমতঃ সুনানে আবূদাঊদের প্রত্যেকটি হাদীছের কতিপয় ইবারত বা শব্দ উল্লেখ করে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যদি শব্দটি অপরিচিত বা দুর্বোধ্য হয় তাহ'লে তার অর্থ বর্ণনা করেছেন।

৩. সনদের রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং তিনি কি বিশ্বস্ত রাবী, না দুর্বল রাবী সে ব্যাপারে সমালোচক মুহাদ্দিছগণের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন।[৬০]

৪. যদি হাদীছ থেকে কোন মাসআলা উদ্ভাবিত হয় তবে তা উল্লেখ করেছেন। সাথে সাথে সে মাসআলায় ইমামগণের মতভেদ দলীলসহ সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন।

৫. সুনানে আবূদাঊদের হাদীছের তাখরীজের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যাতে হাদীছটি অন্য গ্রন্থে বর্ণিত আছে কি-না তা জানা যায়। এক্ষেত্রে হাফেয যাকিউদ্দীন মুনযেরীর বেশী উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। যেমন- 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন বসার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে'- এ হাদীছের তাখরীজে তিনি মুনযেরীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, قال المنذری: والحديث أخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه. 'মুনযেরী বলেন, হাদীছটি ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন'।[৬১]

৬. কখনো কখনো হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদানের পরে সে যুগে প্রচলিত বিভিন্ন ভ্রান্ত ফিরক্বা ও তাদের আক্বীদা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। যেমন- الملاحم অধ্যায়ে 'দাজ্জালের আবির্ভাব' অনুচ্ছেদে কিয়ামতের প্রাক্কালে ঈসা (আঃ)-এর আসমান থেকে অবতরণের হাদীছের (নং ৪৩১৪) ব্যাখ্যা উল্লেখের পর মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর কাদিয়ানী মতবাদ ও ঈদৃশ নেচারিয়া মতবাদের মাঝে সম্পর্ক, তাদের ইতিহাস, আক্বীদা এবং তাদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রতিরোধে বশীরুদ্দীন কন্নৌজী, মাওলানা আবূ সাঈদ মুহাম্মাদ হুসাইন লাহোরী, মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী, কাযী হুসাইন বিন মুহসিন আনছারী ইয়ামানী প্রমুখ ওলামায়ে কেরামের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন।[৬২]

অন্য আরেক জায়গায় তিনি তদানীন্তন সময়ে মাহদী সংক্রান্ত লোকদের ধারণা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, শী'আরা ধারণা করে হাদীছ সমূহে উল্লেখিত মাহদী হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-আসকারী। তিনি অদৃশ্য আছেন। অচিরেই এ জগতে আবির্ভূত হবেন। নিঃসন্দেহে এটি তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা। এর কোন দলীল নেই। এই ধারণার নিকটবর্তী আরো একটি কু-ধারণা ভারতের অধিকাংশ সাধারণ মুসলমান এবং কিছু কিছু বিশেষ ব্যক্তির অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। আর তা হ'ল- বালাকোটে শাহাদত বরণকারী সাইয়েদ আহমাদ শহীদ হচ্ছেন হাদীছ সমূহে উল্লিখিত মাহদী। তিনি বালাকোটে শাহাদত বরণ করেননি; বরং লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছেন। তিনি এখনো এ জগতে জীবিত আছেন। অনেকে আরো বাড়াবাড়ি করে বলত যে, আমরা তাঁকে মক্কা মুকাররমায় তওয়াফ করতে দেখেছি। এরপর তিনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন। তারা আরো ধারণা করত যে, কালপরিক্রমায় তিনি আবার পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন। ফলে দুনিয়া ন্যায়পরায়ণতায় ভরে যাবে।

ভাষ্যকার আযীমাবাদী বলেন, 'এটি ভ্রান্ত ধারণা। প্রকৃত সত্য কথা হচ্ছে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ শাহাদত বরণ করেছেন এবং শহীদগণের মর্যাদা লাভ করেছেন। তিনি কখনো লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যাননি। এ সম্পর্কে বর্ণিত সকল ঘটনাই মিথ্যার বেসাতিপূর্ণ, বানোয়াট'।[৬৩]

৭. 'আওনুল মা'বূদ'-এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, গ্রন্থকার সুনানে আবূদাঊদের 'মতন' (Text) শুদ্ধকরণ

---

৫৮. *আবুল হাসান আলী আল-হাসানী আন-নাদভী, আল-মুসলিমূনা ফিল হিন্দ (লক্ষ্ণৌঃ নাদওয়াতুল ওলামা, ৩য় সংস্করণ ১৪০৭ হিঃ/১৯৮৭ খৃঃ), পৃঃ ৪১।*

৫৯. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১২৯।*

৬০. *দ্রঃ আওনুল মা'বূদ ২/৯৬, ১১/৩৩৬।*

৬১. *ঐ, ২/৯৫।*

৬২. *ঐ, ১১/৩১২-১৪।*

৬৩. *ঐ, ১১/২৪৭-৪৮।*

এবং মজুদ কপিগুলির সাথে উহার তুলনাকরণে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। ফলে 'আওনুল মা'বূদ'-এর সাথে মুদ্রিত সুনানে আবূদাউদের মতনটি হয়েছে সবচেয়ে বিশুদ্ধ মতন

(وأكبر ميزة عون المعبود أن المصنف بالغ فى تصحيح متن السنن ومقابلته بالنسخ الموجودة بحيث صار المتن المطبوع مع العون أصح متن للسنن).[৬৪]

উল্লেখ্য, তদানীন্তন সময়ে সাধারণ লোক তো দূরের কথা বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামের কাছেও সুনানে আবূদাউদের বিশুদ্ধ কপি ছিল না। মিসর ও ভারত থেকে এটি অনেকবার প্রকাশিত হ'লেও তাতে অনেক ভুল-ভ্রান্তি ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছিল। আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বহু কষ্ট করে বিভিন্ন কপির সাথে মিলিয়ে সুনানে আবূদাউদের একটি বিশুদ্ধ কপি তৈরী করেছিলেন এবং আদ্যোপান্ত প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনীও রচনা করেছিলেন। মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর কাছে এর একটি কপি ছিল। কিন্তু ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তা হারিয়ে যায়। মিয়াঁ ছাহেব এর জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হ'তেন এবং বলতেন, لو وجدت ذلك الكتاب عند أحد اشتريته منه بأغلى ثمن مع عجزى وفقرى وقلة بضاعتى. 'যদি আমি কারো কাছে ঐ গ্রন্থটি পেতাম, তবে আমার অক্ষমতা, দরিদ্রতা ও সম্পদহীনতা সত্ত্বেও তা তার কাছ থেকে চড়া মূল্যে ক্রয় করতাম'। মিয়াঁ ছাহেবের মুখ থেকে একথা শুনে আল্লাহ তা'আলা আযীমাবাদীর মনে সুনানে আবূদাউদের খিদমত করার আগ্রহ সৃষ্টি করেন। তিনি সুনানে আবূদাউদের একটি বিশুদ্ধ কপি প্রস্তুত করার জন্য উহার ১১টি কপি সংগ্রহ করেন। এই ১১টি কপির আলোকে তিনি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে সুনানে আবূদাউদের একটি নির্ভরযোগ্য কপি প্রস্তুত করেন এবং প্রথমতঃ 'গায়াতুল মাকছূদ' তারপরে 'আওনুল মা'বূদ' রচনায় প্রবৃত্ত হন'।[৬৫]

সর্বোপরি আল্লামা আযীমাবাদী বলিষ্ঠ দলীলের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে যেসব মত তাঁর নিকট প্রাধান্যযোগ্য মনে হয়েছে সেগুলিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এক্ষেত্রে গোঁড়ামী ও তাক্বলীদের বেড়াজাল থেকে মুক্ত থেকে খোলা মনে সালাফে ছালেহীনের পদাংক অনুসরণ করত হাদীছের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। ফলে এটি বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। ভারত, মদীনা মুনাউওয়ারাহ, বৈরূত প্রভৃতি স্থান থেকে এর একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বৈরূতের 'দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়া' থেকে ১৪ খণ্ডে (২ খণ্ড সূচীপত্র ব্যতীত) এর একটি চমৎকার সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

[চলবে]

৬৪. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১২৯-৩০।*
৬৫. *আওনুল মা'বূদ ১৪/১৩৭,১৪৫-১৪৭।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ব্যবসানীতি

*মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান**

ইসলাম নিছক একটি ধর্মের নাম নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। তেমনি মুহাম্মাদ (ছাঃ) নিছক একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব নন; বরং একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ ও দিক নির্দেশক। মানুষের জীবন চলার পথে প্রয়োজনীয় যেসব বিষয় আবর্তিত হ'তে পারে তার মধ্যে এমন একটি দিক ও বিষয়ও নেই যে সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) সুস্পষ্ট, সুন্দর ও কল্যাণকর দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিমালা প্রদান করেননি। মূলতঃ তিনি যা বলেছেন তা আল্লাহ্‌রই কথা এবং যে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই দিয়েছেন। তিনি যে নীতিমালা উপস্থাপন করেছেন সে নীতিমালার প্রণেতা ও স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। অতএব তা পূর্ণাঙ্গ, নিখুঁত, কল্যাণকর তথা মানব সভ্যতার উপযোগী হবে এটাই স্বাভাবিক। কোন্ পথে চললে, কি নীতিমালা অনুসরণ করলে এবং কোন্ দিক-নির্দেশনার আলোকে জীবন পরিচালনা করলে মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত সফলকাম হবে, শান্তিময় হবে- সে বিষয়টি সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিতে পারেন শুধু আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)। নবী করীম (ছাঃ) জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য যেসব বিধান বাতলে দিয়েছেন, নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন, সেগুলি আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারলে আমরাও সফলকাম হব, স্বার্থক হবে আমাদের জীবন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ব্যবসায়িক জীবনে তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। শুধু নীতিবাক্য দিয়ে নয়; বরং বাস্তব জীবনে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়ে যে নযীরবিহীন দৃষ্টান্ত ও অনুপম আদর্শ রেখে গেছেন, তা আজকের ব্যবসায়ী সমাজ মেনে চললে ব্যবসার অঙ্গনে ফিরে আসবে শৃঙ্খলা, কেটে যাবে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা একথা দৃঢ়তার সাথে বলা যায়। নিম্নে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত কয়েকটি ব্যবসায়িক নীতি তুলে ধরা হ'লঃ

১. সন্দেহজনক সম্পদ বা কাজ পরিহারঃ হালাল ও হারাম বস্তু সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বর্ণনা এসেছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে। এ দু'য়ের মধ্যে কিছু বিষয় বা বস্তু রয়েছে, যা সন্দেহজনক ও সংশয়পূর্ণ। প্রিয় নবী করীম (ছাঃ) এসব সন্দেহজনক বস্তু থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। পরিহার করতে বলেছেন সকল সংশয়পূর্ণ বিষয়। তিনি বলেন,

اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ

* সদস্য সচিব, শরী'আহ কাউন্সিল, আল-আ... জেনারেল, সেন্ট্রাল শরী'আহ বোর্ড ফর ইসলামি...

لاَيَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌمِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ.

'হালাল স্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট। এদু'য়ের মাঝে কিছু বিষয় রয়েছে সন্দেহ-সংশয়পূর্ণ। যা অনেকেরই জানা নেই। অতএব যে ব্যক্তি সেসব সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে সে যেন নিজেকে এবং তার দ্বীনকে পরিশুদ্ধ করে নেয়'।[১]

২. খুব সকালে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড শুরু করাঃ খুব সকালে দোকানপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করাকে উৎসাহিত করেছেন মহানবী (ছাঃ)। তিনি তাঁর কর্মচারীগণকে খুব ভোরে ব্যবসার কাজে পাঠাতেন এবং প্রচুর মুনাফা অর্জন করতেন বলে উল্লেখ রয়েছে। তিনি তাঁর উম্মতের জন্য এই বলে দো'আ করতেন,

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا

'হে প্রভু! আমার উম্মতের সকাল বেলার কাজে বরকত দান করো'।[২]

৩. ব্যবসায়িক লেনদেনে সততা, বিশ্বস্ততাঃ ব্যবসায়িক কার্যক্রমে সততা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারিতাকে খুব জোর দিয়েছেন নবী করীম (ছাঃ)। তিনি সৎ, সত্যবাদী এবং আমানতদার ব্যবসায়ীদের জন্য বিরাট পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। অপরদিকে অসৎ ব্যবসায়ীদের তিরস্কার করেছেন এবং তাদের ভয়ংকর পরিণতির কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন,

اَلتُّجَّارُ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ

'ব্যবসায়ীদেরকে বিচারের দিনে অপরাধী হিসাবে উত্থিত করা হবে। তবে সে ব্যক্তি ব্যতীত, যে আল্লাহভীরু, কর্তব্য পরায়ণ এবং নিষ্ঠাবান'।[৩]

৪. দর-দাম করার ক্ষেত্রে উদারতা প্রদর্শন এবং ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে সৌজন্য রক্ষা করাঃ কোন পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দর-দাম ঠিক করার সময় বাড়াবাড়ির আশ্রয় নেয়া অধিকাংশ মানুষের স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তেমনিভাবে পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রেও পাওনাদাররা সীমাহীন বাড়াবাড়ি এবং নির্মম কঠোরতার আশ্রয় নিয়ে থাকে। ঋণদাতারা তাদের ঋণ আদায়ের সময় ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির অসহায়ত্বের দিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য রাখতে চায় না। তারা একথা একেবারেই ভুলে যায় যে, তাদেরকে ঋণদান করার মতো অবস্থান ও সম্পদ আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। আল্লাহ্র মেহেরবাণী ছাড়া নিজেদের যোগ্যতা বলে কেউ সম্পদশালী হ'তে পারে না। অনেক মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোক অর্থাভাবে মানবেতর জীবন যাপন করে। আবার অনেক মেধাহীন অযোগ্য ব্যক্তিও প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায়, সমযোগ্যতা সম্পন্ন একাধিক ব্যক্তির মধ্যে একজন প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক হয় অন্যজন অর্থকষ্টে ভোগে। এ সবকিছুর ফায়ছালা মূলতঃ করেন যিনি, তিনি হ'লেন আমাদের সকলের রব মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা। তিনি যাকে চান সম্পদ দেন এবং যাকে চান সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেন। সম্পদ প্রাপ্তিতে বস্তুতঃ মানুষের নিজের কোন কৃতিত্ব নেই। সব আল্লাহ তা'আলার মেহেরবাণী। অতএব যে ঋণ দেয়ার মতো অবস্থানে এসে আল্লাহ্র অপর বান্দাকে ঋণ দিচ্ছে তার উচিত আল্লাহ্র ঋণগ্রস্ত বান্দার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা। মানবতার মুক্তিদূত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى-

'আল্লাহ্র রহমত অবতীর্ণ হবে সে ব্যক্তির উপর যে ব্যক্তি কেনাবেচা এবং ঋণ আদায়ে কোমল বা সদয়'।[৪]

মানবতার নবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ سَمْحَ الشِّرَاءِ.

'আল্লাহ তা'আলা বেচা-কেনা ও ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে উদারতাকে পসন্দ করেন'।[৫]

৫. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের জন্য সময় দেয়াঃ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার সুবিধাজনক সময়ে তা পরিশোধের সুযোগ দেয়ার ব্যাপারে নবী করীম (ছাঃ) উৎসাহ দিয়েছেন ও উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সামনে এক ধনী ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে অতঃপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি দুনিয়ায় কি আমল করেছ? হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, তারা আল্লাহ্র কাছে কোন কথা গোপন করবে না। সে বলবে, হে প্রভু! তুমি আমাকে ধন-সম্পদ দান করেছিলে। আমি মানুষের সাথে বেচা-কেনা করতাম। আর আমার স্বভাব ছিল মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়া। আমি স্বচ্ছল ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের সময় দিতাম এবং অক্ষম ব্যক্তিকে ক্ষমা করতাম। তখন আল্লাহ বলবেন, এ ব্যাপারে আমি তোমার চেয়ে বেশী উপযুক্ত। তোমরা (ফেরেশতাগণ) আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দাও'।[৬]

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দরিদ্র বা অস্বচ্ছল হ'লে তাকে তার ঋণ পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত সময় দিয়ে তার প্রতি অনুগ্রহ করার শিক্ষা দিয়েছেন নবী করীম (ছাঃ)। তিনি বলেন,

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৭৬২ 'ব্যবসা' অধ্যায়, 'উপার্জন ও হালাল অন্বেষণ' অনুচ্ছেদ।*
২. *তিরমিযী হা/১২১২; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২২৬৬।*
৩. *তিরমিযী, ছহীহ ইবনু মাজাহ, হা/১৭৫৮; দারেমী, মিশকাত হা/২৭৯৯, 'ব্যবসা' অধ্যায়।*
৪. *বুখারী, মিশকাত হা/২৭৯০ 'ব্যবসা' অধ্যায়।*
৫. *তিরমিযী হা/১৩১৯ 'বেচাকেনা' অধ্যায়।*
৬. *মুসলিম হা/৩৯৭২ 'বেচা-কেনা' অধ্যায়।*

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِىْ ظِلِّهِ-

'যে ব্যক্তি অক্ষম ঋণীকে সময় দান করবে অথবা তাকে (ঋণ পরিশোধ ছাড়াই) ক্ষমা করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা এমন বান্দাকে কিয়ামতের দিন তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন '।[৭]

৬. ইক্বালা-এর সুযোগঃ ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পর অনেক সময় বিক্রিত দ্রব্য বিক্রেতার কাছে ফেরত দানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ক্রেতা যে প্রয়োজনে দ্রব্য ক্রয় করে থাকেন সে প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দানের সুযোগ থাকলে তা ক্রেতার জন্য খুবই সুবিধাজনক হয়। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিতে ক্রয়কৃত পণ্য বিক্রেতার কাছে ফেরত দানের এ প্রক্রিয়াকে ইসলামী বাণিজ্য আইনের পরিভাষায় 'ইক্বালা' বলা হয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'যে ব্যক্তি অনুতপ্ত ক্রেতার সাথে ক্রয়চুক্তি বাতিল করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিবন্ধকতা দূর করে দেবেন'।[৮]

৭. ব্যবসায় উদারতাঃ ব্যবসায় সংগঠিত ভুল-ভ্রান্তি, অসৎ বৃত্তি (Malpractice) অথবা কাজ দূরীকরণের ক্ষেত্রে উদারতা ও দয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন মহানবী (ছাঃ)। তিনি বলেন,

غَفَرَ اللَّهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ سَهْلاً إِذَا بَاعَ سَهْلاً إِذَا اشْتَرَى سَهْلاً إِذَا اقْتَضَى

'আল্লাহ তোমাদের পূর্বের একজন লোককে ক্ষমা করেছেন। তিনি ক্রয়-বিক্রয় ও ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে উদার ছিলেন'।[৯]

৮. মসজিদে ব্যবসার নিষিদ্ধতাঃ নবী করীম (ছাঃ) মসজিদে ব্যবসায়িক লেন-দেন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِى الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا لاَ أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ.

'যখন তোমরা কোন ব্যক্তিকে মসজিদে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখবে তখন তাকে বলবে, আল্লাহ তোমার ব্যবসায় যেন মুনাফা প্রদান না করেন'।[১০]

৯. বাজারে হৈচৈ নিষিদ্ধঃ প্রাক ইসলামী যুগে ব্যবসায়ীরা সম্ভাব্য ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বাজারে হৈচৈ করত, হট্টগোল করত। বর্তমানেও বাজারে অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের হৈচৈ করতে দেখা যায়। সুশীল এবং ভদ্র ক্রেতা সাধারণ এরূপ পরিবেশে অনেক সময় বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হন, যা মোটেই কাম্য নয়।

১০. মিথ্যা শপথ নিষিদ্ধঃ অনেক সময় দেখা যায় যে, পণ্যের বিক্রেতা ক্রেতার মনোযোগ আকর্ষণ বা ক্রেতার আস্থা অর্জনের জন্য মিথ্যা শপথের আশ্রয় নিয়ে থাকে। এ ধরনের মিথ্যার আশ্রয়ের মাধ্যমে প্রায়ই ক্রেতা বিক্রেতাকে প্রভাবিত করে তাকে ঠকায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

اَلْحِلْفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ

'বিক্রেতা কর্তৃক মিথ্যা শপথ ব্যবসার ক্ষেত্রে লাভজনক বটে, কিন্তু এতে উপার্জন থেকে বরকত বিদূরিত হয়ে যায়'।[১১]

১১. বিক্রির ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ এবং প্রকৃত তথ্য গোপন নিষিদ্ধঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ব্যবসা পদ্ধতি হ'ল, লেন-দেনের ক্ষেত্রে ক্রেতা এবং বিক্রেতা ভাল-মন্দ দিকগুলি ব্যাখ্যা করবেন। প্রকৃত তথ্য অবশ্যই প্রকাশ করবেন। তথ্য গোপন করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অন্যায় সুবিধা নেয়ার প্রচেষ্টা চালাবেন না। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً. فَقَالَ: مَاهَذَا يَاصَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! قَالَ: أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّىْ-

'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খাদ্যের স্তুপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ইত্যবসরে তার মধ্যে হাত ঢুকালেন। এতে তাঁর হাত ভিজে গেল। তখন তিনি বললেন, এটা কি হে খাদ্যের মালিক? বিক্রেতা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! বৃষ্টির পানিতে উহা ভিজে গেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কেন উহাকে খাদ্যের উপরে রাখলে না, তাহ'লে মানুষেরা তা দেখতে পেত? যে প্রতারণা করে সে আমার দলভুক্ত নয়।[১২]

১২. অসাধুতা ও প্রতারণা নিষিদ্ধঃ প্রাক ইসলামী যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ ধরনের প্রতারণা প্রচলিত ছিল। যেমন- বাইউল-মুছাররাত ও মুহাফালাত। অর্থাৎ ক্রেতার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কোন জন্তুর দুধ দীর্ঘ সময় দোহন না করে বিক্রি করতে বাজারে নেয়া। এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতা কৃত্রিমভাবে ফুলানো ফাফানো দুধের ওলান দেখে প্রতারণার শিকার হ'ত। এ ধরনের প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয়কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি স্তন ফুলানো ছাগী ক্রয় করবে, তিন দিন পর্যন্ত তার জন্য অবকাশ থাকবে। যদি সে ছাগী ফেরত দেয়, তবে সে উহার সঙ্গে এক ছা' খাদ্যবস্তুও দিবে- উত্তম গম দিতে বাধ্য নয়'।[১৩]

---

৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০৪ 'দেউলিয়া হওয়া এবং ঋণগ্রস্তকে অবকাশ দান' অনুচ্ছেদ।*
৮. *ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৮০০; ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৩৪।*
৯. *তিরমিযী হা/১৩২০।*
১০. *তিরমিযী, দারেমী, ইবনু খুযায়মা প্রভৃতি, ইরওয়াউল গালীল হা/১২৯৫, হাদীছ ছহীহ।*
১১. *ছহীহ আবুদাউদ হা/৩৩৩৫।*
১২. *মুসলিম হা/২৮০ 'ঈমান' অধ্যায়।*
১৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৪৭ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায় 'নিষিদ্ধ শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয়' অনুচ্ছেদ।*

মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

মহিলাদের পাতা

দ্বীন শিক্ষায় 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র ভূমিকা

*আনজুমানয়ারা সুলতানা**

পৃথিবীর যেকোন দেশের জনসংখ্যা জরিপ করলে দেখা যাবে, নারী ও পুরুষ প্রায় সমান। ছোট্ট স্বাধীন মুসলিম ভূখণ্ড আমাদের এই বাংলাদেশেও নারী-পুরুষের আনুপাতিক হার প্রায় সমান। আর নারীরা যেহেতু মায়ের জাতি সে কারণ তাদেরকে দ্বীন ইসলাম তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা একান্তই প্রয়োজন। যাদের গর্ভে জন্ম নিবে মহান আল্লাহ্র মনোনীত দ্বীন ইসলামের মর্দে মুজাহিদ, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের একনিষ্ঠ প্রচারক, ধারক ও বাহক, 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র ভবিষ্যৎ কর্ণধার, সর্বপ্রথম তাদেরকেই দ্বীন ইসলামের সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা আবশ্যক। তাদেরকেই সর্বপ্রথম ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে আলোকিত করতে হবে। আর সে কারণেই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর সুচিন্তিত কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'। অবশ্যই এটা তাঁর এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

১৯৮১ সালের ৭ জুন এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মুহতারামা তাহেরুন্নেসাকে সভানেত্রী করে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র গোড়াপত্তন করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। তারপর দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ইসলামপ্রিয় ধর্মপ্রাণ, বিদূষী ও মুত্তাক্বী বোনেরা এ সংগঠনে যোগদান করেন। এরপর থেকে এ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসার দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এ সংস্থার কাজ হ'ল নারী সমাজের নিকট নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া। তাদেরকে সকল প্রকার শিরক-বিদ'আত ও ফের্কাবন্দী হ'তে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও খোলা মনে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী নিজের জীবন ও পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ করা। মহিলাদের সঠিক ইসলামী জ্ঞানার্জন এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগে উহার পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনের দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করা।

দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব ও ফযীলতঃ

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের জ্ঞানার্জনই হ'ল দ্বীন ইসলাম শিক্ষা করা। অর্থাৎ যে জ্ঞান দ্বারা মানুষ সত্য-মিথ্যা ও হালাল-হারাম সম্পর্কে অবগত হয়ে ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি লাভ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা ছিল اِقْرَأْ অর্থাৎ 'পড়ুন'। জ্ঞানার্জনের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ.

'জ্ঞানী ও মূর্খ ব্যক্তি কি কখনও সমান হ'তে পারে' *(যুমার ৯)*। এখানে জ্ঞান বলতে দ্বীন ইসলামের জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টির সেরা করে সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে সম্মান দান করে ঘোষণা করেছেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ آدَمَ.

'আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি' *(বণী ইসরাঈল ৭০)*। আর এ শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান প্রদান করা হয়েছে দ্বীন ইসলাম শিক্ষা করার কারণে।

প্রকৃতপক্ষে সকল শিক্ষার মূল উৎসই হ'ল দ্বীন ইসলামের সত্য ও সঠিক শিক্ষা। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যত প্রসারই আমরা দেখছি, এর মূল উৎস কিন্তু ইসলামী শিক্ষা। আধুনিক আবিষ্কারের মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞানের বাস্তবতা বুঝা সহজ হয়েছে। আজ থেকে প্রায় সাড়ে ১৪০০ বছর পূর্বে মহানবী (ছাঃ)-এর 'বুরাক' ও 'রফরফে'র দ্বারা মি'রাজ গমনের ঘটনা অনুধাবন করা যেমন কঠিন ছিল, আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির মাধ্যমে চাঁদে আরোহনের পর তা অনুধাবন করা সহজ হয়েছে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا.

'যাকে হিকমাত দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়' *(বাক্বারাহ ২৬৯)*।

ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির জন্য নারীদেরকে অবশ্যই দ্বীন ইসলাম শিক্ষা লাভ করতে হবে। দ্বীন ইসলাম শিক্ষার সর্বাধিক প্রয়োজনীয়তার কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্ট প্রথম মানুষ আদম (আঃ)-কে শিক্ষা দান করেছেন। আল্লাহ্র ভাষায় তা এভাবে এসেছে-

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

'তিনি (আল্লাহ তা'আলা) আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দান করলেন' *(বাক্বারাহ ৩১)*। যেহেতু মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য আল্লাহ্র ইবাদত করা বা তার নির্দেশ মেনে চলা। আর তা মেনে চলার জন্য প্রয়োজন জানার। বিধায় শিক্ষার প্রয়োজন সর্বাধিক। জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয *(ইবনু মাজাহ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

* *গাংনী, মেহেরপুর।*

'আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে হেদায়াত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হ'ল যমীনের উপর পতিত প্রবল বৃষ্টির ন্যায়। কোন কোন ভূমি থাকে উর্বর যা সে পানি শুষে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে ঘাসপাতা এবং সবুজ তরুলতা উৎপাদন করে। আর কোন কোন ভূমি থাকে কঠিন যা পানি আটকে রাখে। পরে আল্লাহ তা'আলা তা দিয়ে মানুষের উপকার করেন। তারা নিজেরা পান করে ও (পশুপালকে) পান করায় এবং তার দ্বারা চাষাবাদ করে। আবার কোন কোন ভূমি এমন আছে যা একেবারে মসৃণ ও সমতল, তা না পানি আটকে রাখে, আর না কোন ঘাসপাতা উৎপাদন করে। এই দৃষ্টান্ত হ'ল সে ব্যক্তির জন্য যে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং আল্লাহ তা'আলা আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাতে সে উপকৃত হয়। ফলে সে নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। আর ঐ ব্যক্তির জন্যও দৃষ্টান্ত, যে সেদিকে মাথা তুলে তাকায় না এবং আল্লাহ্র যে হেদায়াত নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি তা গ্রহণও করে না' *(বঙ্গানুবাদ বুখারী ১/৬৩ পৃঃ, হা/৭৯, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত)*।

দ্বীন শিক্ষায়' 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র ভূমিকাঃ

নারী সমাজকে অন্ধকারে রেখে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর অগ্রগতি সম্ভব নয়। মহিলাদের পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র পথে এগিয়ে নিতে হবে। এ উদ্দেশ্য সাধনে মহিলা সংস্থার মহিলাগণ জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। যারা লেখা-পড়া জানেন তারা বই-পুস্তক পড়ে জ্ঞানার্জন করতে পারেন। কিন্তু সঠিক বেঠিক নির্ণয় করা তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও দুরূহ ব্যাপার। তাই যারা লেখা-পড়া জানেন বা জানেন না, তারা উভয়েই মহিলা সংস্থার বৈঠকে বসে প্রয়োজনীয় সব কিছুই জানতে ও শিখতে পারেন।

'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র মহিলাদের একান্ত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের অসংখ্য মহিলাদের অন্তরে সুন্নাতের প্রদীপ দেদীপ্যমান। যারা এই মহতি কার্যক্রম পরিচালনা করছেন তাঁরা অত্যন্ত ধৈর্য, সাহসিকতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিচ্ছেন। অনেকেই ছহীহ হাদীছ বহির্ভূত নিয়ম-কানূন মোতাবেক ছালাত, ছিয়াম ও দ্বীনের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করতেন, তারা এখন কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করে নিজেদের পরকালীন মুক্তির পথকে সুগম করছেন। মহিলাদের দ্বীন ইসলাম শিখার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। হাদীছে এসেছে,

عن أبى سعيد الخدرى قال قالت النساء للنبى صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহিলারা একবার নবী করীম (ছাঃ)-কে বলল, পুরুষেরা আপনার কাছে আমাদের চাইতে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তাই আপনি নিজে আমাদের জন্য একটি দিন ধার্য করে দিন। ফলে তিনি তাদের বিশেষ একটি দিনের ওয়াদা করলেন। সেদিন তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং ওয়ায-নছীহত করতেন' *(বুখারী ১/৭৫ পৃঃ, হা/১০২)*।

এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মহিলারা দ্বীন ইসলাম শিক্ষায় অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। আর সে কারণেই তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আলাদা দিনে পৃথক বৈঠকে ভাষণ দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন।

মহিলারা দূর-দূরান্তের বা পুরুষের বৈঠকে বসে দ্বীন ইসলাম শিখতে পারে না। তাদের জন্য পৃথক মহিলা বৈঠকের বিশেষ প্রয়োজন। এদিক থেকে বিচার করলে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। মহিলা সংস্থা মহিলাদের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির যাবতীয় শিক্ষা দিয়ে থাকে। আল্লাহ্ মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্যই। আর এই ইবাদতকে গ্রহণযোগ্য করতে হ'লে তা অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক হ'তে হবে। এ লক্ষ্যেই উক্ত সংগঠনের কল্যাণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় বহু বই-পুস্তক লিখিত হয়েছে। সেগুলি অধ্যয়ন করে জীবন পরিচালনা করার সঠিক দিক নির্দেশনা পাচ্ছে এদেশের মহিলারা। 'মহিলা সংস্থা'র প্রচেষ্টায় স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা আগের তুলনায় অনেকটা সংশোধিত হচ্ছে। তারা সাংগঠনিক জীবনের গুরুত্ব বুঝতে পেরে মহিলা সংস্থায় যোগদান করছে। আশার কথা, দেশে আহলেহাদীছ বিরোধী চক্র যত ষড়যন্ত্রই করুক না কেন মহিলারা নিরুৎসাহিত হচ্ছে না; বরং রীতিমত কাজ করে যাচ্ছে।

শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কারের কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন এ দেশের নারী সমাজের জন্য 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। অশিক্ষার দরুণ নারী সমাজে বিভিন্ন অনৈসলামিক রসম-রেওয়াজের প্রচলন রয়েছে। যেমন- শবেবরাতে হালুয়া রুটি খাওয়া, রাতে ১০০ রাক'আত ছালাত আদায় করা, রোযা রাখা, কবরপূজা, পীর পূজা, পীরের দরগাহে মানত করা, আরও এ জাতীয় অসংখ্য কীর্তিকলাপ। 'মহিলা সংস্থা'র সীমিত সামর্থ্য সত্ত্বেও কুরআন-হাদীছ বিরোধী এসব কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে এগুলিকে প্রতিরোধ করতে কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করে চলেছে। তারা আজ বুঝতে পারছেন শিরক, বিদ'আত ও যাবতীয় অপকর্ম থেকে সমাজকে সংস্কার করে এগুলির মূল উপড়ে ফেলতে পারলে ছহীহ হাদীছের দ্বীপ প্রজ্বলিত রাখা সম্ভব হবে।

নারী সমাজের পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের জ্ঞান না

থাকার কারণে অনেক সময় ন্যায়সঙ্গত অধিকার হ'তে তাদেরকে বঞ্চিত হ'তে হয়। আবার অন্যায়ভাবে নির্যাতনেরও শিকার হ'তে হয়। কখনও স্বামী কর্তৃক জীবন দিতে হয়, আবার কখনও আত্মহত্যার মত জঘন্য পাপে পা দিতে হয়। যেমন বিবাহের সময় যৌতুক নিয়ে বিবাহ করে পুরুষেরা নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে। এটা একটি সামাজিক সমস্যা বা ব্যাধি। সমাজের ধনী ও লোভী লোকদের মাধ্যমে এর উদ্ভব হয়েছে। তারপর সংক্রামক ব্যাধিরূপে সবাই আক্রান্ত হচ্ছে। আইন পাশ করে যৌতুক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যৌতুক দেওয়া ও নেওয়া দু'টোই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সরকারী আইন এরূপ থাকার পরও সমাজ থেকে যৌতুক নির্মূল করা সম্ভব হচ্ছে না। মহিলা সংস্থা এ ধরনের সামাজিক ব্যাধি নির্মূলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

বিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে 'মোহরানা'। এটি নারীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

'তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও। তবে স্ত্রীগণ যদি সন্তুষ্টচিত্তে তোমাদেরকে উক্ত মোহরের কিয়দাংশ ছেড়ে দেয়, তবে তোমরা তা প্রফুল্লচিত্তে ভোগ করতে পার' *(নিসা ৪)*। মোহরানা যে নারীর ন্যায্য পাওনা এ আয়াত তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

নবী করীম (ছাঃ) তাঁর স্ত্রী ছাফিয়া-এর দাসত্ব মুক্তির বিনিময়কে তাঁর মোহরানারূপে ধার্য করেছিলেন *(বুখারী, মুসলিম)*। মোহরানা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সত্যিকারের সম্মান প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্র নির্ধারিত হক্ব। বহু মহিলা এই বিষয়টি অবগত নয়। বিবাহের সময় লক্ষ টাকা মোহরানা নির্ধারণেই তারা খুব খুশী হয়। কিন্তু আদায় করতে পারে না তার এক টাকাও। 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' এ ব্যাপারে মহিলাদের সজাগ করতে সচেষ্ট।

মহিলাদের শিরক-বিদ'আত মুক্ত শিক্ষা দান করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে পবিত্র কুরআনে এভাবে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ-

'হে নবী যখন মুসলমান নারীগণ আপনার নিকট (এই উদ্দেশ্যে) আগমন করে যে, আপনার হাতে এই বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে, আল্লাহ্র সাথে কোন ব্যক্তিকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটনা করবে না এবং সৎকাজে আপনাকে অমান্য করবে না, তখন আপনি তাদের বায়'আত গ্রহণ করবেন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়' *(মুমতাহিনাহ ১২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে এমন কিছু সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০)*। তিনি আরো বলেন,... 'তোমাদের উপরে পালনীয় হ'ল আমার সুন্নাত ও আমার খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত। তোমরা উহা কঠিনভাবে আঁকড়ে ধর এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধর। ধর্মের নামে নতুন সৃষ্টি হ'তে সাবধান! নিশ্চয়ই প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত ও প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী'। নাসাঈ শরীফের অন্য ছহীহ বর্ণনায় এসেছে 'এবং প্রত্যেক গোমরাহ ব্যক্তি জাহান্নামী' *(আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৬৫; নাসাঈ হা/১৫৭৯ 'ঈদায়েন-এর খুৎবা' অধ্যায়)*।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা একমাত্র নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম। মুসলিম বিশ্বে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'ই হ'ল একমাত্র খালেছ তাওহীদী আন্দোলন। ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, আহলেহাদীছগণই যুগে যুগে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে সমুন্নত করতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' ইসলামের মূল রূহের দিকে ফিরে আসার আহবান নিয়ে যেভাবে মহিলাদের মধ্যে দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে আসছে, তা অবশ্যই প্রশংসার্হ। তাই আসুন! মহিলাদেরকে ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী করে তোলার পাশাপাশি আদর্শ মা সৃষ্টি করার জন্য মহিলা সংস্থার কার্যক্রমকে বেগবান করি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!!.

পার্থিব জীবনের শেষ ঠিকানা মরণ

*মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ**

ভূমিকাঃ

আদম এবং হাওয়া (আঃ)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে মানুষের যাত্রা শুরু হয়েছে। একটি পরিবার থেকে আজ প্রায় ৬০০ কোটি মানুষ হয়েছে। আদম (আঃ) থেকে আজ পর্যন্ত কত মানুষ দুনিয়াতে এসেছিল এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত আরো কত মানুষ আসবে, তা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই জানেন। তাঁদের দু'জন থেকে কেবল মানুষই বৃদ্ধি পেয়েছে তা না; বরং বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের ভাষা, রং, চলার পথ ইত্যাদি। এই পার্থক্য এমন পর্যায়ে এসেছে যে, একজন মানুষের সাথে যেমন অন্যের স্বাস্থ্যগত, জ্ঞানগত মিল নেই, তেমনি চিন্তার দিক দিয়েও কোন মিল নেই, এমনকি ধর্মীয় ক্ষেত্রেও। এরপরও একটি বিষয়ে সবাই একমত, সেটা মরণ। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ভাষা নির্বিশেষে সবাই বিশ্বাস করে যে, তাকে একদিন মরতেই হবে। নাস্তিকরা যদিও পরকাল, জান্নাত-জাহান্নামকে বিশ্বাস করে না কিন্তু মৃত্যুর ব্যাপারে তারাও একমত। তাই মরণ যে পার্থিব জীবনের শেষ ঠিকানা, সে সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হ'ল।

প্রত্যেক প্রাণী মরণশীলঃ

আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে দু'টি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হ'ল আকাশ এবং যমীন। আর এই উভয় স্থানে রয়েছে আমাদের জানা অজানা অসংখ্য প্রাণী। আল্লাহ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে কত যে ছোট-বড় প্রাণী সৃষ্টি করেছেন তা একমাত্র তিনিই জানেন। আর এই প্রাণীকুলের সবাইকে একদিন মৃত্যুর স্বাদ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ 'প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে' *(আনকাবূত ৫৭, আলে ইমরান ১৮৫, আম্বিয়া ৩৫)*।

একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত সকল প্রাণীই একদিন মারা যাবে এমনকি ফেরেশতাগণও। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহ তা'আলা ইসরাফীল (আঃ)-কে ধ্বংসের ফুৎকারের আদেশ করবেন। সে মতে তিনি ফুৎকার দিলে সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। কেবল তারাই নিরাপদে থাকবে যাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ নিরাপদে রাখবেন। এভাবে সব বিনাশ হয়ে গেলে মৃত্যুর ফেরেশতা আল্লাহর নিকট এসে বলবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি যাদেরকে রক্ষা করতে ইচ্ছা করেছেন তারা ব্যতীত আকাশ ও পৃথিবীরবাসীর সকলেই মারা গেছে। আর কে জীবিত আছে তা জানা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা বলবেন, কে জীবিত আছে? তিনি বলবেন, জীবিত আছেন আপনি যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই। এছাড়া বেঁচে আছেন আরশ বহনকারীগণ এবং জিবরীল ও মীকাঈল (আঃ)। একথা শুনে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, জিবরীল ও মীকাঈলেরও মৃত্যু হয়ে যাক। তখন মহান আরশ আল্লাহর উদ্দেশ্যে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! জিবরীল এবং মীকাঈলও মারা যাবেন? আল্লাহ বলবেন, চুপ কর! আমার আরশের নীচে যারা আছে তাদের প্রত্যেকের জন্য আমি মৃত্যু অবধারিত করে রেখেছি। তারপর তাদের দু'জনেরও মৃত্যু হবে।

অতঃপর মালাকুল মঊত মহান আল্লাহর নিকট এসে বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! জিবরীল এবং মীকাঈলও মারা গেছেন। একথা শুনে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তাহ'লে আর কে বেঁচে আছে? মালাকুল মঊত বলবেন, বেঁচে আছেন আপনি যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই। আর বেঁচে আছে আপনার আরশ বহনকারীগণ এবং আমি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আরশ বহনকারগীণেরও মৃত্যু হোক। ফলে তাদেরও মৃত্যু হবে। তারপর মালাকুল মঊত এসে বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! আরশ বহনকারীগণও মারা গেছেন। একথা শুনে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আর কে বেঁচে আছে? তিনি বলবেন, বেঁচে আছেন আপনি চিরঞ্জীব সত্তা, যাঁর মৃত্যু নেই। আর আমি বেঁচে আছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি আমার সৃষ্টি। আমি তোমাকে বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছিলাম। অতএব তুমিও মরে যাও। ফলে তারও মৃত্যু হবে। তারপর শুধু অবশিষ্ট থাকবেন অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী এক ও অমুখাপেক্ষী সত্তা, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং যাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি, যাঁর তুল্য কেউ নেই। যিনি প্রথমে ছিলেন পরেও থাকবেন'।[১]

প্রসঙ্গতঃ কতিপয় পথভ্রষ্ট লোকের ভ্রান্ত ধারণা হ'ল নবী-রাসূলগণ এর ব্যতিক্রম, তাঁদের মৃত্যু হয় না। অথচ নবী-রাসূলগণও মরণশীল। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, -إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ 'নিশ্চয়ই আপনি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল' *(যুমার ৩০)*।

ছহীহ বুখারীতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর সংবাদ শুনে আবুবকর (রাঃ) ঘোড়ায় চড়ে আগমন করেন এবং মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করতঃ জনগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। অতঃপর কোন কিছু জিজ্ঞেস না করে আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করেন। সেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। তিনি তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল হ'তে চাদর সরিয়ে চুম্বন করেন এবং কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলেন, আমার পিতা-মাতা তাঁর প্রতি উৎসর্গ হোক। আল্লাহর শপথ! তিনি তাঁর রাসূলের উপর দু'বার মৃত্যু দিবেন না। যে মৃত্যু তাঁর জন্য নির্ধারিত ছিল তা তাঁর

* তুলাগাঁও, নোয়াপাড়া, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

১. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া বঙ্গানুবাদঃ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ), ১/১২৬ পৃঃ।*

উপর এসে গেছে। এরপর তিনি পুনরায় মসজিদে গমন করেন এবং দেখেন যে, ওমর (রাঃ) ভাষণ দিচ্ছেন। তিনি তাঁকে বললেন, নীরবতা অবলম্বন করুন। অতঃপর তিনি জনগণকে লক্ষ্য করে বলেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপাসনা করত সে যেন জেনে নেয়, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যে আল্লাহ্‌র ইবাদত করত সে যেন সন্তুষ্ট থাকে যে, আল্লাহ জীবিত আছেন, তাঁর উপর কখনো মৃত্যু আপতিত হয় না। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۖ أَفَإِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ۖ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ۖ وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ- وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوْتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلاً.

‘মুহাম্মাদ একজন রাসূল ব্যতীত কিছুই নন। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়ে গেছেন। যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন, তাহ'লে তোমরা কি পিছনে ফিরে যাবে? যে ব্যক্তি পিছনে ফিরে যাবে সে আল্লাহ্‌র কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ কৃতজ্ঞ বান্দাদের আশু পুরস্কার দান করবেন। (জেনে রেখো) আল্লাহ্‌র হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না। তার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে’।[২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে মৃত্যুবরণ করেছেন তাতে সকলেই একমত। কিন্তু কিছু লোক নিজেদের স্বার্থের জন্য তাঁর মৃত্যুর পরের অবস্থাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভ্রান্তিতে পতিত হয়। তারা বলে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুনিয়াবী জীবন থেকে স্থানান্তরিত হয়ে কেবল কবরে গেছেন। কবরে বসে তিনি উম্মতের ভাল-মন্দ সবকিছুই করতে পারেন। বিপদে সাহায্য করতে পারেন, কোন পীর মাশায়েখ গেলে কবর থেকে হাত বাড়িয়ে মুছাফাহা করতে পারেন ইত্যাদি। তারা এগুলির পিছনে দলীল হিসাবে কিছু মওযূ বা জাল হাদীছ বর্ণনা করে থাকে। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

من صلى على عند قبرى سمعته ومن صلى على نائيا وكل بها ملك يبلغنى وكفى بها أمر دنياه وآخرته وكنت له شهيدًا أوشفيعًا-

‘যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট এসে আমার উপর দরূদ পাঠ করে আমি তা শুনে থাকি এবং যে ব্যক্তি দূরে থেকে দরূদ পাঠ করে, তার জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয় যিনি আমার নিকট তা পৌঁছে দেন। ঐ ব্যক্তির দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য এই দরূদই যথেষ্ট। আমি তার জন্য সাক্ষী হব ও সুপারিশকারী হব’। বর্ণনাটি জাল।[৩]

এ মর্মে আরো কিছু বর্ণনা ত্বাবরানী, দারাকুৎনী ইত্যাদি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, যার কোনটা মওযূ, কোনটা যঈফ, কোনটা বাতিল।[৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যদি কবরে বসে ভাল-মন্দ করতে পারেন, উম্মতের অবস্থা দেখতে পারেন, তাহ'লে তাঁর মৃত্যুর পরে নতুনভাবে খলীফা নির্বাচনের কি কোন প্রয়োজন ছিল? সেজন্য তিনদিন যাবৎ আপোষে বিতর্ক করা ও তাঁর লাশ বিনা দাফনে ৩২ ঘন্টা ঘরে ফেলে রাখারইবা কী প্রয়োজন ছিল? ছাহাবায়ে কেরাম যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জীবিতই ভাবতেন তাহ'লে কেন তারা তাঁকে দাফন করলেন? তিনি কেন উষ্ট্রের যুদ্ধ, ছিফফীনের যুদ্ধ, কারবালার যুদ্ধ বন্ধ করলেন না? কেন তিনি নিজ শ্বশুর ওমর ফারূক, জামাতা ওছমান, আলী ও প্রিয় নাতি হাসান-হুসাইন (রাঃ)-এর নির্মম হত্যাকাণ্ড রুখতে চেষ্টা করলেন না? হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যখন পবিত্র কা'বা ও মদীনায় হামলা করল, তিনি সেখানে থাকা সত্ত্বেও কেন প্রতিরোধ গড়ে তুললেন না তাঁকে কবরের চার দেওয়ালের মধ্যে রাখার কি কোন প্রয়োজন ছিল?

অতএব এই ধরনের ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ কোন মুসলমানের পক্ষে সমীচীন নয়। ছাহাবায়ে কেরাম, খুলাফায়ে রাশেদীন, বিশিষ্ট চার ইমাম এবং উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মুজাদ্দিদে আলফেছানী, শায়খ মুহাম্মাদ সারহিন্দী, শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী ও তাঁর পুত্র-পৌত্রগণ ও শাগরেদগণ, শায়খুল কুল ফিল কুল মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী, নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী, দেওবন্দের অধিকাংশ আলেম, হানাফী, মালেকী, শাফেঈ ও হাম্বলী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ বিদ্বানগণ কেউই উক্ত ভ্রান্ত আক্বীদার অনুসারী নন।

যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ব্যাপারে এমন ভ্রান্ত ধারণা করে তাদের উদ্দেশ্য রাসূলকে সম্মান করা নয়; বরং কবরে রাসূল (ছাঃ)-কে জীবিত প্রমাণ করে কবর ব্যবসায়ীরা তাদের ঘোষিত পীর আউলিয়াদেরকেও কবরে জীবিত সাব্যস্ত করা এবং তাদের সুপারিশে আল্লাহ্‌র রহমত হাছিল হবার ধোঁকা দিয়ে নযর-নেয়ায আদায় করা। তাই অন্ধ ভক্তির চোরাগলি দিয়ে ভক্তের পকেট ছাপ করা, আত্মার মিলনে পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ করার ধোঁকা দিয়ে মহিলা মুরীদের ইয্যত লুট করা, কাশফ ও কেরামতির প্রতারণার জাল ফেলে মুরীদকে বোকা বানিয়ে চড়া দরের নযর-নেয়ায আদায় করাই মূল উদ্দেশ্য।[৫]

এক্ষণে কতিপয় ছহীহ বর্ণনায় নবী-রাসূলগণের জীবিত থাকার যে প্রমাণ পাওয়া যায়, নিঃসন্দেহে তা রক্ত মাংসে গড়া জড় দেহে নয়; বরং তা হ'ল তাঁদের পরকালীন জীবন। আর তাঁরা কিভাবে জীবিত আছেন তা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। হাফেয ইবনু হাজার

২. আলে ইমরান ১৪৪-১৪৫; তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/৫৭ পৃঃ; যুমার ৩০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

৩. আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/২০৩; যঈফুল জামে' হা/৫৬৮২।

৪. দ্রঃ আলবানী, যঈফুল জামে' হা/৫৬১৮; ইরওয়াউল গালীল হা/১১১২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৭, ২০৪, ১০২১ প্রভৃতি।

৫. মাসিক আত-তাহরীক ২য় বর্ষ, ১১তম সংখ্যা, পৃঃ ১০।

আসক্বালানী (রহঃ) বলেন,

لانه صلى الله عليه وسلم بعد موته وإن كان حيا فهى حياة أخروية لاتشبه الحياة الدنيا.

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মৃত্যুর পরে যদি জীবিত ধরা হয়, তবুও সেটা পরকালীন জীবন, দুনিয়ার জীবনের সাথে তা সামঞ্জস্যশীল নয়'। তিনি বায়হাক্বী থেকে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, 'নবীগণ তাঁদের প্রভুর নিকটে জীবিত আছেন শহীদদের ন্যায়'।[৬]

শহীদদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ-

'যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছেন তোমরা তাদেরকে মৃত ভেবো না। বরং তাঁরা জীবিত। তাঁরা তাঁদের প্রভুর নিকট থেকে রিযিক পেয়ে থাকেন' *(আলে ইমরান ১৬৯)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَلَاتَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَّلَكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ-

'যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তোমরা তাদেরকে মৃত বল না; বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না' *(বাক্বারাহ ১৫৪)*। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী (রহঃ) বলেন,

بل هم أحيـاء فى البـرزخ تصل أرواحهم إلى الجنان فهم أحياء من هذه الجهة وإن كانوا أمواتا من جهة خروج الروح من أجساد هم.

'শহীদগণ বারযাখে জীবিত আছেন, তাঁদের রূহগুলি জান্নাতে পৌঁছে যায়। এ দৃষ্টিকোণে তাঁরা জীবিত। যদিও দেহ থেকে রূহ ছিন্ন হয়ে যাওয়ার দৃষ্টিকোণে তাঁরা মৃত'।[৭]

সুতরাং যারা মারা গেছে তাদের কাছে কোন কিছু চাওয়া পরিষ্কার শিরক, যা থেকে বিরত থাকার জন্য পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَايَنْفَعُكَ وَلَايَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِيْنَ-

'নির্দেশ হয়েছে আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকবে না, যে তোমার ভাল করবে না, মন্দও করবে না। বস্তুতঃ আপনি যদি এমন কাজ করেন তাহ'লে আপনিও যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন' *(ইউনুস ১০৬)*।

[চলবে]

৬. ফাৎহুল বারী ও তালখীছুল হাবীর-এর বরাতে হায়াতুন্নবী, পৃঃ ৪২।
৭. ফাৎহুল বায়ান ২৪/২০৪ পৃঃ।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

মনুষ্যত্ব

মহান আল্লাহ মানব জাতিকে সৃষ্টির সেরা করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ আকৃতিতে কেবল সেরা নয়, সেরা জ্ঞানে ও মনুষ্যত্বে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে অতি উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি' *(আত-ত্বীন ৪)*। যার মধ্যে মনুষ্যত্বের অভাব পরিলক্ষিত হয়, মানুষ তাকে পশু বলে ধিক্কার দিয়ে থাকে। বর্তমানে মানুষের বাহ্যিক উন্নতি হয়েছে বটে, কিন্তু মানুষ আজ মনুষ্যত্বকে হারিয়ে ফেলতে বসেছে। তাই জগতে আজ এত হানাহানি, এত অশান্তি। যাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে, পারিপার্শ্বিক কারণে তাদেরকেও মনুষ্যত্ব বিকিয়ে দিতে হচ্ছে। সম্পদের মোহ মানুষকে কত নীচে নামিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং তার পরিণতি যে কত ভয়াবহ হয়, তারই একটি ঘটনা আমরা এখানে তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ।-

গ্রামের নাম মেদুলিয়া। এই গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে দু'জন ওছমান ও মকবূল। ওছমান খুব ভদ্র। সে পেশায় একজন স্কুল শিক্ষক। যথেষ্ট শিক্ষিত এবং জ্ঞানীও বটে। আর মকবূল স্বল্প শিক্ষিত। সে কৃষি কাজ করে। ওছমান ও মকবূলের মধ্যে সম্পর্কও খুব ভাল। ওছমানের আছে একটি বড় অষ্ট্রেলিয়ান ষাঁড়। সামনের ঈদুল আযহাতে ষাঁড়টি বিক্রি করবে বলে মনস্থ করেছে। দেখতে দেখতে ঈদুল আযহা চলে এল। ওছমান ষাঁড়টি বিক্রি করার জন্য হাটে নিয়ে গেল। তার সঙ্গে গেল মকবূলও। দু'জনে ষাঁড়টি একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে বসে আছে। এমন সময় একজন ক্রেতা এসে ষাঁড়টির দাম বলল ১৮ হাযার টাকা। ওছমান চেয়েছে ৩৫ হাযার টাকা। তারপর আরেকজন ক্রেতা এসে বলল ২২ হাযার ৫ শত টাকা। ওছমান তখন বলল, আমার ষাঁড় ৩০ হাযার টাকার কমে বিক্রি করব না। যা হোক এভাবে দর কষাকষির পরে এক সময় ষাঁড়টি বিক্রি হয়ে গেল ২৮ হাযার ৫ শত ৩০ টাকায়।

এর কিছুদিন পরের কথা। মকবূল তার ক্ষেতে উৎপাদিত কিছু গম বিক্রি করার জন্য হাটে বসে আছে। সেদিন ওছমানও হাটে গিয়েছে। হঠাৎ মকবূলের সঙ্গে দেখা। ওছমান বলছে, কিরে মকবূল কি করছিস? মকবূল বলছে এইতো গম বিক্রি করতে এসেছি। ওছমান বলছে, গম বিক্রি করবি তো বসে আছিস কেন? তাড়াতাড়ি বিক্রি করে দে। মকবূল জবাব দিল, বিক্রি তো করব কিন্তু দর-দাম হচ্ছে না। তখন ওছমান বলল, তুইকি দাম বাড়ার আশায় আমার ষাঁড় বিক্রির মত বসে আছিস? ষাঁড়ের দামের মত কি আর গমের দাম বাড়ে? আর বাড়লেই বা কত টাকা বাড়বে? তখন মকবূল বলল, যা বাড়ে তাই লাভ। ওছমান চলে গেল। মকবূল তার গম বিক্রি করে বাড়ি ফিরে আসে। বাড়িতে এসে আবার ওছমানের সঙ্গে দেখা হয় মকবূলের। ওছমান বলল, মকবূল একটা সুখবর আছে! সে জিজ্ঞেস করল কিসের আবার সুখবর?

আমার বড় ছেলে কামালের বিয়ে রসূলপুরের শওকত হাজীর বড় মেয়ের সঙ্গে। তারা স্বেচ্ছায় ৮০ হাযার টাকা দিতে চায়। মকবূল বলল, ৮০ হাযার টাকা তারা কি জন্য দেবে? ওছমান বলে, আরে বোকা যৌতুক! মকবূল জিজ্ঞেস করল, যৌতুক আবার কি? তখন ওছমান একটু হেঁসে বলল, আমার ছেলের কি কোন দাম নেই যে, এমনিতেই বিয়ে দিয়ে দিব? তখন মকবূল বলল, তাহ'লে আপনি ৮০ হাযার টাকা পেলে কেবল ছেলের বিয়ে দিবেন? ওছমান বলল, তাই কি হয়? আমি ঘটক ছাহেবকে ২ লক্ষ টাকার কথা বলেছি। মকবূল ভাবে, এত টাকা ছেলের বিয়েতে যৌতুক নিবে! সে ভাবতে ভাবতে চলে যায়।

এক মাস পরে আবার মকবূলের সাথে দেখা হ'ল ওছমানের। মকবূল বলছে, কিহে ওছমান ছাহেব খবর কি? ওছমান বলল, কিসের খবর? আপনার ছেলের বিয়ের খবর? ওছমান বলল, বিয়ে হয়নি। কারণ তারা ২ লক্ষ টাকা দিতে রাযী নয়। এজন্য আমি আমার ছেলের বিয়েও সেখানে দিব না। তখন মকবূল বলল, ছেলের বিয়ে দিবেন তো দাম-দরের কি আছে? তারা যা দিতে চায়, তাই নিয়ে বিয়েটা দিয়ে দিন। ওছমান বলল, তাহ'লে তুই সেদিন হাটে গম বিক্রির সময় দরাদরি করছিলি কেন? আপনি ষাঁড় বিক্রির সময় দাম বাড়ার অপেক্ষায় বসেছিলেন কেন? তখন ওছমান বলল, আরে বোকা একটি ষাঁড় পালন করতে যেমন খরচ ও পরিশ্রম হয়, ঠিক তেমনি একটি ছেলে মানুষ করতেও খরচ এবং পরিশ্রম হয়। তখন মকবূল বলল, তাহ'লে আপনি যৌতুক ছাড়া ছেলের বিয়ে দিবেন না? ওছমান বলল, না যৌতুক ছাড়া ছেলের বিয়ে দিব না। মকবূল বলল, আপনার ছেলে কি অস্ট্রেলিয়ান ষাঁড়? এরূপ কথা কাটাকাটি করে যে যার বাড়ী চলে যায়।

এর পরের ঘটনা খুবই দুঃখজনক। রসূলপুরের শওকত হাজী ২ লক্ষ টাকা দিয়েই তার মেয়েকে বিয়ে দিতে রাযী হয়। ওছমানের ছেলে কামালের সঙ্গে শওকত হাজীর বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। তিনি যৌতুকের টাকার অর্ধেক বিয়ের সময় পরিশোধ করেন। বাকি টাকা এক বছরের মধ্যে পরিশোধ করার অঙ্গীকার করেন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাকা না দিতে পারায় কামাল তার স্ত্রীকে মারধর শুরু করে। এমনকি স্ত্রীকে জীবন নাশের হুমকিও দেয়। কামালের স্ত্রী তখন বাবার বাড়িতে গিয়ে বাধ্য হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করে। বিচারে কামালের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কামাল এখন কারাগারে। অপরদিকে ওছমান আর মকবূলের সঙ্গে লজ্জায় দেখা করে না। লোভী ও মুনত্বহীন হারাম খোরের পরিণতি এরকমই হয়।

মন্তব্যঃ মনুষ্যত্বহীন লোক পশুর চেয়েও অধম।

❑ মুহাম্মাদ আবুল হোসেন
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ক্ষেত-খামার

পরিবেশ ও ভারসাম্য

*মুহাম্মাদ বাবলুর রহমান**

সারা পৃথিবী জুড়ে রয়েছে জানা অজানা হাযার হাযার প্রজাতির প্রাণী, জীব-জন্তু, পোকা-মাকড়, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এগুলি ক্ষতিকর এবং অপ্রয়োজনীয় মনে হ'লেও মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ আকাশ, স্থল এবং জলে কোন কিছুই অহেতুক বা অপ্রয়োজনে সৃষ্টি করেননি। বিশ্ব প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার কারণে এতদসংক্রান্ত কয়েকটি বিষয় নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হ'ল-

আমরা সাধারণভাবে জানি যে, পোকা-মাকড় আমাদের ফসলের শুধু ক্ষতি সাধন করে থাকে। এই ইনসেক্ট বা পোকা-মাকড় নিধনে আমরা বিভিন্ন প্রকার ইনসেক্টিসাইড ও পেষ্টিসাইড ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু আমরা অনেকেই জানিনা যে, কিছু কিছু প্রজাতির পোকা-মাকড় রয়েছে, যারা ফসলের উচ্চ ফলনে অত্যন্ত কার্যকরী ও সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এসব পোকা-মাকড়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ড্রাগন ফ্লাই, ড্যামসেল ফ্লাই, ক্যারাবিড বিটল, লেডী বাড বিটল, লম্বা শুঁড় ঘাস ফড়িং, মেসোভেলিয়া, মাইক্রোভেলিয়া, ওয়াটার ষ্টাইডার, মেরিড ইয়ার উইগ ইত্যাদি।

বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বে নানা প্রজাতির ব্যাঙ দেখতে পাওয়া যায়। এই ব্যাঙ আমাদের চার পাশে ডোবা নালায়, শস্যক্ষেতে এমনকি অনেক সময় বাড়ীর আনাচে-কানাচে দেখতে পাওয়া যায়। ব্যাঙ সাধারণত বিভিন্ন প্রজাতির ইনসেক্ট ধরে খেয়ে জীবন ধারণ করে, সেই সাথে রক্ষা করে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ।

আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করি যে, কৃষকরা তাদের ফসলের জমিতে বাঁশের কঞ্চি বা ঐ জাতীয় বিভিন্ন লম্বা কাঠি পুঁতে রাখে। ঐ সকল কঞ্চি বা কাঠিতে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি বসে এবং ফসলের ইনসেক্ট খেয়ে ফেলে। তাছাড়া মজার ব্যাপার হচ্ছে, অনেক পাখি রাতের বেলাতেও ফসলের মাঠের উপর দিয়ে চলাফেরা করে এবং পুঁতে রাখা কাঠি বা কঞ্চিতে বসে। ফলে দিনের বেলা তো নয়ই বরং রাতেও ফসলের মাঠে পাখিদের উপদ্রবে ইঁদুর বাহিরে বেরোতে পারে না। আর এই ইঁদুর ফসলের সবচেয়ে বড় শত্রু।

অনেক পাখি আছে যারা ইঁদুর ধরে খায়। ইঁদুরকে বাইরে বের হ'তে দেয় না। শীতকালে বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ অতিথি পাখি আসে। যা আমাদের পরিবেশ ও প্রকৃতির সৌন্দর্য বৃদ্ধি সহ ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে। এইসব অতিথি পাখিরা এলে দেশে জলাশয়ের মাছের প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, মাছের ওযন তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়। এসব অতিথি পাখি সহ সকল পাখিই আমাদের পরিবেশ রক্ষাকারী সম্পদ।

* প্রভাষক, আত্রাই অগ্রণী ডিগ্রী কলেজ, মোহনপুর, রাজশাহী।

গুইসাপ এক প্রজাতির সাপ। তবে এরা অন্যান্য সাপের মত বিষধর নয় এবং মানুষকে কামড়ও দেয় না। গুইসাপ অন্যান্য সাপের ডিম ও বাচ্চা খেয়ে ফেলে। ফলে বিষাক্ত সাপের বংশ বৃদ্ধি রোধে এর ভূমিকা বেশ অনন্য। গুইসাপের চামড়া বেশ শক্ত। এর চামড়া দ্বারা ব্যাগ, জুতা সহ নানা প্রকার চামড়াজাত উপকরণ তৈরী হয়।

আমরা সবাই মাকড়শা চিনি। গাছে, বাড়ীতে, অফিস-আদালতে অর্থাৎ সর্বত্রই মাকড়শা এবং এর জাল দেখতে পাওয়া যায়। মাকড়শার জাল খুব বিষাক্ত এবং আঠালো। মাকড়শার জালে মশা, মাছি সহ আরো ছোট ছোট নানা প্রজাতির পোকা-মাকড় চলার পথে আটকা পড়ে। আর মাকড়শা তখন তাদেরকে ধরে খায় অথবা ঐ জালে আটকা পড়ে এরা মারা যায়। এভাবে মাকড়শা তার জাল তৈরী করে ঐ প্রজাতির ইনসেক্ট নিধন করে এবং পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় সহযোগিতা করে থাকে। তাছাড়া মৌমাছি সহ নাম না জানা অনেক প্রজাতির মাছি ও পতঙ্গ এবং পাখি বিভিন্ন ফুলের পরাগায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

কিছু প্রজাতির পাখি আছে, যারা না থাকলে অনেক গাছ পৃথিবী থেকে বিলীন হয়ে যেত। এ ধরনের একটি উদাহরণ তুলে ধরা যায়- আমরা বট গাছের সাথে পরিচিত। বাংলাদেশের প্রতিটি এলাকাতে বট গাছ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা অনেকেই এর বংশ বৃদ্ধির ইতিহাস জানি না। বট গাছ সরাসরি বীজ থেকে তৈরী হয় না এবং তৈরী করা সম্ভবও নয়। এক প্রজাতির পাখি বট গাছের ফল খেলে তার পেটে ঐ বীজের সংমিশ্রনের ফলে এক ধরনের রাসায়নিক ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তারপর ঐ পাখি পায়খানা করলে যে বীজ পায়খানার সঙ্গে বেরিয়ে আসে তা থেকে বট গাছের অঙ্কুরোদগম হয়। যে কারণে বট গাছের অধিকাংশ চারা বিভিন্ন গাছে এবং বাড়ীর ছাদে দেখতে পাওয়া যায়। এভাবে পাখিরা বট গাছের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। ইদানিং অবশ্য বট গাছের কচি ডাল মাটিতে পুঁতে রাখলেও ঐ ডাল থেকে বট গাছ তৈরী হচ্ছে। অনেক পাখি এবং প্রাণী বিভিন্ন পচা ও নোংরা জিনিস খেয়ে আমাদের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন এবং পরিষ্কার রাখে।

মানুষের বিপদে সাহায্য করে ডলফিন। কোন শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ছাড়াই ডলফিন এগিয়ে আসে সমুদ্রে বিপদে পড়া মানুষের সাহায্যে। সমুদ্রে যদি কোন জাহাজ ডুবে যায় আর সে সময় আশে-পাশে যদি ডলফিন থাকে তাহ'লে তৎক্ষণাৎ সে ডুবন্ত মানুষের কাছে ছুটে আসে এবং ডুবন্ত মানুষ ডলফিনের দেহকে অবলম্বন করে ভাসতে ভাসতে কিনারায় চলে আসে। মানুষ যদি সমুদ্রে গোসল করতে বা সাঁতার কাঁটতে নামে আর সেই সময় যদি হিংস্র হাঙ্গর মানুষকে আক্রমণ করে, তখন যদি কাছাকাছি কোন ডলফিন থাকে তবে সে দ্রুত বেগে এসে হাঙ্গরকে তাড়িয়ে দিয়ে মানুষকে নিরাপদে পৌঁছে দেয় সমুদ্র পাড়ে। গবেষকরা ডলফিনের এ ধরনের কোন রহস্য উদঘাটন করতে না পারলেও তারা বলেছেন, মানুষের সঙ্গে ডলফিনের গভীর কোন হৃদ্যতার সম্পর্ক আছে।

শিম্পাঞ্জীরা করমর্দন করতে পারে। শিম্পাঞ্জীরা অনেকটা মেধাবী। শিম্পাঞ্জী এবং বানর হাঁসতে পারে। বর্তমানে মাদকদ্রব্য উদ্ধারে এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা কাজে বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় আহত এবং মৃত মানুষের উদ্ধারে এবং সন্ধানে ও ভারী ভারী গোলাবারুদ উদ্ধারে কুকুর মানুষের চেয়ে নির্ভুল ও নিরপেক্ষভাবে ভূমিকা পালন করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এই কুকুর তার প্রভুর বাড়ী এবং অফিসের বিভিন্ন জায়গায় খবরের কাগজ বিতরণ করে থাকে।

তাছাড়া বর্তমান যান্ত্রিক যুগে আজও আমরা গরু, মহিষ দ্বারা চাষাবাদ সহ মালামাল বহনের কাজ করে থাকি। মরুময় এলাকায় এখনও ঘোড়া, গাধা, উট ব্যাপকভাবে মানুষের কাজে লাগে। 'পশুপাখি' না থাকলে অনেক ফলমূল এবং গাছপালা বিলীন হয়ে যেত। আর নষ্ট হয়ে যেত স্বাভাবিক জীবন যাপন প্রক্রিয়া এবং দেখা দিত পরিবেশগত মারাত্মক বিপর্যয়। 'গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া' এর মধ্যে অন্যতম। 'গ্রীন হাউজ' সৃষ্টিকারী গ্যাস বর্তমানে যে হারে বাড়ছে বিজ্ঞানীরা আশংকা করছেন যে, ২০১৫-২০৫০ সাল নাগাদ ভূ-পৃষ্ঠের উত্তাপ ১.৫-৪.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে। আর এ অবস্থা সৃষ্টি হ'লে ভূ-পৃষ্ঠ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 'গ্রীন হাউজ' প্রতিক্রিয়ার কারণ হিসাবে আমরা বলতে পারি অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অতিরিক্ত যানবাহন, অপরিকল্পিত কলকারখানা স্থাপন ও নগরায়ন, বনভূমি উজাড় ইত্যাদি। যে কারণে অক্সিজেন হ্রাস ও কার্বনডাই অক্সাইড বৃদ্ধি, কলকারখানার বর্জ্য ও ধোঁয়া ইত্যাদি 'গ্রীন হাউজ' প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে।

এছাড়াও হাইড্রোজেন বোমা ও পারমাণবিক বিস্ফোরণে রাসায়নিক তেজস্ক্রিয়তায়ও গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। যার কারণে বায়ুমণ্ডলের ওযনস্তর দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং সাথে সাথে সূর্যের ক্ষতিকর বেগুনী রশ্মি সরাসরি ভূ-পৃষ্ঠে চলে আসছে। এতে মানুষের ক্যান্সার রোগ বেড়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। 'গ্রীন হাউজ' প্রতিক্রিয়ার কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে এবং ২০৫০ সাল নাগাদ সমুদ্র পৃষ্ঠের পানির উচ্চতা প্রায় ১ মিটার বৃদ্ধি পাবে। ফলে বাংলাদেশের ২৩ হাযার বর্গ কিঃমিঃ পানির নীচে তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সাথে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি উপকূলে প্রবেশ করবে। ফলে জমিতে ফসল উৎপাদন হ্রাস পাবে।

এছাড়াও ভূ-পৃষ্ঠে এসিড বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে, যা ফসল নষ্ট সহ ভূমির উর্বরতা হ্রাস করবে। এর হাত থেকে রক্ষা পেতে [illegible] পশু-পাখি ও জীব-জন্তু রক্ষা, বন উজাড় রোধ, পরিবেশ দূষণ রোধ, ত্রুটিপূর্ণ গাড়ী ও কালো ধোঁয়া রোধ, বন্যা রোধে বাঁধ নির্মাণ, হাইড্রোজেন বোমা ও পারমাণবিক বিস্ফোরণ রোধ করে এগুলির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। আর এ জন্য প্রয়োজন সদিচ্ছা এবং বাস্তবমুখী সুন্দর পদক্ষেপ। 'পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করি এবং সুন্দর জীবন গড়ি'- এটাই হোক আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা। আসুন! সুন্দর পরিবেশ গড়ি এবং [illegible]

Contents

কবিতা

তোমাদের পরিচয়

অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ
জাহানাবাদ, মোহনপুর, রাজশাহী।

তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী হে আহলেহাদীছ যুবকদল
ভারতের ইতিহাস স্মরি সম্মুখ পানে এগিয়ে চল।
হে বিপ্লবী বীর! তোমরা তাদেরই বংশধর
যাদের বীরত্বে ভারতবর্ষ কাঁপিত থরথর।
তোমাদের মাঝে জন্মেছিল সৈয়দের মত বীর
বাঁশেরকেল্লায় যুদ্ধ করেছে বিপ্লবী তিতুমীর।
ইংরেজ ও শিখদের যারা করেছিল অস্থির
ইতিহাস বলে তারা ছিল আহলেহাদীছ বীর।
তোমাদের পরিচয় লেখে নাই কেহ কবিতায়
লিখিয়াছে উইলিয়াম হান্টার তাহার পাতায়।
কিন্তু তাহাতে তোমাদের নাম করিয়াছে বিকৃতি
ওহাবী বলে কটাক্ষ করিয়া দিয়াছে স্বীকৃতি।
বলিবে তাহারা ওহাবী অথবা আরও অন্য কিছু
বিদ'আতী-বেদ্বীন শত্রু তোমার লেগে আছে সদা পিছু।
অতীত তোমাদের যেমন, মহান ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল
তোমরা সেই হাদীছে বর্ণিত সঠিক ও বিজয়ী দল।

***

মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য চাই

-আমীরুল ইসলাম মাষ্টার
ভায়ালক্ষীপুর, চারঘাট
রাজশাহী।

মহান আল্লাহ খালেক মালেক
সৃজন পালন ধ্বংসকারী
উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর
করে দিলেন হুকুম জারী।
আল্লাহ্র রজ্জু হাতে দাঁতে
ধরে থাকো শক্ত করে
তবেই হবে উন্নতি যে
ইহকাল ও পরপারে।
হয়ো না কেউ বিচ্ছিন্ন যে
দু'দিনের এই পৃথ্বী মাঝে
তবেই হবে কামিয়াব
ইহলোকে সকল কাজে।
এক আল্লাহ্ এক রাসূল মানে
এক কা'বা এক কুরআন তাই
মুসলিম উম্মাহ তার ভিতরে
কোন বিভেদ ফের নাই।
আল্লাহ্র কথা ভুলে গেল
বিশ্বে যখন মুসলিম জাতি
ঐক্য ভেঙ্গে শুরু হ'ল
দন্দ-বিভেদ আত্মঘাতী।
নবী-রাসূল, ছাহাবীগণ
ধরায় যখন রইল না কেউ
তখনই তো শুরু হ'ল
মাযহাব ফেরকার তরঙ্গ-ঢেউ।
কেউ হানাফী কেউ বা শাফেঈ
কেউ মালেকী, হাম্বলী
কেউ খারেজী, কেউ রাফেযী
দল মেনে যার পথ চলি।
তাই তো গেল ঐক্য ভেঙ্গে
গেল সমাজ রাষ্ট্র যে
আল্লাহ্র হুকুম ছেড়ে দিলে
রক্ষা করবে এবার কে?
আখেরী নবীর উম্মাত মোরা
সকল সৃষ্টিই আল্লাহ্র দাস
আল্লাহ ও নবীর হুকুম মেনেই
ধরাধামে করব বাস।
পীর মুর্শিদ ও গাউছ কুতুব
যত বাবা আউলিয়া
কারো পথেই চলব নাকো
চলব সোজা পথ দিয়া।
একই মোদের পথ প্রদর্শক
সব হুকুমের এক হাকীম
তার দেখানো বেহেশতী পথ
এক ছিরাতুল মুস্তাক্বীম।
কোন মাযহাব ফেরকার মাঝে
নাই যে মোদের পরিচয়
আল্লাহ্র দেয়া নাম যে মোদের
বিশ্ব মাঝে মুসলিম হয়।
আয় ছুটে আয় বিশ্ব মুসলিম
তাওহীদের ঐ ঝাণ্ডা হাতে
এবার আবার ঐক্য গড়ি
চলি সবাই ঐক্য মতে।

ডঃ গালিবের মিশন

-আবু রায়হান ইবনু আব্দুর রহমান
নওদাপাড়া মাদরাসা, সপুরা, রাজশাহী।

এদেশে এখনো ওৎপেতে আছে
ধূর্ত শিয়ালের ঝাঁক,
কত মীরজাফর বিন উবাই
হেথায় করে বাস।
সবখানে হিংস্র হায়েনার দাঁত
ক্রোধে করছে গরগর!
কখন জানি মটকে দেয়
কে জানে কার ঘাড়।
বিষধর ফণী ফণা তুলে আছে
করছে সদা ফোঁস ফোঁস,
শত দংশন করেও ওরা
দিচ্ছে অন্যের দোষ।

ওদের ভয়ে আতংকিত সবে
লুকিয়ে ঘরের কোনে,
এদেশের স্বাধীনতা ওরা
নিতে চাইছে কেড়ে।
কেউ নাই ওদের বিরুদ্ধে
কথা বলবার মত,
সভ্য মানবতা আজ
ওদের কাছে নত।
এমনি সময় ডঃ গালিব
গড়ে তুললেন আন্দোলন,
বিশ্বজুড়ে দেখতে পাই আজ
তারই সুন্দর সমীরণ।
ডঃ গালিবের মিশন হ'ল
অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়া,
কুরআন-সুন্নাহ্র ভিত্তিতে
সুশীল সমাজ গড়া।
দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে
তিনি সদা সোচ্চার,
নয়ন ভরে স্বপ্ন দেখেন
আদর্শ দেশ গড়ার।
আহলেহাদীছ আন্দোলন
তাঁরই গড়া মহৎ সংগঠন,
তাই বুঝি বাতিল শক্তি
করেছে তাঁকে আক্রমণ।
ভয় পাননি ডঃ গালিব
বীর পুরুষ নির্ভীক,
থমকে যায়নি তাঁর এ মিশন
কাজ চলছে দৈনিক।
তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরী
ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন,
কাঁধে নিয়েছেন দায়িত্ব
চলছে সবি আগের মত
রহম আছে আল্লাহ্র।
***

আত-তাহরীক

(একটি সনেট কবিতা)

- মাহবূবুল হক
প্রাণীবিদ্যা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

চিরজাগ্রত থাক হে 'আত-তাহরীক'
সত্য-ন্যায় প্রকাশে তুমি সদা নির্ভীক
হকের সুরভী ছড়িয়ে বিশ্বভুবনে
মুখর মিথ্যা কুহেলিকা উদঘাটনে
দুর্বার তুমি, নিরপেক্ষতার প্রতীক॥
স্পর্শে তোমার, ভ্রান্ত পথের বহুজন
পেল খুঁজে ছহীহ হাদীছের দর্শন
বাতিলের ভীড়ে তুমি উজ্জ্বল মানিক॥

ধর্মের ধ্বজাধারীরা আজ বড় ত্রস্ত
তোমার দিকে তুলে ধরে খড়্গহস্ত
নও তুমি জঙ্গীবাদের পৃষ্ঠপোষক
মূল ইসলামের একমাত্র ধারক
সহসা যাবে না হারিয়ে কালের স্রোতে
যুগ যুগ ধরে ওদের জবাব দিতে॥
***

ঈদের আনন্দ

-এফ,এম, নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া
গোপালগঞ্জ।

ঈদের আনন্দ অন্তরেতে
বাহিরে কোলাহল,
খুশীর দিনে সবাই মিলে
ঈদগাহেতে চল।
ফিরনী পায়েশ গোশত পোলাও
আজকে সবার ঘরে,
ঈদের দিনে খুশীর জোয়ার
সবারই অন্তরে।
ঈদের দিনে দেখা মিলে
স্বজন-বন্ধুর সাথে,
ঈদ মোবারক সবাইকে আজ
দিলাম আমি লিখে।
***

ঈদের চাঁদ

বিরামপুর, দিনা

ঐ সুদূরে নির্জনপুরে
প্রদীপ জ্বালো নিশি,
নীল সাগরে আকাশের অধরে
দেখতে মিষ্টি হাসি।
আছি বসি তোমায় দেখতে হে শশী
তোমার গভীরে মিশে আছে খুশী এ খুশী নয় একদিনের বেশী
এসো তাড়াতাড়ি আনন্দের হাত ধরি।
১১ মাস আস যাও, এত মূল্য কি পাও
যা পাও এ মাসে?
সবাইকে আলো দাও, বিনিময়ে কি নাও
তোমার ত্যাগ কি লেখা আছে ইতিহাসে?
বছরে দু'দিন বরণ করি তোমায়, ভালবেসে থাকি পাশে
কিছুক্ষণ অতি প্রিয় হও,
যাও যখন বরণ শেষে, বলি যাবে কেন এক্ষুণি এসে
ভাল করে দেখি একটু দাঁড়াও॥
আজ তোমার অসীম শৌর্য দেবে সবাইকে হর্ষ
সবার ঘরে আনবে প্রকৃত সুখ,
তুমি গগনে ছড়াবে মাধুর্য, ঈদে বাড়াবে সৌন্দর্য
অনিমেষ দেখবে সবাই তোমার হাসিভরা মুখ॥
***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী)-এর সঠিক উত্তর

১। পৌত্র ২। ৫ম

৩। $= Dollar, Re= Rupee.

৪। Do you Love me? ৫। IV.

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।

২। ভোলা।

৩। যমুনা রেলসেতু।

৪। কমলাপুর রেলস্টেশন।

৫। বায়তুল মুকাররম জামে মসজিদ (ঢাকা)।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধার আসর)

১। তিন অক্ষরে ফলের নাম সকলেই খায়
মাঝের অক্ষর বাদ দিলে সময় বুঝায়।

২। চার অক্ষরের একটি শব্দ মানুষের নাম হয়
প্রথম দু'অক্ষর বাদ দিলে শরীরের অঙ্গ বুঝায়।

৩। তিন অক্ষরের নামটি মোর জলে থাকি আজীবন
শেষ দু'অক্ষর বাদ দিলে হই সবচেয়ে আপনজন।

৪। তিন অক্ষরের এমন একটি নাম বলে দিন
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে হবে খুশীর দিন।

৫। তিন অক্ষরে নামটি মোর থাকি জ্ঞানীজনের সাথে
মাঝের অক্ষর বাদ দিলে অল্প বুঝায় তাতে
শেষের অক্ষর বাদ দিলে হয় কারখানা
সোনামণিদের কাছে আমি খুবিই চেনা।

❒ আবু রায়হান বিন আব্দুর রহমান
সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক, সোনামণি 'গোলাপ' শাখা
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বৃহত্তম)

১। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ঘণ্টা কোন্টি?

২। বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাঁধ কোন্টি?

৩। বিশ্বের সবচেয়ে বড় পর্বত কোন্টি?

৪। বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিমানবন্দর কোন্টি?

৫। বিশ্বের সবচেয়ে বড় মহাসাগর কোন্টি?

❒ হাফেয হাবীবুর রহমান
প্রচার সম্পাদক, সোনামণি মারকায শাখা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী ৬ অক্টোবর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য সকাল ৭-টায় ডাঙ্গীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি রামাযানের ছিয়ামের গুরুত্ব এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেন সোনামণি রাজশাহী যেলার সহ-পরিচালক আরীফুল ইসলাম। প্রশিক্ষণে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি আরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র মসজিদের ইমাম হাশেম হালী। কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুসাম্মাৎ খুরশিদা খাতুন।

উত্তর নওদাপাড়া, রাজশাহী, ১২ অক্টোবর বুধবারঃ অদ্য সকাল ৭-টায় উত্তর নওদাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দান করেন মারকায শাখার প্রচার সম্পাদক হাফেয হাবীবুর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র মসজিদের ইমাম আবু নু'মান বিন আব্দুর রহমান এবং কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি শেফালী খাতুন।

মধ্য ভুগরইল, রাজশাহী ১৬ অক্টোবর রবিবারঃ অদ্য সকাল ৭-টায় মধ্য ভুগরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি সোনামণিদেরকে ছালাত, ছিয়াম ও সালাম বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দান করেন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস, অত্র মসজিদের ইমাম বেলালুদ্দীন ও নওদাপাড়া মাদরাসার ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র শিহাবুদ্দীন। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন অত্র মসজিদের মক্তব পরিচালক সাইফুল ইসলাম এবং কুরআন তিলাওয়াত করে ছোট্ট সোনামণি শুকতারা সুলতানা। প্রশিক্ষণ শেষে সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথক পৃথক শাখা গঠন করা হয়।

নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ২রা সেপ্টেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বিকাল ৩-টায় রাঘবিন্দ্রপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা আনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে সোনামণি বালক-বালিকা ও তাদের অভিভাবক সহ প্রায় দেড় শতাধিক সুধীর উপস্থিতিতে সমাবেশ মুখরিত হয়ে ওঠে। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি তাঁর বক্তব্যে সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। সমাবেশে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মাহবুবুর রহমান, জাগরণী পেশ করে রাকীবুল ইসলাম এবং পরিচালনা করে আহসান হাবীব।

একইদিন বাদ মাগরিব সেখানে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি সালাম, ছালাত, আদব-কায়দা সহ বিভিন্ন বিষয়ে সোনামণিদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন। প্রশিক্ষণ শেষে সোনামণিদের আলোচিত বিষয়ের উপর মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

দুর্নীতিতে ৫ম বারের মত চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল' (টিআই)-এর জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশ এ বছরও দুর্নীতিতে সারা বিশ্বে শীর্ষস্থান দখল করেছে। ২০০১ সাল থেকে এ পর্যন্ত টানা পঞ্চমবারের মত বাংলাদেশ বিশ্বের 'সেরা দুর্নীতিবাজ' রাষ্ট্রের এই খেতাব অর্জন করে রেকর্ড গড়েছে। তবে এ বছর বাংলাদেশের সাথে দুর্নীতিতে যৌথভাবে শীর্ষস্থানে রয়েছে আফ্রিকার দেশ চাদ। গত বছর দুর্নীতিতে বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে শীর্ষস্থান লাভ করেছিল যে হাইতি সেও এবার দুর্নীতি কিছুটা কমিয়ে ১৫৯টি দেশের মধ্যে ১৫৫ তম অবস্থানে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু গত ৫ বছর ধরে বাংলাদেশ সারা বিশ্বের মধ্যে দুর্নীতিতে একই অবস্থানে রয়ে গেছে।

গত ১৮ অক্টোবর দুপুর সাড়ে ১২-টায় দুর্নীতি বিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল'-এর সদর দফতর জার্মানীর বার্লিন থেকে দুর্নীতির ধারণাপত্রের এই বার্ষিক বিশ্বসূচক প্রকাশ করা হয়। টিআই-এর সহযোগী সংস্থা 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল অব বাংলাদেশ' (টিআইবি) ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবে আনুষ্ঠানিকভাবে এই রিপোর্ট প্রকাশ করে।

বিশ্বের ২০১টি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের মধ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এ বছর ১৫৯টি দেশের দুর্নীতির ধারণাসূচক প্রকাশ করেছে। বাকী ৪২টি দেশের প্রয়োজনীয় তথ্য টিআই যোগাড় করতে পারেনি। টিআই মূলতঃ শীর্ষস্থানীয় কিছু আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, বহুজাতিক কোম্পানীর নির্বাহী, সাংবাদিক, কূটনীতিবিদ, বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট দেশ সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও মতামত নিয়ে এই ধারণাসূচক তৈরী করে। এজন্য ১০ নম্বরের একটি স্কেল নির্ধারণ করা হয়েছে। এই স্কেল অনুযায়ী ৫-এর নীচে প্রাপ্ত দেশগুলি দুর্নীতিগ্রস্ত, ৩-এর নীচে প্রাপ্তরা অধিক দুর্নীতিগ্রস্ত এবং ৫-এর ওপরে প্রাপ্ত দেশগুলি কম দুর্নীতিগ্রস্ত। সেই হিসাবে বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ দেশই অধিক দুর্নীতিগ্রস্ত, যার বেশীরভাগ আফ্রিকা ও এশিয়ায়। রিপোর্টে বলা হয়, দুর্নীতির সাথে দারিদ্রের সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে এবং দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলিই বেশী দরিদ্র। এ বছর সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত ১০টি দেশের তালিকায় (পয়েন্ট অনুযায়ী) রয়েছে যথাক্রমে বাংলাদেশ (১.৭), চাদ (১.৭), তুর্কমেনিস্তান (১.৮), মায়ানমার (১.৮), হাইতি (১.৮), নাইজেরিয়া (১.৯), ইকুয়েটোরিয়াল গিনি (১.৯), আইভরি কোস্ট (১.৯), এ্যাঙ্গোলা (২.০) ও তাজিকিস্তান (২.১)।

বিশ্ব বাণিজ্য-বিনিয়োগ পরিবেশ সূচকে বাংলাদেশ ১১০ নম্বরে

দুর্নীতি, অদক্ষ আমলাতন্ত্র, অস্থিতিশীল নীতি, সরকারের সিদ্ধান্তহীনতা, অবকাঠামোর অভাব ইত্যাদি কারণে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্য-বিনিয়োগ পরিবেশ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান গত বছরের তুলনায় ৮ ধাপ পিছিয়ে ১১০ নম্বরে নেমে গেছে। প্রতিবেশী ভারত ৫৫ থেকে ৫ ধাপ এগিয়ে ৫০-এ এবং পাকিস্তান ২২ ধাপ এগিয়ে ৯১ থেকে ৮৩-তে উঠে এসেছে। বিশ্বের ১১৭টি দেশের প্রথম সারির কোম্পানীগুলির প্রধান নির্বাহীদের মতামতের ভিত্তিতে প্রস্তুত 'গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস রিপোর্ট ২০০৫-০৬'-এ এই তথ্য জানানো হয়েছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) এবং বাংলাদেশে বেসরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ' (সিপিডি) এ জরিপ পরিচালনা করে।

গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস রিপোর্টে দেখা যায়, সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের সূচকে এবং এর উপ-সূচক দুর্নীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান পৃথিবীর সর্বনিম্নে অর্থাৎ ১১৭ নম্বরে। গত বছর এ দু'টি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১০৪ নম্বরে। 'কান্ট্রি ক্রেডিট রেটিং'-এ বাংলাদেশের অবস্থান ৭৯ থেকে ৮৬-তে নেমে গেছে। এগুলির সাথে সরকারের ব্যয়/অপচয় সূচক ৭৫ থেকে ৮৫-তে নেমে যাওয়ায় সামগ্রিক সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান এতটা নীচে নেমে যায়।

উল্লেখ্য, কমপক্ষে ১০ কোটি টাকা বিনিয়োগকারী বিভিন্ন খাতের ৯৩টি দেশী-বিদেশী শীর্ষ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এ প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে।

তিন মাসে সারাদেশে ৯৪৫ জন খুন

চলতি বছরের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিন মাসে সারাদেশে মোট ৯৪৫টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এর মধ্যে সামাজিক সহিংসতার কারণে খুন হয়েছে ৬৫৫ জন। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ২০ জনকে। ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১২৬ জন। যার মধ্যে ৭৩ জন নারী এবং ২৪ জন শিশু। তিন মাসে বিভিন্ন নির্যাতনে সাংবাদিক আহত হয়েছে ৯৫ জন। বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের জরিপ রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, শুধু সেপ্টেম্বর মাসেই বিভিন্ন সামাজিক সহিংসতায় নিহত হয়েছে ৩১৬ জন। স্বামীর নির্যাতনে ২২ জন স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ-এর গুলীতে নিহত হয়েছে ১১ জন। সেপ্টেম্বরে চিকিৎসকের অবহেলায় ১৫ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। জেল-হাজতে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। এছাড়া এক মাসে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ঘটেছে ৫৮৮ জনের। যৌতুকের দাবীতে খুন হয়েছে ২৫ জন। বোমা হামলায় মারা গেছে ৫ জন। গণপিটুনিতে মারা গেছে ২৫ জন। সেপ্টেম্বর মাসে র‍্যাবের সাথে ক্রসফায়ারে ৭ জন, পুলিশের ক্রসফায়ারে ৭ জন এবং পুলিশের সাথে বন্দুক যুদ্ধে মারা গেছে ১৮ জন।

মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায়, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছে ৬৯ জন। ৩৩ জন রাজনৈতিক নেতা-কর্মী হত্যার শিকার হয়েছেন। সীমান্তে বিএসএফ-এর হাতে নিহত হয়েছে ৩৩ জন।

এদিকে মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার' জানিয়েছে, চলতি বছরের জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে সারাদেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের হাতে ৩২৪ জন নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে 'র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন' (র‍্যাব) কর্তৃক ৭৮ জন, পুলিশ কর্তৃক ২২৩ জন, চিতা-কোবরা কর্তৃক ৩ জন এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক নিহত হয়েছে ২০ জন। উল্লিখিত ৩২৪ জনের মধ্যে ২৮৩ জনই ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছে।

পরীক্ষার খাতায় নম্বর কম দেয়ায় রাবি'র দুই শিক্ষক নিষিদ্ধ

প্রতিহিংসা ও হীন স্বার্থ চরিতার্থে একটি ব্যাচের শিক্ষার্থীদের কল্পনাতীত কম নম্বর দেয়ায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর বদরুদ্দীনকে আজীবন এবং প্রফেসর খোরশেদুযযামানের উপর আট বছর সব রকম পরীক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রাবি প্রশাসন। গত ৪ অক্টোবর রাতে সিণ্ডিকেটের ২৯৪তম সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জানা গেছে, ১৯৯৯ সালের এলএলবি (সম্মান)

পরীক্ষার একটি পত্রে আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া নামে এক ছাত্র কম নম্বর পায়। ফলে সে বাদী হয়ে আদালতে মামলা দায়ের করলে সুপ্রিম কোর্ট রাবিকে তার খাতা পুনর্মূল্যায়নের নির্দেশ দেন এবং ২০ হাযার টাকা জরিমানা করেন। খাতা পুনর্মূল্যায়নের পর ঐ ছাত্র অনার্সে প্রথম শ্রেণী পায়। গত মাসে রাবি প্রশাসন ঐ ছাত্রের হাতে জরিমানার ২০ হাযার টাকাও তুলে দিয়েছে।

দু'বাংলাদেশী ছাত্রের কৃতিত্ব

সম্প্রতি সঊদী আরবের পবিত্র মক্কায় আন্তর্জাতিক হিফয, ক্বিরাআত ও তাফসীর প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের দশ বছর বয়সের দু'হাফেয দ্বিতীয় ও পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে। মুসলিম বিশ্বের ৪৫টি দেশের অসংখ্য প্রতিযোগীর মধ্যে ঢাকার ডেমরা থানার দনিয়ার 'বায়তুর রাসূল তাহফীযুল কুরআন ইনষ্টিটিউট'-এর ছাত্র হাফেয ফয়ছাল আহমাদ ৩০ পারা হিফয প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় এবং গুলশান থানার শাহজাদপুরের 'ইন্টারন্যাশনাল তাহফীযুল কুরআন মাদরাসার' ছাত্র হাফেয ফারূক আসলাম পঞ্চম স্থান লাভ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে।

বাংলাদেশে দুই কোটি ২৬ লাখ লোক উদ্বাস্তু হবে

আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সারাবিশ্বের ৫ কোটি লোক বাস্তুহারা হবে বলে আশংকা করছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘের ভাষ্য মতে, এদের মধ্যে ২ কোটি ২৬ লাখ লোক বাস্তুচ্যুত হবে বাংলাদেশে। গত ১২ অক্টোবর দুর্যোগ প্রশমন দিবসে জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বজুড়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এবং বন্যা, মরুকরণ এসব কিছুর কারণেই এই কয়েক কোটি মানুষ আশ্রয়চ্যুত হবে।

জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে যে, বিশ্বে যুদ্ধ বা সংঘাতের জন্য যত লোককে বাস্তুহারা হ'তে হয়েছে তার চেয়ে বেশীসংখ্যক লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছেন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে।

দেশের ৯০ শতাংশ লোক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা বঞ্চিত

দেশের মোট জনসংখ্যার ৬০ ভাগ মানুষ এখনো হাতুড়ে ডাক্তারদের কাছে চিকিৎসা সেবা নিতে যায়। অন্যদিকে প্রতি ২ হাযার মানুষের জন্য মাত্র একজন সরকারী চিকিৎসক রয়েছে। এছাড়া দেশের ৯ কোটি মানুষ চিকিৎসা সেবা থেকে প্রায় বঞ্চিত রয়েছে। সরকারী স্বাস্থ্য খাতে বছরে মাথাপিছু মাত্র ৩৭০ টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু এই ৩৭০ টাকাও যথাযথভাবে ব্যয় হয় না। 'বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা'র সুপারিশ মতে, বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে যেখানে মাথাপিছু বছরে প্রায় ২২৫০ টাকা ব্যয় করার কথা, সেখানে মাত্র ৩৭০ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। বেসরকারী উদ্যোগে যদিও উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তরা কিছুটা চিকিৎসা পাচ্ছে, বাকীরা বিনা চিকিৎসায় বছরের পর বছর রোগাক্রান্ত হয়ে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে।

সরকারী সূত্র মতে, দেশে বর্তমানে ৩৫ হাযার রেজিস্টার্ড চিকিৎসক ও ১৯ হাযার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স রয়েছে। প্রায় ১৪ কোটি মানুষের জন্য সব মিলিয়ে মাত্র ১ লাখের মত চিকিৎসক রয়েছেন। অন্যদিকে জাতীয় বাজেটের মাত্র ১০ শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

ফুলবাড়ি খনিতে বছরে দেড় কোটি টন কয়লা পাওয়া যাবে

ফুলবাড়ী কয়লা ক্ষেত্রের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও খনি উন্নয়ন পরিকল্পনা সরকারের কাছে জমা দিয়েছে 'এশিয়া এনার্জি কর্পোরেশন'। এ সমীক্ষা রিপোর্ট অনুমোদন হ'লেই দেশের প্রথম 'ওপেন কাট' কয়লা খনির উন্নয়ন কাজ শুরু হবে। এ কয়লা প্রকল্পে লণ্ডনভিত্তিক এশিয়া এনার্জি ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে। সরকারের কাছে পেশকৃত রিপোর্ট অনুযায়ী ফুলবাড়ী কয়লা খনি থেকে ৩০ বছরের বেশী সময় ধরে বার্ষিক দেড় কোটি টন (১৫ মিলিয়ন টন) করে উন্নতমানের কয়লা উৎপাদিত হবে। যদিও উত্তোলিত কয়লার মাত্র ৬ শতাংশের মালিক হবে সরকার। বাকী ৯৪ শতাংশ কয়লার বিক্রিত অর্থ পাবে 'এশিয়া এনার্জি'। অবশ্য বাংলাদেশ কয়লা বিক্রি ও রফতানির ক্ষেত্রে কর, রয়্যালিটি, শুল্ক এবং রেল ও বন্দরের ভাড়া বাবদ প্রায় ৪৪ হাযার কোটি টাকার সমপরিমাণ ৭ বিলিয়ন ডলার পাবে বলে জানিয়েছে 'এশিয়া এনার্জির' কর্মকর্তারা।

এশিয়া এনার্জি বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গ্যারি লাই জানান, ১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হয়েছে সম্ভাব্যতা সমীক্ষায়। এটি একটি বিশাল বিনিয়োগ উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা সমীক্ষা চালিয়ে ৫৭২ মিলিয়ন টন কয়লার মজুদ প্রমাণ করেছি। প্রতিবেদনে বলা হয়, খনির মেয়াদকালে এশিয়া এনার্জি মূলধন হিসাবে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ এবং খনির কার্যক্রম পরিচালনার সময় অতিরিক্ত ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করবে। প্রতি টন কয়লার মূল্য ৫০ মার্কিন ডলার হিসাবে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন খাতে ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পাবে। উল্লেখ্য, ফুলবাড়ী কয়লা খনি থেকে দু'ধরনের কয়লা পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছে এশিয়া এনার্জি। ধাতব বা মেটালার্জিকাল এবং তাপীয় বা ফরমাল। উভয় ধরনের কয়লাই উন্নতমানের এবং রফতানীযোগ্য।

কীটনাশক ছাড়াই সবজি উৎপাদন

'ফেরোমন ট্রাপ' সবজির পোকা মারার নতুন ফাঁদ। বাংলাদেশে এই পদ্ধতি এখনো রিসার্চ পর্যায়ে থাকলেও যশোরসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মাঠে মাঠে চাষীরা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে ব্যবহার করছে। এর ফলে সবজিতে কীটনাশক দিতে হচ্ছে না। খরচ হচ্ছে না অতিরিক্ত। সবজির মাধ্যমে মানবদেহে বিষ ঢোকার আশংকাও থাকছে না। ঐ কল হচ্ছে প্লাষ্টিকের কৌটা। কৌটার দুই পাশে ছিদ্র করে তাতে এক ধরনের কেমিক্যাল দেয়া হয়। কিছু দূর পরপর সবজির মাচার উপর কৌটা বসানো হয়। কৌটায় দেয়া কেমিক্যালের গন্ধ হচ্ছে 'ফ্রুড ফ্লাই' বা ফলের মাছি জাতীয় মহিলা পোকার। ঐ গন্ধের টানে কৌটার ভেতরে ঢুকে মারা যায় পুরুষ পোকা। ফলে বেগুন, টমেটো ও করলাসহ বিভিন্ন সবজিতে ফল ছিদ্রকারী পোকা বংশ বৃদ্ধি করতে পারে না। পোকার মিলন না ঘটলে এক পর্যায়ে মহিলা পোকাও মারা যায়। কীটনাশক বিহীন সবজি উৎপাদনের জন্য নতুন এই পদ্ধতির একটি প্রকল্প বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ের আইপিএমসিআরএসপি হাতে নিয়েছে।

পরীক্ষামূলকভাবে এই পদ্ধতি চালু করা হয় সর্বপ্রথম সবজি উৎপাদনে রেকর্ড সৃষ্টির এলাকা যশোরের বাঘারপাড়া উপযেলার বন্দবিলা ইউনিয়নের গাইদঘাট গ্রামের মাঠে। বন্দবিলা গ্রামের সবজি চাষী অমল বিশ্বাস সহ কয়েকজন জানান, তাদের প্রায় ৫ বিঘা জমিতে এবার 'ফরোমন ট্রাপ' ব্যবহার করে ২শ' ৩০ মণ মিষ্টি কুমড়া উৎপাদিত হয়েছে। আর ঐ পদ্ধতি ব্যবহার না করে একই এলাকার তপন বিশ্বাস সাড়ে ৩ বিঘা জমিতে মাত্র ৬০ মণ মিষ্টি কুমড়া পেয়েছেন।

সারাবিশ্বে বিস্ফোরণ আকারে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ছে

বিশ্বব্যাপী ডেঙ্গু সংক্রমণ যেভাবে বিস্ফোরণ আকারে ছড়িয়ে পড়ছে তা প্রচলিত প্রতিরোধ পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। ডেঙ্গুর ভাইরাস বহনকারী এডিস মশা এখন নগরীগুলির পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে তাদের বংশ বৃদ্ধি করছে। সিঙ্গাপুরের বিশেষজ্ঞদের একটি প্যানেল গত ১ অক্টোবর একথা জানায়। এশিয়ায় প্রায় সকল দেশের সরকার এই ভাইরাস নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র এডিস মশাই এর ভাইরাস বহন করে। সিঙ্গাপুরে এ বছর ১১ হাযার ডেঙ্গু রোগীর সন্ধান পাওয়া গেছে। ২০০৪ সালে এই রোগীর সংখ্যা ছিল ৯ হাযার ৪শ' ৫৯ জন। মালয়েশিয়ায় ২৮ হাযার লোক এই রোগে আক্রান্ত হবার খবর পাওয়া গেছে। এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছে ৭১ জন। এক বছর আগের তুলনায় এই সংখ্যা ২৫ শতাংশ বেশী। ফিলিপাইন এবং থাইল্যাণ্ডেও প্রচুর সংখ্যক লোক ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে।

ফ্রান্সের পাসটিয়ার ইন্সটিটিউটের সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ পাউল রেইটার বলেছেন, ডেঙ্গু অস্ত্র সজ্জিত 'গেরিলা' মশা বর্তমান বিশ্বের নতুন শত্রু হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে দেড় কোটি লোক মারা যেতে পারে

জাতিসংঘের একজন শীর্ষস্থানীয় স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন, যে কোন সময় নতুন করে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞ ডঃ ডেভিড নাবারো বলেন, এশিয়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া বার্ড ফ্লু নিয়ন্ত্রণে আনার উপর অনেকাংশে নির্ভর করছে নতুন করে ইনফ্লুয়েঞ্জার বিস্তার ঘটবে কি-না। তিনি বলেন, নতুন করে ইনফ্লুয়েঞ্জার বিস্তার ঘটলে তাতে ৫০ লাখ থেকে দেড় কোটি লোক প্রাণ হারাতে পারে। তিনি বলেন, আমরা আশংকা করছি যে হারে বার্ড ফ্লু'র বিস্তার ঘটছে তাতে যেকোন সময় পৃথিবীতে নতুন করে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী দেখা দিতে পারে।

এঞ্জেলা মারকেল জার্মানির প্রথম মহিলা চ্যান্সেলর নির্বাচিত

সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে জার্মানীর রক্ষণশীল দল 'খ্রিষ্টিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন' (সিডিইউ)-এর নেত্রী এঞ্জেলা মারকেলকে জার্মানীর চ্যান্সেলর ঘোষণা করা হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী গেরহার্ড শ্রোয়েডার শেষ পর্যন্ত চ্যান্সেলর পদ ছেড়ে দিতে রাযী হওয়ায় এই জটিলতার নিষ্পত্তি হ'ল।

উল্লেখ্য, গত ১৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত জার্মানীর ৬১৪ আসন বিশিষ্ট পার্লামেন্ট নির্বাচনে তার দল ২২৬টি আসনে জয়লাভ করে। পক্ষান্তরে চ্যান্সেলর গেরহার্ড শ্রোয়েডারের নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন 'সোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টি' (এসপিডি) পায় ২২২টি আসন। এই দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে আসন প্রাপ্তির ব্যবধান দাঁড়ায় মাত্র ৪টি। কিন্তু কোন দলই সরকার গঠনের মত প্রয়োজনীয় ৩০৮টি আসন লাভ করতে পারেনি। আরো উল্লেখ্য, এঞ্জেলা শুধু জার্মানীর প্রথম মহিলা চ্যান্সেলরই নন, তিনি পূর্ব জার্মানীতে জন্মগ্রহণকারী প্রথম কোন রাজনীতিকও।

শত বছরের ১২টি ভয়াবহ ভূমিকম্প

গত ১শ' বছরের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্পটি আঘাত হানে গত বছর ২৬ ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার বান্দা আচেহ প্রদেশে। ইন্দোনেশীয় দ্বীপ সুমাত্রা থেকে দূরে সমুদ্রের তলে রিখটার স্কেলে ৯ মাত্রার এই ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হানে। এতে ভারত মহাসাগর জুড়ে ভয়াবহ সামুদ্রিক জলোচ্ছাস সুনামির সৃষ্টি হয়। এই সুনামির আঘাতে ইন্দোনেশিয়া ও শ্রীলংকাসহ এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশে ২ লাখ ২০ হাযারেরও বেশী মানুষের মৃত্যু হয়। ২০০৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর ইরানের বাম নগরীতে ৬.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে কমপক্ষে ৩১ হাযার ৮৮৪ জনের মৃত্যু হয়। আহত হয় ১৮ হাযার মানুষ। ১৯৯০ সালের ২০ জুন একই দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ৭.৭ মাত্রার আরেকটি ভয়াবহ ভূমিকম্পে ৪০ হাযারেরও বেশী মানুষ নিহত হয়। চীনের হিসাবই প্রদেশের তাংশান শহরে ১৯৯৬ সালের ২৮ জুলাই রিখটার স্কেলে ৭.৮ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে। এতে ২ লাখ ৪২ হাযার মানুষের মৃত্যু ঘটে। আহত হয় ১ লাখ ৬৪ হাযার মানুষ। ১৯৭০ সালের ৩১ মে পেরুর হুসাকানানে ৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্প ও এর কারণে হিমবাহ গলে ৬৬ হাযার ৮০০ মানুষের মৃত্যু হয়। ১৯৩৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর তুরস্কের এরজিনকানে ৮ মাত্রার ভূমিকম্পে ৩৫ থেকে ৪০ হাযার লোকের মৃত্যু হয়। ১৯৩৫ সালের ৩০ মে তৎকালীন ভারতবর্ষের কোয়েটায় ৭.৬ মাত্রার ভূমিকম্পে ৫০ হাযারের বেশী মানুষ নিহত হয়। ১৯২৭ সালে চীনের গাংসু নাসসান প্রদেশে ৮ মাত্রার দু'টি ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হানে। এর মধ্যে ২৩ মে'র ঘটনায় ৮০ হাযার লোক নিহত হয়। এর আগের দিন ২২ মে নিহত হয় ২ লাখেরও বেশী মানুষ। ১৯২০ সালের ১৬ ডিসেম্বর চীনের নিংঝিয়া প্রদেশে আঘাত হেনেছিল আরেকটি ভয়াবহ ভূমিকম্প। ৮ দশমিক ৫ মাত্রার এই ভূমিকম্পে ২ লাখ ৩৫ হাযারেরও বেশী লোক নিহত হয়। জাপানের ইকোহামা শহরে ১৯২৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর ৮ দশমিক ২ মাত্রার ভূমিকম্পে ও এর সৃষ্ট দাবানলে ১ লাখ ৪০ হাযারেরও বেশী মানুষ নিহত হয়েছিল। ১৯০৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর ইটালীর মেশিনায় ৭ দশমিক ৫ মাত্রার ভূমিকম্প ও এর থেকে সৃষ্ট জলোচ্ছাসে কমপক্ষে ৮৩ হাযার মানুষ নিহত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে অপরাধের চালচিত্র

এক সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে গত ১ বছরে সন্ত্রাস ও বিষয় সম্পত্তিজনিত ১ কোটি ৪০ লক্ষ অপরাধের ঘটনা ঘটেছে। বিশ্বের অন্য কোন দেশে এত অধিক অপরাধের ঘটনা ঘটেছে কি-না তা জানা যায়নি। তার পরেও বলা হচ্ছে এই অপরাধ প্রবণতা আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। যদিও অনেক অপরাধের খবর অপ্রকাশিতই থেকে যায়। রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত ৩ দশকের মধ্যে এই হার তুলনামূলকভাবে কম। অনুরূপ একটি জরিপে দেখা গেছে, ব্যক্তি বিশেষের উপর হামলার মাত্র অর্ধেক কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করা হয় আর বাদ বাকী থেকে যায় অজ্ঞাত। 'ব্যুরো অব জাস্টিস'-এর এক পরিসংখ্যানে ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন, ডাকাতি কিংবা প্রহারের ৫২ লক্ষ ঘটনা এবং বিভিন্ন ধরনের চুরিসহ প্রায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধের ঘটনা নিবন্ধিত করা হয়েছে।

গরীব দেশের ঋণ মওকুফের ব্যয় বহন করবে জি-৮

পৃথিবীর ৮টি শিল্পোন্নত রাষ্ট্রকে নিয়ে গঠিত 'গ্রুপ অব এইট' (জি-৮) বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র ১৮টি দেশের ঋণ মওকুফ পরিকল্পনায় অর্থ যোগান দিতে অঙ্গীকার করেছে। ২৩ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে এক বৈঠক শেষে জি-৮'-এর অর্থমন্ত্রীরা ঐ ১৮টি অনুন্নত দেশের ঋণ মওকুফের ফলে যে আর্থিক ক্ষতি হবে তা তাদের নিজস্ব অর্থ দিয়ে পুষিয়ে নেয়ার অঙ্গীকার করেন।

এর আগে জুলাইতে জি-৮ ভুক্ত ৮টি দেশ ১৮টি দেশের ৪ হাযার কোটি ডলার ঋণ মওকুফের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তাদের এ প্রতিশ্রুতি কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় এ ব্যাপারে আলোচনার উদ্দেশ্যে 'বিশ্ব ব্যাংক' ও 'আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল' (আইএমএফ) বৈঠকে বসার প্রাক্কালে জি-৮ এই অর্থ প্রদানের প্রস্তাব করল। ৮টি শিল্পোন্নত দেশ রাশিয়া, বৃটেন, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রীরা সুদ ও আসলসহ সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানে সম্মত হয়।

জি-৮ ভুক্ত দেশসমূহ যে ৪ হাযার কোটি ডলার ঋণ মওকুফের অঙ্গীকার করেছে, তার অধিকাংশই বিশ্ব ব্যাংকের। বাকী ঋণ প্রদান করেছে 'আইএমএফ' ও 'আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক'। এদিকে যে ১৮টি দেশের ঋণ মওকুফের পরিকল্পনা করা হয়েছে, তারা বিশ্বের দরিদ্রতম দেশ এবং এদের অধিকাংশই আফ্রিকার।

হারিকেন স্ট্যানে বিপর্যস্ত মধ্য আমেরিকার কয়েকটি দেশ

হারিকেন ক্যাটরিনা এবং রিটায় যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গরাজ্যের উপকূলীয় এলাকা মারাত্মকভাবে লণ্ডভণ্ড হবার পর গত ৪ অক্টোবর হারিকেন স্ট্যানে বিপর্যস্ত হয়েছে মধ্য আমেরিকার কয়েকটি দেশের উপকূলভাগের বিস্তীর্ণ এলাকা। মেক্সিকো উপকূলে আঘাত হানা সামুদ্রিক ঝড় 'স্ট্যান' ছিল ১ ক্যাটাগরির। সামুদ্রিক ঝড়টি এক পর্যায়ে দুর্বল হয়ে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড়ে পরিণত হবার সময় এর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১৩০ কিলোমিটার। এর আঘাতে মেক্সিকোর ভেরাক্রুজ, আলভারাদো ও মন্টেপিও বন্দরগুলি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঝড়ের প্রচণ্ড ঝাপটায় ভেরাক্রুজ এলাকায় অসংখ্য বৃক্ষ রাস্তায় ভেঙ্গে পড়ে এবং বহু পথঘাট আকস্মিক বন্যার পানিতে ডুবে যায়। ঝড় ও বন্যার প্রভাবে বহু বাড়ীর ছাদও ধসে পড়েছে এবং এর ফলে আহত হয়েছে শিশুসহ বেশ কয়েকজন। মেক্সিকো উপকূলে সৃষ্ট হারিকেন স্ট্যানের ক্ষতিকর প্রভাব এক পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ে গোটা মধ্য আমেরিকায়। মধ্য আমেরিকার গুয়াতেমালা, এল সালভাদর, দক্ষিণ মেক্সিকো, নিকারাগুয়া ও হণ্ডুরাসে হারিকেন স্ট্যান-এর আঘাতে মৃতের সংখ্যা ২১৭ জনে দাঁড়িয়েছে। গৃহহীন হয়েছে লাখ লাখ লোক।

হারিকেন স্ট্যান আঘাত হানার পর থেকে এসব এলাকার পার্বত্য অঞ্চলসমূহে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। এই বন্যায় গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল প্লাবিত হয়ে পড়েছে। সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দরিদ্র ও অনুন্নত এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। স্ট্যানের ফলে সৃষ্ট অবিরাম প্রবল বর্ষণ ও ভূমিধসে অনেক জনপদ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কেবল গুয়াতেমালায়ই ভূমিধস ও কাদা চাপায় ১ হাযার ৫শ'র মত লোক প্রাণ হারিয়েছে। এখানে কোন কোন স্থানে ৪০ ফুট পর্যন্ত পুরু কাদার আস্তরণ জমেছে। উল্লেখ্য, স্ট্যান এ বছরে আটলান্টিকে আঘাত হানা ১০তম হারিকেন।

মুসলিম জাহান

আবুগারীবে বন্দী নির্যাতনের ছবি প্রকাশ করতে আদালতের নির্দেশ

ইরাকের আবুগারীব কারাগারে দখলদার বাহিনী কর্তৃক লোমহর্ষক বন্দী নির্যাতনের বেশকিছু অপ্রকাশিত ছবি প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত। ছবিগুলি প্রকাশিত হ'লে বিদেশে মার্কিন ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হওয়ার যুক্তি দেখিয়ে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এবং তার সরকার এতদিন এগুলির প্রকাশনা বন্ধ করে রেখেছিল। আবুগারীব ও কিউবার গুয়ান্তানামো বন্দী শিবিরে সন্দেহবশত নিরপরাধ মুসলমানদের বিনা বিচারে দীর্ঘদিন আটকে রেখে দখলদার আমেরিকান সৈন্যরা নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে ও হত্যা করছে। এসব নির্যাতনের অনেক ছবি তোলা হ'লেও বুশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপের ফলে তার অধিকাংশই এখনও প্রকাশিত হয়নি। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এই অযৌক্তিক এবং অবৈধ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে 'আমেরিকান সিভিল লিবার্টিস ইউনিয়ন' (এসিএলইউ) নামক একটি বেসরকারী মানবাধিকার গ্রুপ ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে আদালতে মামলা দায়ের করে। দীর্ঘ দু'বছর মামলা চলার পর গত ২৯ সেপ্টেম্বর ডিস্ট্রিক্ট জজ আলভিন কে হেলারস্টেইন প্রদত্ত রায়ে নির্যাতনের ছবি এবং ভিডিও'র মধ্য থেকে বন্দী নির্যাতন সংক্রান্ত ৮৭টি ছবি ও ৪টি ভিডিও টেপ প্রকাশ করার উপর সকল ধরনের সরকারী বিধিনিষেধ ও নিষেধাজ্ঞাকে অবৈধ উল্লেখ করে তা তুলে নিতে বলা হয়। ভবিষ্যতে কর্তৃপক্ষ যেন কোন ধরনের মিথ্যা এবং অযৌক্তিক ওযর-আপত্তি দেখিয়ে এবং মিথ্যা মামলা সাজিয়ে এগুলির প্রকাশনা বন্ধ না করে তার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণেরও নির্দেশ দেওয়া হয়।

মালয়েশিয়া জৈব জ্বালানি তেল ব্যবহার বাধ্যতামূলক করবে

মালয়েশিয়া জ্বালানি তেল হিসাবে জৈব তেলের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করবে। সরকার পাম অয়েল থেকে তৈরী এক প্রকার জৈব তেলের সঙ্গে ডিজেলের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন এক ধরনের জ্বালানি তেল উদ্ভাবনের কথা জানিয়ে বলেছে, ২০০৮ সালের মধ্যে এর ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার পদক্ষেপ ইতিমধ্যে নেয়া হয়েছে। ২০০৮ সাল নাগাদ রাজধানী কুয়ালালামপুর সহ মালয়েশিয়ার পেট্রোল পাম্পগুলিতে নবউদ্ভাবিত এ তেল রাখা বাধ্যতামূলক করা হবে। শিল্প, বনায়ন ও পণ্যমন্ত্রী পিটার চিন গত ৬ অক্টোবর বহুল প্রচারিত 'দ্য ষ্টার' পত্রিকাকে একথা বলেছেন। তিনি বলেন, এই তেল ৯৫ শতাংশ ডিজেল এবং ৫ শতাংশ পাম ওয়েল থেকে তৈরী। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ডিজেলের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনার জন্য সরকার নতুন ব্রেন্ডের তেল বাজারজাত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

রাষ্ট্রীয় পাম অয়েল বোর্ডের পরিচালক বলেছেন, এ তেল রফতানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। এ তেলে কার্বনডাই অক্সাইড নেই সে কারণে এর ব্যবহারে বায়ু দূষণ হবে

না। তাই ব্যবহারকারীরা ধূয়া নির্গমনের কঠোর বিধি-নিষেধের আওতায় পড়বেন না।

উল্লেখ্য, মালয়েশীয় সরকার অভ্যন্তরীণ বাজারে পেট্রোল ও ডিজেল ভর্তুকি দিয়ে এ পর্যন্ত চালিয়ে গেলেও বিশ্ব বাজারে তেলের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় এতদিন বিকল্প জ্বালানির উৎস খুঁজছিল। জৈব তেল আবিষ্কারের ফলে পেট্রোল ও ডিজেলের বিকল্প হিসাবে একে এখন ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে। ২০০৬ সালে এর পরীক্ষামূলক ব্যবহারের ফলে দৈনিক ১০ হাযার ব্যারেল ডিজেলের সাশ্রয় হবে বলে মালয়েশীয় মন্ত্রী জানান।

পাকিস্তানে ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিহত ৫০ হাযার

স্মরণকালের প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পে আযাদ কাশ্মীরে-পাকিস্তানে বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। অর্ধ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে এবং অসংখ্য মানুষ ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়েছে। আহত হয়েছে ৪০ হাযারের ওপর। ভূমিকম্প কবলিত এলাকাগুলিতে আর্ত ও স্বজনহারানো মানুষের আহাজারিতে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। ভূমিকম্পে বাড়ী-ঘরই শুধু বিধ্বস্ত হয়নি, বহু স্থানে রাস্তাঘাট ভূমিধসে বিধ্বস্ত হয়ে সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে ব্যাহত হচ্ছে ত্রাণ তৎপরতা। ভূমিধসে কয়েকটি গ্রাম নীলম নদীতে বিলীন হওয়ায় এই নদীর প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। উদ্ধার কাজ ও ত্রাণ তৎপরতা এখন হেলিকপ্টার ও বিমান নির্ভর হয়ে পড়েছে। এই ভয়াবহ ভূমিকম্প গত ৮ অক্টোবর পাকিস্তানের স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৯-টায় আঘাত হানে। রিখটার স্কেলে ৭ দশমিক ৬ মাত্রার প্রথম ভূমিকম্পটির পর ৫ দশমিক ৪ থেকে ৫ দশমিক ৯ মাত্রায় আরো ৪টি ভূমিকম্প পর পর অনুভূত হয়। অল্পক্ষণের মধ্যে পাঁচবার ভূমিকম্পের দরুন পরিস্থিতি ভয়াবহ ও মারাত্মক হয়ে ওঠে। ইসলামাবাদ থেকে ৬০ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে আযাদ কাশ্মীরের পার্বত্যাঞ্চল ছিল এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সার্ভে এ ভূমিকম্পকে শক্তিশালী ভূমিকম্প হিসাবে উল্লেখ করে বলেছেন যে, ১০ কিলোমিটার গভীরতায় এ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। গত বছর প্রচণ্ড সুনামিতে ইন্দোনেশিয়ায় মারাত্মক ধ্বংসকাণ্ড এবং এবার প্রবল হারিকেনে যুক্তরাষ্ট্র লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়ার পর পাকিস্তানে শত বছরের মধ্যে ভয়াবহতম ভূমিকম্পের এ আঘাত প্রতিবেশী দেশগুলিতেও প্রায় সমভাবে অনুভূত হয়। বিশেষ করে ভারত ও আফগানিস্তানেও এ ভূমিকম্প আঘাত হানে এবং বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়াতেও তা অনুভূত হয়। কিন্তু পাকিস্তানেই ভূমিকম্প প্রলয়ংকরী রূপ ধারণ করে এবং ক্ষয়ক্ষতিও হয় এখানেই ব্যাপক।

এ প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আযাদ কাশ্মীরের মুযাফফরাবাদে। এখানে প্রায় ২০ হাযার লোক নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে লক্ষাধিক। এখানকার ৭০ শতাংশ ঘর-বাড়ী ধ্বংস কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাগ নামে একটি শহর। এ শহর ও তার আশপাশে ৬ থেকে ৭ হাযার লোক নিহত হয়েছে। বাগ যেলার জাগলারী, কুফালগর, হারিগাল ও বানিয়ালি গ্রামের কেউ জীবিত নেই। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ঐতিহাসিক বালাকোট এবং আযাদ কাশ্মীরের রাওয়ালকোট পুরোপুরি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। পাহাড়-পর্বত ঘেরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ব্যাপক এলাকা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে দু'টি বহুতল ভবন বিধ্বস্ত হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মানশেরা যেলায় হতাহতদের মধ্যে দু'টি স্কুল ভবন ধসে ৪ শতাধিক ছাত্র নিহতের মর্মান্তিক ঘটনাও ঘটেছে। এ ভূমিকম্পে পাকিস্তানের ১ হাযার হাসপাতাল ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় হতাহতদের চিকিৎসা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। চিকিৎসা ও সেবার অভাবে প্রতিদিন শত শত মানুষ মারা যাচ্ছে। দুর্গত অঞ্চলে অকাল বৃষ্টির ফলে কনকনে শীত পড়ায় দুর্গতদের দুর্ভোগ আরো বেড়ে গেছে। শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য কম্বল আর তাঁবুর প্রয়োজন। কিন্তু কম্বলের সরবরাহ নেই বললেই চলে।

উল্লেখ্য, এ ভূমিকম্পে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরেও হাযার হাযার লোকের প্রাণহানি ও ৪০ হাযার ৭ শতাধিক ঘরবাড়ী পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়েছে।

ইরাকে তাঁবেদার সরকারের ছত্রছায়ায় নিহতদের অধিকাংশই সুন্নী

ইরাকে গত ২৮ এপ্রিল বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর তাঁবেদার সরকারের ছত্রছায়ায় যত লোক নিহত হয়েছে তার অধিকাংশই সুন্নী। বর্বর এই হত্যাকাণ্ডের শিকার লোকদের একটি হিসাব এখানে তুলে ধরা হ'ল।- ইরাক সরকার, পুলিশ, হাসপাতাল কর্মকর্তা এবং নিহতদের পরিবার ও ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তৈরী এই প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ২৮ এপ্রিল ইরাকের অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়ার পর গত ৫ মাসে অন্তত ৫শ' ৩৯ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এদের মধ্যে ২০৪ জন নিহত হয়েছে বাগদাদে। এদের অনেকেরই পরিচয় অজ্ঞাত। তবে এদের মধ্যে ১শ' ১৬ জন সুন্নী, ৪৩ জন শী'আ ও ১ জন কুর্দী বলে জানা গেছে। নিহতদের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা জানান, সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শী'আ ডেথ স্কোয়াডে তাদের হত্যা করা হয়। পুলিশের পোষাক পরিহিত লোকজন বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করে মরুভূমিতেই ফেলে রাখে। শী'আদের এই বর্বরতার বিরুদ্ধে সুন্নীরা ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। তারা মরিয়া হয়ে উঠছে তাদের অস্তিত্ব রক্ষায়। তাই এখন তারা নিজেদের রক্ষার জন্য শী'আদের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছে।

পাকিস্তানে স্থাপিত হবে সার্ক জ্বালানি কেন্দ্র

সার্ক সদস্য দেশগুলি এই অঞ্চলের জ্বালানি সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং পাকিস্তানে একটি জ্বালানি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একমত হয়েছে। এখানে সার্ক দেশগুলির জ্বালানি মন্ত্রীদের প্রথম বৈঠকে জ্বালানি সেক্টরে বেসরকারী বিনিয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, সার্ক সদস্য দেশগুলি বাণিজ্যিক, অবাণিজ্যিক, নবায়নযোগ্য অথবা নবায়নযোগ্য নয় ইত্যাদি সব ধরনের জ্বালানির উন্নয়ন ও ব্যবহারে সহযোগিতা করবে। এক সরকারী তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, পরিকল্পনা উন্নয়ন, বাণিজ্য,

পরিবহন, তথ্য বিনিময়, সামর্থ্য বৃদ্ধি, বেসরকারী সেক্টরের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ইত্যাদি জ্বালানি সেক্টর সহযোগিতার আওতাভুক্ত হবে।

মালয়েশীয় শহরকে ইসলামিক সিটি ঘোষণা

মালয়েশিয়ার একটি প্রাদেশিক রাজধানীকে 'ইসলামিক সিটি' ঘোষণা করা হয়েছে। এ উপলক্ষে ব্যাপক আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করা হয়। গত ১লা অক্টোবর উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কেলান্তান প্রদেশের রাজধানী কোটা বাহরুকে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামিক সিটি ঘোষণা করা হ'লে শহরবাসী আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠে। আর এর মধ্য দিয়ে কেলান্তানের প্রাদেশিক সরকার কোটা বাহরুকে ইসলামিক শহর ঘোষণা করার যে অঙ্গীকার করেছিল তা বাস্তবায়িত হ'ল।

বালিদ্বীপে বোমা হামলা

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত ইন্দোনেশিয়ার পর্যটন কেন্দ্র বালিদ্বীপে পুনরায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এই দ্বীপে ইতিপূর্বেকার হামলার তিন বছর পর পুনরায় গত ১লা অক্টোবরের রাতের এই হামলায় অন্তত ৩২ জন নিহত এবং শতাধিক আহত হয়েছে। আহত ১০৭ জনের মধ্যে ১৪ জন অস্ট্রেলীয়, ৬ জন দক্ষিণ কোরীয়, ৪ জন মার্কিনী, ৩ জন জাপানী এবং ৪৯ জন ইন্দোনেশীয়।

সমুদ্র তীরবর্তী জিম্বরান ও কুটা এলাকায় মোট তিনটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। প্রথম দু'টি ঘটে জিম্বরান সৈকতের দু'টি রেস্টুরেন্টে এবং অপরটি ঘটে কুটা সৈকতের রাজা নামক একটি রেস্টুরেন্টে। 'জেমাহ ইসলামিয়া' এ হামলার সাথে জড়িত আছে বলে পুলিশ ও গোয়েন্দাদের ধারণা। যদিও কোন পক্ষ থেকেই এখন পর্যন্ত এই হামলার দায়িত্ব স্বীকার করা হয়নি।

উল্লেখ্য, তিন বছর পূর্বে ২০০২ সালের অক্টোবরে এই কুটা এলাকায় সংঘটিত ভয়াবহ হামলায় ২০২ জন নিহত হয়েছিল এবং আহত হয়েছিল ৩০০ জন।

ইসলামী অভিন্ন বাজার সৃষ্টির প্রস্তাব

বিশ্ব ইসলামী অর্থনৈতিক ফোরামের প্রথম সম্মেলন গত ৩ অক্টোবর মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে শেষ হয়। মুসলিম দেশগুলির সমন্বয়ে একটি অভিন্ন ও সাধারণ বাজার গড়ে তোলার আহ্বানের মধ্য দিয়ে ৩ দিন ব্যাপী এই সম্মেলন শেষ হয়। ফোরামের চূড়ান্ত ঘোষণায় এ অভিন্ন বাজার গড়ে তোলার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। ৪৪টি দেশের পাঁচ শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মুসলিম জাতিসমূহের মধ্যে অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সহযোগিতা আরো বৃদ্ধি করার প্রস্তাব দেয়া হয়। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)'র বর্তমান চেয়ারম্যান দেশ মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আহমাদ বাদাবীর নিকট ফোরামের চূড়ান্ত ঘোষণা পেশ করা হয়। ঘোষণায় ৫৭ জাতি ওআইসিকে সদস্য দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধিতে সহায়তাদানের আহ্বান জানানো হয়। এতে আঞ্চলিক ও উপআঞ্চলিক ভিত্তিতে একটি ইসলামিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বা 'ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট' (এফটিএ) গঠনের প্রস্তাব করা হয়। এতে ওআইসিভুক্ত দেশগুলিকে নিয়ে একটি 'বিশ্ব ইসলামিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্পোরেশন' গঠনের আহ্বান জানানো হয়। ওআইসি সদস্য দেশগুলির দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত এই কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ওআইসিকে এ কর্পোরেশন সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণের দাবী জানিয়ে বলা হয়, এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান তৈরী হ'লে তা দরিদ্র মুসলিম রাষ্ট্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং তাদের অবকাঠামোগত প্রকল্পগুলি উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। ফলে মুসলিম বিশ্বের উন্নয়ন ত্বরান্বিত ও দারিদ্র্য হ্রাস করা যাবে। প্রতিনিধিরা এ সম্মেলন নিয়মিত অনুষ্ঠানের ব্যাপারেও একমত হন।

আমি এখনও ইরাকের বৈধ প্রেসিডেন্ট

-সাদ্দাম হোসেন

ইরাকী নেতা সাদ্দাম হোসেনের প্রহসনের বিচার গত ১৯ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে বাগদাদের সুরক্ষিত গ্রিন জোনের ভেতরে ১০ ফুট উঁচু প্রাচীর বেষ্টিত একটি ভবনে স্থাপিত বিশেষ আদালতে তাঁর বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়। উল্লেখ্য, এ ভবনটিই সাদ্দামের নেতৃত্বাধীন বাথ পার্টির সদর দফতর ছিল।

বিচার প্রক্রিয়া শুরু হ'লে কুর্দী বংশোদ্ভূত বিচারক রিজগার মুহাম্মাদ আমীন সাদ্দাম হোসেন, সাবেক গোয়েন্দা প্রধান সহ বাথ পার্টির অধঃস্তন ৭ কর্মকর্তাকে তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ এবং একই সাথে তাদের অধিকারগুলির কথা পড়ে শোনান। তিনি প্রত্যেক আসামীকে তাদের বক্তব্য প্রদানের আহ্বান জানান এবং সাদ্দামকে দিয়েই এ প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। বিচারক সাদ্দামকে তার নাম-পরিচয় দেয়ার কথা বললে সাদ্দাম পাল্টা বিচারককে বলেন, 'তুমি কে? আমি জানতে চাই তুমি কে'? সাদ্দাম আরো বলেন, 'তুমি নিজে একজন ইরাকী। সুতরাং তুমি খুব ভাল করেই জান যে আমি কে'? সাদ্দাম বিচারককে প্রশ্ন করেন, 'তুমি কি এর আগে কখনো বিচারক ছিলে'? তখন বিচারক বলেন, 'আদালতে এ ধরনের কথাবার্তা বলার কারো এখতিয়ার নেই। আমি বিচারক হিসাবে আপনার পরিচয় দিতে বলেছি'। তখন সাদ্দাম হোসেন বলেন, 'আমি এখনও ইরাকের বৈধ প্রেসিডেন্ট। ইরাকের প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমার সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে। যারা তোমাকে বিচারকের দায়িত্ব দিয়েছে আমি সেই কর্তৃপক্ষকে স্বীকার করি না। আর আমি এই আগ্রাসনকেও স্বীকার করি না। যেটা অবিচারের ওপর ভিত্তি করে করা হয় তা অন্যায়। তথাকথিত এই আদালতে আমি কোন প্রশ্নেরই জবাব দেব না। আমার যা বলার তা এর আগে লিখিতভাবে বলেছি। আমি সব সময় আল্লাহর উপর ভরসা করি। যারা আল্লাহর জন্য লড়াই করে তারা অবশ্যই একদিন বিজয়ী হবে'। আদালতে তিনি ও তার ৭ সহযোগী নিজেদেরকে নির্দোষ বলে দাবী করেন। আদালতের কার্যক্রম আগামী ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করা হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৮২ সালে বাগদাদের উত্তরে দুজাইলি শহরে অন্তত ১৫০ জন শী'আকে হত্যার অভিযোগে সাদ্দাম ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে এই বিচার শুরু হয়েছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ঘাড়ের ক্যান্সারের ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত

ঘাড়ের ক্যান্সার নিরাময়ে ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ভ্যাকসিনের সাহায্যে শতভাগ ঐ ক্যান্সার রোগ নির্মূল করা সম্ভব। একথা জানিয়েছে ভ্যাকসিন নির্মাতা যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ তৈরীর প্রতিষ্ঠান 'মার্ক অ্যাণ্ড কোম্পানী'। গত দুই বছর ধরে এ বিষয়ে নিরন্তর গবেষণা, সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। ১০ হাযারেরও বেশী তরুণী ও নারীর উপর এই ভ্যাকসিন প্রয়োগের মাধ্যমে পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এটা বাজারে আসতে ২০০৬ সালের শেষদিক পর্যন্ত গড়াতে পারে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ঘাড়ের ক্যান্সার রোগ নিরাময়ে এটাই উদ্ভাবিত প্রথম ভ্যাকসিন। এই ক্যান্সার সাধারণত যৌনবাহিত রোগের ভাইরাস 'এইচপিভি' থেকে সংক্রমিত হয়ে থাকে। নারীদের মধ্যে এই ক্যান্সারের হার বেশী। বিশ্বে প্রতিবছর ৩ লাখ রোগী এই ক্যান্সারে মারা যায়। এর মধ্যে ৩ হাযার ৭শ' যুক্তরাষ্ট্রের। ২ কোটি আমেরিকাবাসী 'এইচপিভি' ভাইরাসে আক্রান্ত।

গ্যালাক্সীবিহীন ব্ল্যাকহোল

বিস্ময়করভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এক বিশাল ব্ল্যাকহোল খুঁজে পেয়েছেন, যার ধারণকারী গ্যালাক্সীর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। বড় বড় গ্যালাক্সী এমনকি আমাদের ছায়াপথে এমন সব ব্ল্যাকহোল আছে, যা সূর্যের চেয়ে কয়েক গুণ বড়। বিশেষভাবে কোয়েযার ব্ল্যাকহোলগুলি এই মহাশূন্যের সবচেয়ে তেজস্ক্রিয় পদার্থ। মূলতঃ এই ব্ল্যাকহোলগুলি সরাসরি দেখা যায় না। তেজস্ক্রিয়তা রেডিও টেলিস্কোপের সাহায্যে নির্ণয় করে ব্ল্যাকহোলগুলির অবস্থান নির্ণয় করা হয়। কোয়েযারগুলি সবসময় অবশ্য গ্যালাক্সীবিহীন থাকে না। তবে বিজ্ঞানীরা মূলতঃ অবাক হয়েছেন পুরো গ্যালাক্সীকে খুঁজে না পেয়ে। এটা কিভাবে সম্ভব! ৯০ দশকের পর গাণিতিকভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোয়েযারগুলি কোনটাই গ্যালাক্সীবিহীন নয়। প্রত্যেকেরই একটি ধারণকারী গ্যালাক্সী থাকবে। কিন্তু সম্প্রতি এই গ্যালাক্সীবিহীন ব্ল্যাকহোলের সন্ধান পাওয়ায় বিজ্ঞানীরা খানিকটা হ'লেও ধাক্কা খেয়েছেন। আর এটা তাদেরকে নতুন করে ভাবতে সাহায্য করবে।

এশীয়দের ডায়াবেটিক পরীক্ষা যথার্থ নয়

এশীয়দের ডায়াবেটিক শনাক্ত করতে বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি যথার্থ নয় বলে বিশেষজ্ঞরা আশংকা করছেন। এ কারণে এই অঞ্চলের হাযার হাযার রোগী তাদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত থেকে যেতে পারেন। গত ১লা অক্টোবর এক জরিপে একথা বলা হয়। হংকং চাইনিজ ইউনিভার্সিটির গবেষকরা বলেছেন, ডায়াবেটিস শনাক্ত করার জন্য এই পরীক্ষা পদ্ধতি সচরাচর ব্যবহার করা হ'লেও ক্রমবর্ধমান উপাত্ত থেকে দেখা যাচ্ছে, এই পদ্ধতি বিশেষ করে এ অঞ্চলের লোকদের ডায়াবেটিস শনাক্তকরণে যথেষ্ট কার্যকর নয়। বিশ্ববিদ্যালয় গবেষক দলের অন্যতম সদস্য চ্যাং উইং বান বলেন, এতে ডায়াবেটিস আক্রান্ত লোকদেরও সুস্থ বলে চালিয়ে দেয়া হ'তে পারে। তিনি আরো বলেন, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে পরিচালিত পরীক্ষার ফলাফল বিভ্রান্তিকর। আমাদের ধারণা, ককেশীয় ও এশীয়দের মধ্যকার বংশগত পার্থক্য সম্ভবত এর কারণ। তবে আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই।

মাছ স্মৃতিশক্তি ও মেধা বাড়ায়

মাছ মেধা ও স্মৃতিশক্তি বর্ধক খাদ্য। গবেষকরা বলেছেন, মাছ সত্যিই একটি মেধা বর্ধক খাবার। পর্যাপ্ত পরিমাণে মাছ খেলে তা বয়স কমিয়ে দিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের বুশ ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারের বিজ্ঞানীরা এক গবেষণায় দেখতে পেয়েছেন, যারা নিয়মিত মাছ খায় না তাদের তুলনায় যারা সপ্তাহে অন্তত একদিন মাছ খায় সেসব বয়স্ক লোকের স্মৃতিশক্তি পতনের হার বছরে ১০ থেকে ১৩ শতাংশ কম।

ডিজেলের ধোঁয়া ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যস্ততম লস এঞ্জেলসে ও লংবীচ বন্দরের ডিজেলের ধোঁয়া বন্দর কমপ্লেক্সের ১৫ মাইলের মধ্যে বসবাসকারী লোকদের মধ্যে ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধির কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। একটি নতুন সমীক্ষায় এই তথ্য জানা গেছে। 'ক্যালিফোর্নিয়া এয়ার রিসার্চ বোর্ড' কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়, কেবলমাত্র বন্দর দূষণ থেকে দু'টি বন্দরের সবচেয়ে কাছে বসবাসরত ৫০ হাযার লোকের মধ্যে ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি গড়পড়তা ঝুঁকির চেয়ে বেশী।

কনকর্ডের বিকল্প

গত ১০ অক্টোবর জাপান শব্দের চেয়ে দ্বিগুণ গতিসম্পন্ন যাত্রীবাহী বিমানের একটি মডেলের সফল পরীক্ষা করেছে। জাপানী এয়ারলাইনস শব্দের চেয়ে দ্রুত গতিসম্পন্ন কনকর্ডের বিকল্প হিসাবে এই বিমান ব্যবহার করবে বলে জানিয়েছে। সোমবার ৩৮ ফুট দৈর্ঘ্য স্কেল মডেলের বিমানটি একটি রকেটের সাহায্যে উমেরা পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে উৎক্ষেপন করা হয়। বিমানটি ১৫ মিনিট ধরে ঘন্টায় প্রায় আড়াই হাযার কিলোমিটার গতিতে আকাশে উড়ে সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষা কেন্দ্রে অবতরণ করে। এর বৃহত্তম সংস্করণটি যার দৈর্ঘ্য হবে ১০৪ মিটার তৈরী করা হ'লে তা ৩০০ জন যাত্রী বহন করতে পারবে।

উত্তর মেরুর বরফ গলে যাবে

উত্তর মেরুতে জমাট বাঁধা বরফ গলার হার সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বিশ্ববাসীকে সতর্ক করে দিয়েছেন। মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসার বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, গত দশ বছরে ঐ অঞ্চলের বরফ ৪ ভাগের ৩ ভাগই ডুবে গেছে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এই হারে বরফ গলতে থাকলে আগামী ৮০ বছরে উত্তর মেরুর সব বরফই গলে যাবে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

বার্ষিক কর্মী ও কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন

দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বোমাবাজদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বানের মধ্য দিয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দু'দিনব্যাপী বার্ষিক কর্মী ও কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে গত ১৩ ও ১৪ অক্টোবর রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে নওদাপাড়াস্থ প্রস্তাবিত বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে উক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন যেলা থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন।

সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম। উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন সম্মেলনের সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক মাওলানা গোলাম আযম, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ প্রমুখ।

দু'দিন ব্যাপী উক্ত সম্মেলনে বিভিন্ন যেলার পক্ষ থেকে পরামর্শমূলক বক্তব্য পেশ করেন কুষ্টিয়া (পঃ) যেলা সভাপতি মাওলানা গোলাম যিল কিবরিয়া, গাযীপুর যেলা সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক মাওলানা আবুল হোসাইন, ঝিনাইদহ যেলা সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুল আযীয, নওগাঁ যেলা সহ-সভাপতি জনাব আফযাল হোসাইন, নাটোর যেলা সভাপতি মাওলানা বাবর আলী, নীলফামারী যেলা সাধারণ সম্পাদক জনাব খায়রুল আযাদ, পাবনা যেলা সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন, বগুড়া যেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, বাগেরহাট যেলা সাংগঠনিক সম্পাদক সর্দার মুহাম্মাদ আশরাফ হোসাইন, মেহেরপুর যেলা সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মানছুরুর রহমান, রংপুর যেলা সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ লালমিয়া, রাজশাহী যেলা সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদ, রাজশাহী মহানগরীর সভাপতি মুহাম্মাদ ইউনুসুর রহমান, লালমণিরহাট যেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুস্তাফির রহমান ও সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান প্রমুখ।

সম্মেলনে বক্তাগণ বলেন, বোমা মেরে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আদর্শে আমরা বিশ্বাসী নই। আমরা ইসলামের শান্তিপ্রিয় ও দেশপ্রেমিক আদর্শে বিশ্বাসী। যারা দেশব্যাপী বোমা হামলা করে বিশৃংখল ও অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার রঙীন স্বপ্ন দেখে এরা নিঃসন্দেহে দেশ, জাতি, ইসলাম ও মানবতার শত্রু। স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ এই মুসলিম দেশটিকে এরা ইরাক ও আফগানিস্তানের মত অগ্নিগর্ভ বানাতে চায়। বক্তাগণ এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য সচেতন দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নায়েবে আমীর আব্দুছ ছামাদ সালাফী সহ নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করেন।

সম্মেলনে লিখিত প্রস্তাবনা পাঠ করে শুনান কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। দেশের সরকার ও প্রশাসনের প্রতি দাবীকৃত উক্ত প্রস্তাবনার সাথে উপস্থিত সকলে হাত তুলে ঐক্যমত পোষণ করেন। প্রস্তাব সমূহ নিম্নরূপঃ

১. এই সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর আহ্বান জানাচ্ছি।

২. বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন, খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, সুসাহিত্যিক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রবীণ প্রফেসর ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সহ 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় ও যেলা নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলাসমূহ প্রত্যাহার ও তাদের নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানাচ্ছি।

৩. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও জেএমবি কখনো এক নয়। তথাপি জেএমবি'র সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে একাকার করে মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদ পরিবেশনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

৪. দেশের অন্যূন তিন কোটি আহলেহাদীছের উপরে জঙ্গীবাদের মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে প্রকৃত জঙ্গীদের আড়াল করার জন্য একটি মহল উঠে পড়ে লেগেছে। আমরা প্রকৃত বোমাবাজ ও তাদের দোসরদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদানের জোর দাবী জানাচ্ছি।

৫. দেশী ও বিদেশী সকল ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় দেশপ্রেমিক মুসলিম জনতাকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

৬. ভিত্তিহীন অভিযোগ ও ষড়যন্ত্রমূলক তথ্যের ভিত্তিতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র নেতা-কর্মী ও নিরপরাধ আলেম-ওলামাদের হয়রানিমূলক গ্রেফতার বন্ধ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

৭. দেশের সকল কওমী মাদরাসাকে সরকারী স্বীকৃতি প্রদান ও সরকারী উদ্যোগে পৃথক ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী জানাচ্ছি।

৮. পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নির্যাতিত মুসলিম উম্মাহর প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করছি।

৯. পাকিস্তানের আযাদ কাশ্মীর সহ উপমহাদেশে বিভিন্ন স্থানে সম্প্রতি সংঘটিত বিগত ১০০ বছরের ভয়াবহতম ভূমিকম্পে নিহত প্রায় ৪২ হাযার মুসলমানের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসার জন্য বিশ্বের ধনাঢ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

১০. রামাযানের পবিত্রতা রক্ষা, হিংসা-বিদ্বেষ ও যাবতীয় মিথ্যাচার পরিহার করে আত্মশুদ্ধি লাভের জন্য মুসলিম উম্মাহর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

১১. আহলেহাদীছ আন্দোলনের যাবতীয় তৎপরতা, লেখনী ও বক্তব্য জঙ্গীবাদের প্রকাশ্য বিরোধী এবং ইসলাম ও দেশের

স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের পক্ষে সোচ্চার। সুতরাং এই সংগঠনের সাথে কাল্পনিকভাবে জেএমবি বা বোমা হামলার যোগসূত্র স্থাপনের অপচেষ্টায় লিপ্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানাচ্ছি।

১২. অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণের একটিমাত্র শর্তে আমরা দেশের সকল ইসলামী দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

১৩. দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সরকারের প্রতি দাবী জানাচ্ছি।

সম্মেলনে 'আন্দোলন'-এর বার্ষিক বাজেট ও বার্ষিক পরিকল্পনা পাঠ করে শুনান কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অডিট রিপোর্ট পেশ করেন দফতর সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম।

সম্মেলনে 'আন্দোলন'-এর ২৭ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় 'মজলিসে শূরা' এবং ১৩ সদস্য বিশিষ্ট 'মজলিসে আমেলা' ও ৫ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলনঃ সম্মেলনের শেষ দিন ১৪ অক্টোবর শুক্রবার সকাল ৬-টায় দারুল ইমারত আহলেহাদীছ-এর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের ২য় তলায় কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সমবেত কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য, সদস্যা ও উপদেষ্টাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন বলেন, আপনারাই সংগঠনের স্তম্ভ। সংগঠনকে আরো শক্তিশালী ও গতিশীল করার জন্য সর্বদা আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ অপরিহার্য। তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবছরের নবাগত কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যদের স্বাগত জানান।

২০০৫-২০০৭ সেশনের জন্য নবগঠিত উপদেষ্টা, শূরা, আমেলা ও যেলা সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের তালিকা নিম্নরূপঃ

কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদঃ

ক্রমিক নং	নাম	যেলা
১.	প্রফেসর নযরুল ইসলাম	(সাতক্ষীরা)
২.	এডভোকেট সা'দ আহমাদ	(কুষ্টিয়া)
৩.	অধ্যাপক আব্দুর রাযযাক	(রাজশাহী)
৪.	মুহাম্মাদ রবী'উল ইসলাম	(পাবনা)
৫.	অধ্যাপক সেকান্দার আলী	(জামালপুর)

মজলিসে শূরা বা পরামর্শ সভাঃ

ক্রমিক নং	নাম	যেলা
১.	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	সাতক্ষীরা
২.	শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী	রাজশাহী
৩.	ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন	টাঙ্গাইল
৪.	অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম	মেহেরপুর
৫.	অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম	যশোর
৬.	ডঃ লোকমান হোসাইন	কুষ্টিয়া
৭.	আলহাজ মাওলানা হাফীযুর রহমান	জয়পুরহাট
৮.	অধ্যাপক আব্দুল লতীফ	রাজশাহী
৯.	গোলাম মোক্তাদির	খুলনা
১০.	এস.এম. আব্দুল লতীফ	সিরাজগঞ্জ
১১.	মাওলানা গোলাম আযম	গাইবান্ধা
১২.	বাহারুল ইসলাম	কুষ্টিয়া
১৩.	অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম	রাজশাহী
১৪.	অধ্যাপক ফারূক আহমাদ	রাজশাহী
১৫.	অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম	সাতক্ষীরা
১৬.	মুহাম্মাদ ইসরাফীল হোসাইন	বাগেরহাট
১৭.	মাষ্টার ইয়াকুব হোসাইন	ঝিনাইদহ
১৮.	মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ	কুমিল্লা
১৯.	আলহাজ্জ আব্দুর রহমান	সাতক্ষীরা
২০.	গোলাম যিল কিবরিয়া	কুষ্টিয়া
২১.	ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আযীয	ঢাকা
২২.	মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম	খুলনা
২৩.	মাষ্টার আব্দুল খালেক	রাজশাহী
২৪.	ডাঃ আওনুল মা'বূদ	গাইবান্ধা
২৫.	মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম	বগুড়া
২৬.	মুহাম্মাদ ছদরুল আনাম	সাতক্ষীরা
২৭.	মাষ্টার আনীসুর রহমান	নওগাঁ

মজলিসে আমেলা বা কর্মপরিষদঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১.	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	আমীর
২.	শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী	সিনিয়র নায়েবে আমীর
৩.	ডঃ মুছলেহুদ্দীন	নায়েবে আমীর (ভারপ্রাপ্ত আমীর)
৪.	অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম	সাধারণ সম্পাদক
৫.	অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম	সাংগঠনিক সম্পাদক
৬.	গোলাম মোক্তাদির	অর্থ সম্পাদক
৭.	এস.এম. আব্দুল লতীফ	প্রচার সম্পাদক
৮.	ডঃ লোকমান হোসাইন	প্রশিক্ষণ সম্পাদক
৯.	অধ্যাপক আব্দুল লতীফ	গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক
১০.	আলহাজ্জ মাওলানা হাফীযুর রহমান	সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক
১১.	মাওলানা গোলাম আযম	সমাজকল্যাণ সম্পাদক
১২.	অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম	যুব বিষয়ক সম্পাদক
১৩.	বাহারুল ইসলাম	দফতর সম্পাদক

Contents

মনোনীত যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দঃ

যেলার নাম	সভাপতি	সহ-সভাপতি	সাধারণ সম্পাদক
কুমিল্লা	মাওলানা ছফিউল্লাহ	ইঞ্জিনিয়ার রুস্‌মত আলী	মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন
কুষ্টিয়া (পূর্ব)	গোলাম যিল-কিবরিয়া	মুহাম্মাদ নাযীরুদ্দীন খান	মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার)
কুড়িগ্রাম	সিরাজুল ইসলাম	আব্দুর রহীম	মফীযুল হক
খুলনা	মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম	জনাব গোলাম মোক্তাদির	মুয্যাম্মিল হক
গাইবান্ধা (পঃ)	ডাঃ আউনুল মা'বূদ	মুহাম্মাদ হায়দার আলী	
গাযীপুর	মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম		কফীলুদ্দীন বিন আমীন
চট্টগ্রাম	মুহাম্মাদ ছদরুল আনাম	আবু জা'ফর খান	মুহাম্মাদ যিয়াউল হক
চাঁপাই নবাবগঞ্জ	মাওলানা আব্দুল্লাহ	তাছাদ্দুক হোসাইন,	তোফাযযল হক
জামালপুর	অধ্যাপক বযলুর রহমান		মাওলানা মাস'ঊদুর রহমান
জয়পুরহাট	মাওলানা শহীদুল ইসলাম	আনীসুর রহমান তালুকদার	মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান
ঝিনাইদহ	মুহাম্মাদ ইয়াকুব হোসাইন (মাষ্টার)	মুহাম্মাদ নূরুল হুদা	হাফেয আলীমুদ্দীন
ঠাকুরগাঁও	মুয্যাম্মিলন হক মাদানী	মাওলানা এমরান আলী	
ঢাকা	ইঞ্জিনিয়ার ইলিয়াস হোসাইন	মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন	মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার
দিনাজপুর (পূর্ব)	আব্দুল ওয়াহ্‌হাব শাহ	জনাব কিতাবুদ্দীন	ছিদ্দীকুর রহমান
নওগাঁ	মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান	মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন	শহীদুল ইসলাম
নাটোর	মাওলানা বাবর আলী	মুয্যাম্মিল হক	মাওলানা গোলাম আযম
নরসিংদী	কাযী আমীনুদ্দীন	অধ্যাপক শফীউদ্দীন আহমাদ	মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন
নীলফামারী	মুহাম্মাদ খায়রুল আযাদ	মুহাম্মাদ শমসের আলী	মুহাম্মাদ আশরাফ আলী
পাবনা	বেলালুদ্দীন	মুহাম্মাদ আশরাফ বিশ্বাস	মুহাম্মাদ শিরীন বিশ্বাস
পঞ্চগড়	মাওলানা আব্দুল আহাদ	তাযীমুদ্দীন	আব্দুন নূর
বগুড়া	আব্দুর রঊফ	হাফেয মুখলেছুর রহমান	মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
বাগেরহাট	মুহাম্মাদ ইসরাফীল হোসাইন	সরদার আশরাফ হোসাইন	আসাদুল্লাহ আল-গালিব
পিরোজপুর	অধ্যাপক আব্দুল হামীদ		
মেহেরপুর	অধ্যাপক নূরুল ইসলাম	আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসানুল্লাহ	মাষ্টার আব্দুছ ছামাদ
ময়মনসিংহ	ওমর ফারূক		আব্দুর রাযযাক
যশোর	কাযী আতাউল হক	আলহাজ্জ আবুল খায়ের	মাওলানা বযলুর রশীদ
রাজশাহী	মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ	ডাঃ ইদ্রীস আলী	অধ্যাপক ফারূক আহমাদ
রংপুর	আব্দুল ওয়াহ্‌হাব	মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার	মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান
রাজবাড়ী	মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ	মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ	মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক
লালমণিরহাট	মাওলানা সিরাজুল ইসলাম	মাহবূব ইসলামাবাদী	মুস্তাযির রহমান
সাতক্ষীরা	মাওলানা আব্দুল মান্নান	মুহাম্মাদ ছহীলুদ্দীন	মাওলানা ফযলুর রহমান
সিরাজগঞ্জ	মুহাম্মাদ মুর্তযা	মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম	আলতাফ হোসাইন

মাহে রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার আহ্বানে মিছিল ও পথসভা

সাতক্ষীরা ৪ অক্টোবর মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার যৌথ উদ্যোগে মাহে রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার আহ্বানে এক বিরাট শান্তি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় আব্দুর রাযযাক পার্ক থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে এক পথসভায় মিলিত হয়।

মাহে রামাযানের পবিত্রতা রক্ষা, দিনের বেলায় হোটেল-রেস্তোরাঁ বন্ধ রাখা, হাট-বাজার, মোড় ও জনাকীর্ণ স্থানে দেওয়ালে দেওয়ালে অশ্লীল পোষ্টারিং নিষিদ্ধ করা, চাল, ডাল, আটা, তেল, লবণ সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান, বর্তমান সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন প্রমুখ। বক্তাগণ সর্বাধিক নেকী অর্জনের এই অনন্য মাসকে অর্থোপার্জনের উপযুক্ত সময় গণ্য না করে নেকী অর্জনে অর্থ ও সময় ব্যয় করার জন্য সংগঠনের নেতা-কর্মী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

পথসভায় বক্তাগণ ১৭ আগষ্ট (সহ অন্যান্য সময়) সারাদেশে বোমা হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে প্রকৃত অপরাধীদের অনতিবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জোর দাবী জানান এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য নেতা-কর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তি দানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বগুড়া ৫ অক্টোবর বুধবারঃ অদ্য দুপুর ১২-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া যেলার যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় আলতাফুন্নেসা খেলার মাঠে রামাযানের পবিত্রতা শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রহীম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা হাফেয আখতার মাদানী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক মুহাম্মাদ শামসুল আলম প্রমুখ। বক্তাগণ রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার্থে দিনের বেলা হোটেল-রেস্তোরাঁ বন্ধ রাখা, অশ্লীল গান-বাজনা বন্ধ করা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি না করা, অধিক ইবাদত-বন্দেগী সহ পরস্পরকে ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ এবং অন্যায় ও পাপের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য সর্বস্তরের মুসলিম ভ্রাতৃমণ্ডলীর প্রতি আহ্বান জানান। উল্লেখ্য যে, আলতাফুন্নেসা খেলার মাঠে আলোচনা শেষে রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার আহ্বানে শহরের প্রধান প্রধান সড়কে রেলী প্রদক্ষিণের কথা থাকলেও পুলিশী বাধার কারণে তা অনুষ্ঠিত হয়নি।

ইফতার মাহফিল

বংশাল, ঢাকা ২২ অক্টোবর শনিবারঃ অদ্য বিকাল ৪-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার যৌথ উদ্যোগে বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে এক ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ইলিয়াস হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নূরুল আলম ও সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল্লাহ আল-মা'ছূম প্রমুখ।

ইফতার মাহফিলে বক্তাগণ আক্ষেপ করে বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পরিচালিত বিভিন্ন ইয়াতীমখানার তিন শতাধিক ইয়াতীমের ভরণ-পোষণ ও লেখা-পড়ার বিদেশী অনুদান বন্ধ করে দিয়েছে ইসলামী মূল্যবোধের দাবীদার এই জোট সরকার। কেড়ে নিয়েছে রামাযানের এই পবিত্র মাসে কুচক্রী মহলের ইশারায় ইয়াতীমদের আহারে হাত দেয়ায় এই সরকারের কৃত্রিম ইসলামপ্রীতি জনগণের কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে। বক্তাগণ আরো বলেন, একদিকে সরকার বাংলাভাই-আব্দুর রহমানকে রক্ষার জন্য ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সহ জেএমবি বিরোধী আলেম-ওলামা ও বুদ্ধিজীবীদের আটকে রেখেছে, অন্যদিকে সরকারের একটি অংশের ইশারায় সংগঠনের যাবতীয় ব্যাংক একাউন্ট বন্ধের পর এখন ইয়াতীমদের পেটে লাথি মারা হয়েছে। সরকারের এই আচরণ ৩ কোটি আহলেহাদীছ জনতাকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। ইফতার মাহফিলে তাঁরা রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সরকার ও জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

সুধী সমাবেশ

বগুড়া ৭ অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাবতলী এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় চাকলা জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা সভাপতি জনাব তোযাম্মেল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে 'রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' বিষয়ের উপর বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক জনাব শামসুল আলম, যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা হাফেয মাওলানা আখতার, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রহীম প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুস সালাম, এলাকা সভাপতি ডাঃ মামূনুর রশীদ সহ সংগঠনের প্রায় দেড় শতাধিক নেতা-কর্মী ও সুধী।

Contents

সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, রামাযান হ'ল মনের যাবতীয় পশুত্বকে দলিত-মথিত করে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে খাঁটি মুসলমান হওয়ার এক অনন্য মাস। তাই এই মাসের পবিত্র তা রক্ষা করা সকলের জন্য আবশ্যক। বক্তাগণ রামাযানের পবিত্রতা রক্ষায় রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান। সমাবেশে ১৭ আগষ্ট দেশব্যাপী সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ ও ৩রা অক্টোবর দেশের কয়েকটি যেলা আদালতে বোমা হামলার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয় এবং এই বর্বরোচিত বোমা হামলায় জড়িত প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানানো হয়। বক্তাগণ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**, মুহতরাম নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক এ.এস.এম আযীযুল্লাহ, আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান শফীকুল ইসলাম, চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব ছদরুল আনাম, অধ্যাপক আলমগীর হোসাইন, জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক আমীনুল ইসলাম সহ গ্রেফতারকৃত সকল নেতা কর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করেন।

যুবসংঘ

নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ৪ঠা সেপ্টেম্বর রবিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাঘবিন্দ্রপুর এলাকার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শতাধিক যুবক ও সুধীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ বলেন, পরকালীন মুক্তি লাভের জন্য এই নির্ভেজাল আন্দোলনের কোন বিকল্প নেই। তিনি আরো বলেন, এ আন্দোলনের সাথে জঙ্গীবাদের কোন সম্পর্ক নেই। জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে এ আন্দোলনের অবস্থান সুদৃঢ়। অথচ বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে যারপর নেই হয়রানি করছে। তিনি সরকারের এ ধরনের ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং আমীরে জামা'আত সহ নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করেন।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন

২০০৫-২০০৭ সেশনের জন্য 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়েছে। গত ১৩ অক্টোবর ২০০৫ তারিখে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভায় দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে আগত কাউন্সিলারগণের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এস.এম. আযীযুল্লাহকে সভাপতি ও সাবেক প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কমিটি ঘোষণা করেন। নয় সদস্য বিশিষ্ট নতুন কর্মপরিষদ নিম্নরূপঃ

নাম	যেলা	পদবী
এ.এস.এম আযীযুল্লাহ (পি-এইচ.ডি গবেষক)	সাতক্ষীরা	সভাপতি
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (পি-এইচ.ডি গবেষক)	গোপালগঞ্জ	সহ-সভাপতি
মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ (এম.এ)	কুমিল্লা	সাধারণ সম্পাদক
মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন (এম.এ)	যশোর	সাংগঠনিক সম্পাদক
মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম (এম.কম)	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	অর্থ সম্পাদক
মুযাফফর বিন মুহসিন (বি.এ অনার্স, ২য় বর্ষ)	রাজশাহী	প্রশিক্ষণ সম্পাদক
আবু তাহের (এম.এ, দাওরা হাদীছ)	গাইবান্ধা	তাবলীগ সম্পাদক
নূরুল ইসলাম (বি.এ. অনার্স, ৩য় বর্ষ)	রাজশাহী	সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক
মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ (বি.এ. অনার্স, ২য় বর্ষ)	সাতক্ষীরা	দফতর সম্পাদক

উল্লেখ্য যে, নতুন সভাপতি মিথ্যা মামলায় আটক থাকায় সহ-সভাপতি জনাব কাবীরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনোনীত হন।

মহিলা সংস্থা

মহিলা সমাবেশ

নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ৩রা সেপ্টেম্বর শনিবারঃ অদ্য বিকাল ৩-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার ঘোড়াঘাট এলাকা সভাপতি কাযী আযহারুদ্দীনের বাড়ীতে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মহিলা সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি তাঁর ভাষণে আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? সাংগঠনিক জীবনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং আদর্শ সমাজ ও জাতি গঠনে মহিলাদের ভূমিকা সহ বিভিন্ন বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। উক্ত মহিলা সমাবেশে প্রায় অর্ধশতাধিক মহিলা সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

আমাদের দেশের গণতন্ত্র

জগতে সর্বপ্রথম কোন দেশে কখন কিভাবে গণতন্ত্রের উদ্ভব হয়, সম্ভবত তার সঠিক ইতিহাস নেই। তবে শোনা যায়, গ্রীসে নাকি সর্বপ্রথম গণতন্ত্র চালু হয়। সারা বিশ্ব আজ গণতন্ত্রের জোয়ারে ভাসমান। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, রাজতন্ত্রের চেয়ে গণতন্ত্র ঢেরগুণ ভাল শাসন ব্যবস্থা। জনগণের শাসন ব্যবস্থার নামই গণতন্ত্র। এতে জনগণের মঙ্গল যেন নিশ্চিত। কিন্তু সত্যি কি এ শাসন ব্যবস্থায় জনগণ রাজতন্ত্র হ'তে অধিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারছে? অন্তত আমাদের দেশের গণতন্ত্রের যা স্বরূপ, তাতে জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন হয়নি। এ ধারা অব্যাহত থাকলে কোনদিনই জনগণের আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়িত হবে না। দেশের দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দলের যারাই ক্ষমতায় এসেছে, তারাই সত্যিকারভাবে না হ'লেও প্রচার মাধ্যমের মারফত দেশের উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দিয়েছেন। এ যেন নিজের ঢাক নিজেই পিটানো।

গোটা ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন ধরে ইংরেজ শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে স্বাধীনতা লাভে সোচ্চার। সুচতুর ইংরেজ জাতি উপলব্ধি করল, এখন ভারতকে তাদের আয়ত্তে রাখা সম্ভবও নয়, সমীচীনও নয়। তারা একথাও বুঝেছিল, ভারতকে ধরে রাখলে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হবে। তাই তারা তাদের মান বজায় রেখে ভারত হ'তে সরে দাঁড়াল। বিশাল ভারত বিভক্ত হ'ল দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রে, পাকিস্তান ও ভারত নামে। পাকিস্তান পৃথিবীর একটি অদ্ভুত দেশ ছিল। পাকিস্তানের দু'টি শাখা- পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। দুই অংশের মধ্যে ব্যবধান আকাশ পথে ১২০০ মাইল আর জলপথে ৩৬০০ মাইল। দু'অংশের জনগণের ভাষা, পোষাক-পরিচ্ছদ কোনটাতেই মিল ছিল না। মিল ছিল মাত্র একটি বিষয়ে, সেটা হচ্ছে ধর্ম। ওরা মুসলিম আমরাও মুসলিম। এ একটি মাত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে এতদূরের দু'টি অংশ নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হ'ল। দেশবাসীর একান্ত আশা ছিল, পাকিস্তান আস্তে আস্তে ইসলামী ভাবাপন্ন হয়ে উঠবে। অতি দুঃখের সাথে একথা বলতে হয়, দীর্ঘ সময়েও পাকিস্তানের দু'টি অংশের কোনটিতেও ইসলামী প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি। অথচ ভারতকে বিভক্ত করার মূলে ছিল মুসলিম ও হিন্দু এ দু'জাতির ধর্মীয় স্বতন্ত্রতা। এ যাবত যারা পাকিস্তান ও বাংলাদেশ শাসন করেছেন, তাদের চিন্তাধারায় ইসলাম প্রভাব ফেলতে পারেনি। তাই পাকিস্তানের দু'টি অংশ এখনও বিদেশী ইংরেজ বেনিয়াদের রেখে যাওয়া শাসন ব্যবস্থা দ্বারা শাসিত হচ্ছে। ফলে শাসনের নামে আগের মতই জনগণ অত্যাচারিত হয়ে চলেছে। মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত হয়ে কত লোক যে তাদের মূল্যবান জীবন কারাগারের অন্ধকারে অতিবাহিত করছে তার ইয়ত্তা নেই। পাকিস্তান শাসন করেছে পশ্চিম পাকিস্তানীরা একচেটিয়া ভাবে। পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবিচার করতে থাকে। তাদের শাসনে বৈষম্য স্পষ্টত ফুটে উঠতে থাকলে এদেশবাসী ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ফলে ১৯৭১ সালে আমরা ওদের শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হই। এ দেশ স্বাধীন বাংলাদেশ হিসাবে বিশ্ব মানচিত্রে আসন করে নেয়।

শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি, একথা এদেশবাসীকে অকপটে স্বীকার করতে হবে। তিনি স্বাধীনতা লাভে দীর্ঘদিন কারাবাস করেছেন। স্বাধীনতার প্রাক্কালেও তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাকক্ষের অন্ধকারে দীর্ঘদিন কাটাতে হয়েছে। অথচ গভীর চক্রান্তের বেড়াজালে পড়ে তাকেও সপরিবারে উৎখাত হ'তে হয়েছে।

মোস্তাক আহমদ, আব্দুস সাত্তার ও ছায়েম কিছুকাল নামে মাত্র দেশ শাসন করেছেন। দেশের সংকটময় মুহূর্তে আবির্ভূত হ'লেন জিয়াউর রহমান। তিনি শক্ত হাতে দেশ পরিচালনার হাল ধরলেন। তিনি শেখ মুজিবের একদলীয় শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে বহুদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। দেশবাসীর নিকটে তিনি একজন আদর্শ নেতা ছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি একজন সত্যিকার দেশদরদী ছিলেন। শেখ মুজিবের উৎখাত থেকে দেশে চক্রান্তের বেড়াজাল বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে জিয়াউর রহমানকেও তাঁর সুশাসনের ছয় বছরকালে চক্রান্তের শিকার হয়ে অকালে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। দেশ শাসনের নামে এখন চলছে কেবল চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্র। তাই মনে হয় গণতন্ত্র মানেই হচ্ছে চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্র।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যদিও বহুদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে গেছেন, তথাপি একদলীয় শাসনের রাজত্ব বিদ্যমান। দেশে দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দল- আওয়ামী লীগ ও বিএনপি। এ দু'টি দলের যে দলটি ক্ষমতায় আসে, তাদের ইচ্ছানুসারে দেশ পরিচালিত হয়। বিরোধী দলের কোন মূল্যবান মতামত আদৌ গৃহীত হয় না। আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আহুত সংসদ বৈঠকে ক্ষমতাসীন দলের আনীত কোন বিল তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েও সেটি সংখ্যাধিক্যের কারণে পাস হয়ে যায়। এ ব্যাপারে একটি বাস্তব উদাহরণ পেশ করছি।-

দেশের বিখ্যাত যমুনা সেতু নির্মিত হয়েছে জাপানের সিংহভাগ আর্থিক সহায়তায়। এ সেতুর নামকরণ নিয়ে সংসদে যে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল, তা দেশবাসীর স্পষ্ট অবগতিতে আছে। আওয়ামী লীগের দ্বিতীয়বার ক্ষমতা লাভে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনকালে সেতুটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়। কোন সরকারই এ সেতুটির নির্মাণ কাজ শুরু ও শেষ করেননি। অথচ শেখ হাসিনা সেটির নামকরণ করতে চাইলেন 'বঙ্গবন্ধু সেতু' নামে। তাই প্রতিবাদের ঝড় উঠে। বিএনপির একজন সম্মানিত সদস্য যুক্তির খাতিরে বললেন, আমার গ্রামের একজন পাতলা-সিপসিপে লোকের

নাম চিকন আলী। পরবর্তীতে লোকটি মোটাসোটা হয়ে যায়। তখন এক ব্যক্তি তার নাম দেয় জব্বর আলী। কিন্তু কেউ তাকে নতুন নামে ডাকত না। চিকন আলী সারা জীবন চিকন আলীই থেকে গেল, জব্বর আলী হ'তে পারল না। সংখ্যাধিক্যের জোরে 'বঙ্গবন্ধু সেতু' নামকরণ হ'লেও জনগণের নিকট এটি 'যমুনা বহুমুখী সেতু' নামেই পরিচিত হবে। তৎকালীন সংসদের এসব বাকবিতণ্ডা ও কাদা ছোঁড়াছুড়ির কথা শুনে জনগণের কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছিল। তখন জনগণ সংসদ ভবনকে একটি তর্ক বিতর্কের আখড়া বলে ভেবে নিয়েছিল। জনগণের মন এদের দ্বারা দেশ সুশাসনে সন্দিহান হয়ে পড়ে।

অনেক আগে থেকেই দেশ সন্ত্রাসে ভরে গেছে। সন্ত্রাস দমনে অতি জোর তৎপরতা চালানোর ফলে কিছুদিন সন্ত্রাস হ্রাস পেয়েছিল। জনমনে শান্তি ও স্বস্তি ফিরে এসেছিল। কিন্তু ১৭ আগষ্ট দেশের ৬৩টি যেলাতে প্রায় একই সময়ে প্রকাশ্য দিবালোকে বোমা বিস্ফোরিত হ'ল। কিছুদিন সন্ত্রাসীরা যেন আত্মগোপন করেছিল। এবার তোড়জোর করে আত্মপ্রকাশ করল। অতি সহজেই এটা অনুমান করা চলে, এই সন্ত্রাসীদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ ও সম্পর্ক বিদ্যমান। ঘটনার সাথে সাথে সরকার ঘোষণা দিলেন, যে করেই হোক সন্ত্রাস উৎখাত করতে হবে। কোন সন্ত্রাসীকে কিছুতেই ছাড় দেওয়া হবে না। সরকার এ ঘোষণাও দিলেন, অহেতুক কোন নিরীহ লোককে যেন হয়রানি করা না হয়। সরকারের সাথে জনগণও সন্ত্রাস নির্মূলই চায়। কোন সন্ত্রাসীকে কেউ কখনও প্রীতির চোখে দেখে না।

সমস্যা হ'ল সরকারী কথা ও কাজে মিল পরিলক্ষিত হয় না। সন্ত্রাস দমন বাহিনী কোনদিনই সরকারী ঘোষণা মোতাবেক কাজ করে না। ফলে অজস্র লোক হয়রানির শিকার হন। এতে তাদের কোন জবাবদিহিতাও নেই। এটা গণতন্ত্রের একটা বাস্তব চিত্র। স্বয়ং সরকারও তাঁর নীতির অনুকূলে কাজ করে না। এর উদাহরণ দেশবাসীকে অবহিত করার প্রয়োজন নেই। দেশের আপামর জনসাধারণের জানা আছে যে, ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও তাঁর ৩ জন সহকর্মীকে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। সন্দিহান হয়ে সরকার যেকোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারে, সে অধিকার সরকারের আছে। অভিযুক্তরাও যামিনে মুক্তি পাবার অধিকার রাখেনে। যদি ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও তাঁর ৩ জন সহকর্মীকে যামিনে মুক্তি দেওয়া হয়, তাহ'লে কি তাঁরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবেন? একাজটি তাঁদের দ্বারা কিছুতেই হ'তে পারে না। কেননা তাঁরা এদেশের যথার্থ নাগরিক এবং সত্যিকার সন্তান। দেশের প্রতি তাঁদের মমতাবোধ অন্য কোন দেশদরদীর চেয়ে কম নেই। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে ডঃ গালিব সিকিমের বরাত দিয়ে সরকারকে সতর্ক করেছেন। তাই সরকারের শুভ বোধোদয় কামনা করি। আমি সরকারের কাছে আরয জানাই তাঁদেরকে যামিনে মুক্তি দিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের নিখুঁত বিচার করুন।

আমাদের দেশের গণতন্ত্রের স্বরূপ দেখে অতি আক্ষেপের সাথে বলতে হয়, আমরা কি চেয়েছিলাম, আর কি পেলাম? জনগণ আগেও যেমন অহেতুক নির্যাতিত হয়েছে, এখনও তেমনি হচ্ছে। দেশ এখন গণতন্ত্রের নামে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ফাঁদে ভরা। যেকোন ব্যক্তি যেকোন মুহূর্তে এ ফাঁদে পড়তে পারে। এসবের প্রতিবিধান কে করবে? গণতন্ত্রের এ জগদ্দল পাথরকে কিভাবে সরাবে? পাথর সরানোর একটি মাত্র ক্ষমতা জনগণের হাতে রয়েছে সেটি হচ্ছে ভোট। কিন্তু ফল একই। মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ মাত্র।

❒ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে 'প্রযুক্তি পল্লী'

কৃষকের মাঠে কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শনী দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি একটি নির্বাচিত গ্রামে প্রদর্শন করা যেতে পারে। সেই গ্রামটিকে আমরা 'প্রযুক্তি পল্লী' বলতে পারি। প্রযুক্তি পল্লীর মাধ্যমে প্রযুক্তি এবং এর ব্যবহারিক জ্ঞান হাতে কলমে প্রদর্শন করা যায় বলে এটি প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকর। কৃষি একটি ব্যাপক ভিত্তিক শব্দ। যার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা রয়েছে। যেমনঃ শস্য চাষ, মাছ চাষ, পশু-পাখী পালন ইত্যাদি। কৃষির প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা। যার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও পুষ্টি উন্নয়ন সহ টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা সম্ভব। আমাদের দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে কৃষিই হ'ল উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি যেমন, বিভিন্ন শস্যের জাত প্রদর্শন, একসাথে বহু ফসল চাষ, সমন্বিত সার ও সেচ ব্যবস্থাপনা, পোকামাকড় দমন, বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি, কৃষিবন, তুঁত চাষ, মৌ-চাষ, মাছ চাষ, ফুল চাষ, ধানের সাথে মাছ চাষ, বনজ, ফলজ ও ঔষধি গাছ উৎপাদন প্রযুক্তি, গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগী এবং ছাগল পালন ইত্যাদি বহু প্রযুক্তি যদি একটি নির্দিষ্ট গ্রামে বা এলাকায় হাতে কলমে প্রদর্শন করে কৃষকদের মাঝে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার করা যায়, তাহ'লে তা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ এ পরিস্থিতিতে প্রতিটি কৃষক বা কৃষক পরিবারের প্রযুক্তি নির্বাচন করার একাধিক বিকল্প সুযোগ থাকে। কৃষক তার সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করে এই একাধিক বিকল্প প্রযুক্তি থেকে নিজের সম্পদের ভিত্তিতে পসন্দমাফিক প্রযুক্তি গ্রহণ করার সুবিধা পেয়ে থাকে। ফলে সম্পদ ও প্রযুক্তি গ্রহণের মধ্যে একটা সমন্বয় সম্ভব হয়। যা পরবর্তী পর্যায়ে তার নিজের তথা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

❒ আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আকরাম হোসাইন
ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক সহকারী
আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ঈশ্বরদী, পাবনা।

প্রশ্নঃ (১/৪১)ঃ কোন ব্যবসায়ী দেউলিয়া হয়ে গেলে এবং মহাজনের নিকট হ'তে গৃহীত বকেয়া পরিশোধে অপারগ হ'লে, মহাজন তার নির্ধারিত যাকাতের মধ্যে উক্ত বকেয়া গণ্য করে বিষয়টি সমাধান করতে পারবেন কি?

-রূহুল্লাহ
হাড়াভাঙ্গা মাদরাসা
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ঋণ গ্রহীতা যেকোন কারণে অভাবগ্রস্ত হ'লে এবং ঋণ পরিশোধে অপারগ হ'লে, যাকাত দাতা মহাজন যদি উক্ত ব্যক্তির ঋণকে নিজের যাকাতের মধ্যে গণ্য করেন, তাহ'লে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কারণ ঋণ গ্রহীতা যাকাতের অংশ নিয়েও তার ঋণ পরিশোধ করতে পারে, যা শরী'আত কর্তৃক অনুমোদিত। আর এভাবে মহাজন উক্ত ব্যক্তির ঋণকে তার যাকাতের মধ্যে গণ্য করে একদিকে যেমন তাকে ঋণ মুক্ত করলেন, অপরদিকে তার যাকাতও আদায় হয়ে গেল *(ফিক্বহুয যাকাত ২/৮৪৯ পৃঃ)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তাহ'লে তার সুবিধাজনক সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাক। আর তোমরা যদি ছাদাক্বা দিয়ে দাও তাহ'লে তা তোমাদের জন্য খুবই উত্তম, যদি তোমরা জান' *(বাক্বারাহ ২৮০)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে এক ব্যক্তি ফল ক্রয় করে বিপদে পড়ে যায়। তার ঋণের পরিমাণ বেড়ে যায়। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা সকলে এই লোকটিকে যাকাত প্রদান কর' *(ছহীহ মুসলিম ২/১৬ পৃঃ 'ঋণ মওকূফ করা' অনুচ্ছেদ; মুহাল্লা ৬/১০৫-১০৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২/৪২)ঃ মসজিদে জানাযার ছালাত পড়া জায়েয আছে কি?

-আলহাজ্জ ছিয়ামুদ্দীন
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ জানাযার ছালাত মসজিদের ভিতরে এবং বাহিরে উভয় জায়গায় পড়া জায়েয আছে। তবে কোন সমস্যা না থাকলে বাহিরে খোলা মাঠে পড়াই উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিকাংশ সময় মসজিদের বাহিরেই জানাযা পড়াতেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৫০ পৃঃ)*। সুহায়েল বিন বায়যা (রাঃ)-এর জানাযা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদের মধ্যে পড়েছিলেন। আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর জানাযাও মসজিদের ভিতরে হয়েছিল *(বায়হাক্বী ৪/৫২ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১২১ ও ১২২)*।

প্রশ্নঃ (৩/৪৩)ঃ খাদ্য খাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করতে হয়। কিন্তু ঔষধ খাওয়ার সময়ও কি 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে?

- সোলায়মান
আটমূল, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ ঔষধও খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। সেকারণ ঔষধ খাওয়ার সময়েও 'বিসমিল্লাহ' বলা সুন্নাত। ঔষধ খাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলতে হয় না মর্মে সমাজে প্রচলিত কথাটি ঠিক নয়। ওমর ইবনু আবী সালামাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, 'তুমি আল্লাহ্‌র নাম নাও এবং ডান হাত দ্বারা খাদ্য খাও' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৫৯)*।

প্রশ্নঃ (৪/৪৪)ঃ 'নিয়ামুল কোরআন' বইয়ে লেখা আছে, বরকতের আশায় মৃত ব্যক্তির কাফনে 'বিসমিল্লাহ' অথবা 'লা ইলা-হা' লিখে দিলে কবরের আযাব কিছুটা হ'লেও হালকা হয়। এর সত্যতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ বদিয়ার রহমান
কুলাঘাট বাজার, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন ও বানাওয়াট। মৃত ব্যক্তির কাফনে 'বিসমিল্লাহ' বা অন্য কিছু লেখার বিষয়টি কুরআন-সুন্নাহ, ইজমায়ে ছাহাবা এমনকি মুজতাহিদগণের বক্তব্য দ্বারাও সাব্যস্ত নয় *(ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭০০ 'জানাযা' অধ্যায়)*। এটি সমাজে প্রচলিত একটি বিদ'আতী প্রথা মাত্র। যা সত্বর পরিত্যাজ্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কেউ যদি এমন কোন আমল করে, যার প্রতি আমার নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুসলিম হা/৪৪৬৮, ২/৭৭ পৃঃ 'মীমাংসা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৫/৪৫)ঃ ধূমপান করলে নাকি ওযূ ভঙ্গ হয় না। এটা কি ঠিক?

-হাফেয সৈয়দ ফয়েয
ধামতী মীরবাড়ী
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ধূমপান একটি নেশা জাতীয় দ্রব্য, যা হারাম। সুতরাং ওযূ নষ্ট হওয়া বা না হওয়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। শুধু ধূমপান নয় যেকোন দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য খেয়ে মসজিদে গেলে ফেরেশতা ও মুছল্লীগণ কষ্ট পান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য খেয়ে মসজিদে যেতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৭ 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। তাই ধূমপানের ন্যায় যাবতীয় হারাম দ্রব্য থেকে বিরত থাকা অত্যাবশ্যক। উল্লেখ্য যে, খাদ্য হালাল বা হারাম হওয়ার সাথে ওযূ ভঙ্গের কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্নঃ (৬/৪৬)ঃ অনেকে গমের দরে অর্ধ ছা' হিসাবে টাকা দ্বারা ফিৎরা দিয়ে থাকেন। এটা কি ঠিক?

-হাফেয শহীদুল্লাহ খান
তুলাগাঁও, সুলতানপুর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ প্রথমতঃ ফিৎরা একটি ইবাদত। তাই কোন কৌশল অবলম্বন করে নয়; বরং ছহীহ হাদীছ মোতাবেক গম হোক বা চাউল হোক প্রধান খাদ্যদ্রব্য হ'তে এক ছা' পরিমাণ ফিৎরা দেওয়াই ফরয *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮১৫)*। অর্ধ ছা' ফিৎরা দেওয়ার কোন ছহীহ হাদীছ নেই। এটা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর নিজস্ব মতামত মাত্র। তাঁর যুগে সিরিয়ার গম মদীনায় আমদানী হ'লে উচ্চ মূল্যের বিবেচনায় তিনি গমে অর্ধ ছা' ফিৎরা দিতে বলেন। কিন্তু আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) সহ অন্যান্য ছাহাবীগণ মু'আবিয়া (রাঃ)-এর এই ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত অমান্য করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও প্রথম যুগের আমলের উপরেই অটল থাকেন। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'যারা অর্ধ ছা' গমের ফিৎরা দেন কেবল তারা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর রায়ের অনুসরণ করেন' *(দ্রঃ ফাৎহুল বারী (কায়রো ছাপা, ১৪০৭ হিঃ), ৩/৪৩৮ পৃঃ)*।

দ্বিতীয়তঃ খাদ্যবস্তু ছাড়া টাকা দ্বারা ফিৎরা দেওয়ার নিয়ম ইসলামের স্বর্ণযুগে ছিল না। অথচ সে যুগেও টাকা বা মুদ্রার প্রচলন ছিল। তথাপি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খাদ্যদ্রব্য দ্বারাই ফিৎরা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমাদেরও উচিত হবে টাকা-পয়সার পরিবর্তে সরাসরি চাউল, গম বা প্রধান খাদ্যদ্রব্য দ্বারা ফিৎরা আদায় করা।

প্রশ্নঃ (৭/৪৭)ঃ অমুসলিমদের দান মসজিদে বা মসজিদের ইমামকে বেতন হিসাবে দেওয়া যাবে কি?

- রাফী ওছমান
পলাশতলী, চিতেশ্বরী, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।

উত্তরঃ অমুসলিমদের দান মসজিদে বা ইমামকে বেতন হিসাবে দেওয়া জায়েয আছে। আবু হুমায়েদ বর্ণনা করেন, আয়লার শাসক নবী করীম (ছাঃ)-কে একটি সাদা খচ্চর উপহার দিয়েছিলেন এবং তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন *(বুখারী ২/১৯৫ পৃঃ, 'মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করা' অনুচ্ছেদ)*। এছাড়া পবিত্র কা'বা ঘরও মুশরিকদের দান দ্বারা নির্মিত হয়েছিল *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৬১, 'কা'বা ঘর নির্মাণ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৮/৪৮)ঃ মিথ্যা অভিযোগে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা জায়েয আছে কি? অভিযোগ প্রমাণিত না হ'লে আটকে রাখার পরিণাম জানিয়ে বাধিত করবেন।

- এনামুল হক
জ্যোতবাজার, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ জেনে শুনে মিথ্যা অভিযোগে কাউকে গ্রেফতার করা মহা অন্যায়। তবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা যায়। কিন্তু অভিযোগ প্রমাণিত না হ'লে তাকে অবশ্যই সত্বর মুক্তি দিতে হবে। বাহয বিন হাকীম তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (ছাঃ) জনৈক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বন্দী করেছিলেন। জিজ্ঞাসাবাদে সে নিরপরাধ প্রমাণিত হ'লে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছেড়ে দেন *(আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/২৭৮৫; বাংলা মিশকাত হা/৪৪৮৪ 'বিচার-বিধান ও সন্ধি' অনুচ্ছেদ)*।

অপরদিকে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার পর কোন ব্যক্তিকে আটক রাখা নিঃসন্দেহে তার উপর অত্যাচারের নামান্তর। আর ঐ অত্যাচারী শাসকের পরিণতিও হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যুলুম থেকে বেঁচে থাক। কেননা যুলুম ক্বিয়ামতের দিন অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৬৫)*। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি আমার জন্য যুলুম হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্যও হারাম করেছি। অতএব তোমরা পরস্পরের উপর যুলুম করো না' *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১৪৯৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'শাসকদের মধ্যে সর্বাধিক মন্দ হচ্ছে সে, যে যালিম ও নির্যাতনকারী' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, 'ক্বিয়ামতের' দিন অত্যাচারী ও যালেম শাসকরাই হবে আল্লাহ্র নিকটে সমস্ত মানুষের চাইতে নিকৃষ্ট এবং কঠিন আযাবের অধিকারী *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৭০৪)*। উল্লেখ্য যে, অত্যাচারী শাসক বা যেই হোক তাকে নিরপরাধ অত্যাচারিত ব্যক্তির নিকটে অবশ্যই ক্ষমা চাইতে হবে। অন্যথা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। কেননা এটি বান্দার হক *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৭)*।

প্রশ্নঃ (৯/৪৯)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ কি নাক, কান ফোঁড়ায়ে অলঙ্কার ব্যবহার করতেন?

- শামীমা
পাঁচরুখী, আড়াই হাযার, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ উম্মাহাতুল মুমিনীনদের পক্ষ থেকে নাক, কান ফোঁড়ানো বা না ফোঁড়ানো সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে অন্যান্য মহিলা ছাহাবীগণ ব্যবহার করতেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন- জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ঈদের ছালাত আদায় করেছি, খুৎবার পূর্বে তিনি বিনা আযান ও ইক্বামতে ছালাত আদায় করেছেন। অতঃপর পুরুষদের উদ্দেশ্যে খুৎবা প্রদানের পর মহিলাদের নিকটে গিয়েও ওয়ায-নছীহত করেছেন। তাদেরকে ছাদাক্বাহ করার নির্দেশ দিলে তারা তাদের কানের দুল ও গলার হার বেলাল (রাঃ)-এর কাপড়ে জমা দিয়েছেন *(মুসলিম ১/২৯০ পৃঃ, 'দুই ঈদের ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১০/৫০)ঃ ছালাত অবস্থায় পিতা-মাতার ডাকে সাড়া দেওয়া যাবে কি? সাড়া দিলে ঐ ছালাত পুনরায় কিভাবে পড়তে হবে?

- ওবায়দুল্লাহ
নারান জোল (পূর্ব পাড়া), সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ নফল ছালাত অবস্থায় পিতা-মাতার গুরুত্বপূর্ণ আহ্বানে সাড়া দেওয়া শরী'আত সম্মত। কারণ

Contents

পিতা-মাতার আনুগত্য করা ফরয। এ মর্মে বাণী ইসরাঈলের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এক মহিলা তার ছেলেকে ডাকল। তখন তার ছেলে গির্জায় ছালাত অবস্থায় ছিল। মা বলল, হে জুরাইজ! ছেলে মনে মনে বলল, হে আল্লাহ! একদিকে আমার মায়ের ডাক অপরদিকে আমার ছালাত। মা এভাবে জুরাইজকে তিনবার ডাকলেন। অবশেষে জুরাইজের সাড়া না পেয়ে বিরক্ত হয়ে মা অভিশাপ করে বললেন, হে আল্লাহ! পতিতাদের সাক্ষাৎ ব্যতীত যেন জুরাইজের মৃত্যু না হয়। সে সময় জনৈকা রাখালিণী জুরাইজের গীর্জায় আসা যাওয়া করত। এক সময় সে একটি সন্তান প্রসব করলে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়- এ সন্তান কার ঔরসজাত? সে বলল, জুরাইজের ঔরসের। তখন জুরাইজের উপর নানা রকম নির্যাতন চালানো হয়। পরে জুরাইজ গীর্জা থেকে নেমে এসে জিজ্ঞেস করল, কোথায় সে মেয়েটি? সন্তানসহ মেয়েটিকে উপস্থিত করা হ'লে ঐ সন্তানকে লক্ষ্য করে জুরাইজ বলল, তোমার পিতা কে? নবজাতক তখন বলল, অমুক রাখাল *(বুখারী, হা/১২০৬ 'মা তার ছালাত রত অবস্থায় সন্তানকে ডাকা' অনুচ্ছেদ; ফাৎহুল বারী ৩/১০০, ৬/৫৯৭ পৃঃ 'নবীগণের কাহিনী' অধ্যায়)*। এভাবে জুরাইজের মায়ের বদদো'আ বাস্তবে রূপ লাভ করে। অতএব উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পিতা-মাতার আহ্বানে সাড়া দেওয়াই কর্তব্য।

আর উক্ত ছুটে যাওয়া ছালাত পুনরায় একই নিয়মে আদায় করে নিবে। 'সুবুলুস সালাম' গ্রন্থকার বলেন, ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, ছালাত কোনভাবে নষ্ট হয়ে গেলে পুনরায় তা নতুনভাবে আদায় করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন ছালাত অবস্থায় বমি করবে, তখন সে যেন ছালাত ছেড়ে দিয়ে পুনরায় ওযূ করে নতুনভাবে ছালাত আদায় করে' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্ব সুবুলুস সালাম ১/১৪৩-৪৪ পৃঃ দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (১১/৫১)ঃ কোন জারজ সন্তান তার কথিত পিতার সম্পত্তিতে অংশীদার হ'তে পারবে কি?

-জসীম, দিনাজপুর।

উত্তরঃ জারজ সন্তান হওয়ার কারণে সে কথিত পিতার সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৬৫০ পৃঃ)*। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জারজ সন্তানদের জন্য কোন অংশ নির্ধারণ করেননি *(নিসা ১১, ১২)*। তবে মানবিক কারণে উক্ত পিতা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তাকে কিছু দিতে পারে।

প্রশ্নঃ (১২/৫২)ঃ কেউ যদি জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরে উঁকি মারে, আর চোর মনে করে তার চোখে সিক ঢুকিয়ে দেওয়ার কারণে চোখ নষ্ট হয়ে যায়, তাহ'লে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কি?

-আছগর
দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, ঢাকা।

উত্তরঃ এ ধরনের ঘটনা ঘটলে শরী'আতের দৃষ্টিতে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'কেউ যদি অনুমতি ব্যতীত তোমার ঘরের দিকে উঁকি মারে আর তুমি তার প্রতি কংকর বা ঢিলা নিক্ষেপ করার কারণে তার চোখ নষ্ট হয়ে যায়, তবে তোমার কোন পাপ হবে না। অর্থাৎ কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৫১৪; বাংলা মিশকাত হা/৪২৩২ 'যে সমস্ত অপরাধে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৫৩)ঃ বিতর ছালাতে দো'আয়ে কুনূতের পরিবর্তে অন্য কোন দো'আ পড়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ ইকবাল
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিতর ছালাতে দো'আয়ে কুনূতের পরিবর্তে অন্য নির্দিষ্ট কোন দো'আ পড়ার দলীল পাওয়া যায় না। তাই ছহীহ সূত্রে যে দো'আটি বর্ণিত হয়েছে সেটি পাঠ করাই উত্তম। তবে নিজের মঙ্গলার্থে ও ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে অন্যান্য দো'আ পাঠ করা যায় *(মির'আতুল মাফাতীহ ৪/২৮৫ পৃঃ 'বিতর' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৫৪)ঃ জুম'আর দিন মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দরজার নিকটে এসে পশ্চিম দিকে মুখ করে সালাম দিতে হবে মর্মে কোন দলীল আছে কি?

-মুনীরুদ্দীন
নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তরঃ মসজিদে প্রবেশ এবং বের হওয়ার সময় মুছল্লীগণকে সম্বোধন করে সালাম দেওয়া ফরযে কিফায়াহ-এর অন্তর্ভুক্ত *(আল-ইনসাফ, হা/৬৪৮, ৫/২৩৬)*। যেমনটি কোন মজলিসে উপস্থিত হওয়া ও বের হওয়ার ক্ষেত্রে দিতে হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ কোন মজলিসে উপস্থিত হবে তখন সে যেন মজলিসে প্রবেশ এবং মজলিস ত্যাগ করার সময় সালাম প্রদান করে' *(আল-আদাবুল মুফরাদ, সনদ ছহীহ, হা/১০০৭, পৃঃ ৩৬৩, 'মজলিসে আগমনের সময় সালাম দেওয়া' অনুচ্ছেদ)*। তবে জুম'আর দিন মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় পশ্চিম দিকে মুখ করে সালাম দেয়ার কোন দলীল নেই।

প্রশ্নঃ (১৫/৫৫)ঃ ঈদগাহ থাকা সত্ত্বেও জায়নামায বা মাদুর নিয়ে আসার ঝামেলায় বড় মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি?

-আব্দুস সালাম
নন্দলালপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ ঈদের ছালাত খোলা ময়দানে তথা ঈদগাহে আদায় করাই সুন্নাত। তবে নিতান্ত কোন কারণে ময়দানে যাওয়া অসম্ভব হ'লে মসজিদে পড়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীর পূর্ব দরজার বাইরে ৫০০ গজ দূরে

'বাৎহান' প্রান্তরে ঈদায়নের ছালাত আদায় করতেন *(মির'আতুল মাফাতীহ ২/৩২৭; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৭)*। সুতরাং জায়নামায ও মাদুর নিয়ে আসার ঝামেলায় বা বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে ময়দান ছেড়ে মসজিদে ঈদের জামা'আত করা সম্পূর্ণ সুন্নাত বিরোধী *(বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১১২)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৫৬)ঃ বজ্রের সময়ে কোন্ দো'আ পড়তে হয় জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবু রায়হান
সাজিয়াড়া, ডুমুরিয়া, খুলনা।

উত্তরঃ বজ্র বা মেঘের গর্জন শুনলে নিম্নের দো'আটি পড়তে হয়-

سُبْحَانَ الَّذِىْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ-

উচ্চারণঃ সুবহা-নাল্লাযী ইয়ুসাব্বিহুর রা'দু বিহামদিহী ওয়াল মালা-ইকাতু মিন খীফাতিহি।

অর্থঃ 'পাক পবিত্র সেই মহান সত্তা, মেঘের গর্জন প্রশংসা সহকারে যাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং যাঁর ভয়ে ভীত হয়ে ফেরেশতাগণও তার মহিমা বর্ণনা করে' *(রা'দ ১৩; মুওয়াত্ত্বা ২/৯৯২; আল-আযকার, পৃঃ ৭৯)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৫৭)ঃ সংসারের জন্য ব্যয় করা কি ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত?

-আব্দুল হামীদ
বিশ্বনাথপুর
কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ছওয়াবের প্রত্যাশা নিয়ে নিজ পরিবারে ব্যয় করলেও তা ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত হবে। আবু মাস'উদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন কোন মুসলমান নিজ পরিবারের জন্য খরচ করে এবং তাতে ছওয়াবের আশা রাখে, তখন তার পক্ষে এটি দান হিসাবে গণ্য হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৩০; বাংলা মিশকাত হা/১৮৩৪ 'শ্রেষ্ঠদান' অনুচ্ছেদ)*। উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আবু সালামার সন্তানদের জন্য খরচ করায় আমার ছওয়াব হবে কি? তারা তো আমারই সন্তান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তাদের জন্য খরচ কর। এতে তোমার ছওয়াব হবে যে পরিমাণ তুমি খরচ করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৩৩; বাংলা মিশকাত হা/১৮৩৭)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৫৮)ঃ রোগজনিত কারণে প্রস্রাব করার পর কখনো ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব আসে। ছালাত অবস্থাতেও কখনো এরূপ হয়। এমতাবস্থায় ছালাত হবে কি?

-আল-আমীন
বিনোদপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাত অবস্থায় এমনটি হ'লে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। তবে প্রত্যেক ছালাতের জন্য নতুন করে ওযূ করতে হবে। যেমন 'ইস্তেহাযা' রোগের কারণে মহিলাদের সব সময় রক্ত আসে। এজন্য হাদীছে তাদেরকে প্রত্যেক ছালাতের জন্য নতুন করে ওযূ করতে বলা হয়েছে *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬০)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৫৯)ঃ স্ত্রীকে মোহর দিতে চাওয়ার পর তা গ্রহণ না করে যদি সেচ্ছায় ক্ষমা করে দেয়, তাহ'লে উক্ত মোহরের জন্য স্বামী দায়ী থাকবে কি।

-এম এ ক্বাইয়ূম
ওয়াবদা বাজার, কুলাঘাট
লালমণিরহাট।

উত্তরঃ স্বামীর পক্ষ থেকে দেওয়া মোহর স্ত্রীকে গ্রহণ করা উচিত। কারণ এটা তার প্রাপ্য। তবে কোন স্ত্রী সেচ্ছায় ক্ষমা করে দিলে তাতে স্বামী দায়ী থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, '... স্ত্রীদের মোহরানা সন্তুষ্টচিত্তে আদায় কর। অবশ্য তারা যদি মনের খুশীতে মোহরানার কোন অংশ তোমাদের ছাড় দেয়, তবে তা তোমরা সানন্দে গ্রহণ করতে পার' *(নিসা ৪)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অবশ্য মোহরানার প্রস্তাব হওয়ার পর পারস্পরিক সন্তুষ্টি সহকারে যদি তোমাদের মধ্যে সমঝোতা হয়ে যায়, তবে কোন দোষ নেই' *(নিসা ২৪)*। অত্র আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী সন্তুষ্টচিত্তে মোহরানা ছাড় দিলে স্বামী দায়ী হবে না।

প্রশ্নঃ (২০/৬০)ঃ হাদীছে মদ তৈরী হয় এমন পাঁচ প্রকারের বস্তুর নাম পাওয়া যায়। যেমন- আঙ্গুর, খেজুর, গম, যব ও মধু (বুখারী, বাংলা মিশকাত হা/৪০৪২)। কিন্তু বর্তমানে এগুলি ছাড়াও অনেক বস্তু হ'তে মদ তৈরী হয়। তাহ'লে এগুলি কি মদের অন্তর্ভুক্ত হবে না?

-শহীদুল ইসলাম
তেঁথুলিয়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ তৎকালীন আরবে সাধারণতঃ উক্ত পাঁচ প্রকারের জিনিষ দ্বারাই মদ তৈরী হ'ত। সেকারণ হাদীছে উক্ত পাঁচ প্রকারের কথা বর্ণিত হয়েছে। মূলতঃ নেশা জাতীয় সকল প্রকার জিনিষই ইসলামে হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক নেশাজাতীয় দ্রব্যই মাদকতা এবং প্রত্যেকই মাদকতাই হারাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮)*। অতএব যে বস্তু দ্বারাই মদ তৈরী হোক তা নিঃসন্দেহে হারাম।

প্রশ্নঃ (২১/৬১)ঃ অমুসলিম ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বললে জবাবে কি বলতে হবে?

-মোস্তাক্ব আহমাদ
পুরানা মোগলটুলী, ঢাকা।

উত্তরঃ অমুসলিম ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বললে তার জবাবে নিম্নের দো'আটি বলতে হবে-

يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ-

উচ্চারণঃ ইয়াহ্দীকুমুল্লাহু ওয়া ইউছলেহু বা-লাকুম। অর্থাৎ

'আল্লাহ তোমাদের সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং অবস্থা ভাল করুন' *(তিরমিযী, আহমাদ, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৭৪০)*।

প্রশ্নঃ (২২/৬২)ঃ ইমামের ভুল হওয়ায় মহিলা মুছল্লী 'সুবহা-নাল্লাহ' বলে লোকমা দিলে ছালাত পুনরায় পড়তে হবে কি?

-আমেনা বেগম
ফুলবাড়িয়া, কাথুলী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ উক্ত কারণে ছালাত পুনরায় পড়তে হবে না। এটি এমন কোন মারাত্মক ভুল নয়, যা ছালাতের ক্ষতি করবে। শুধু পদ্ধতিগত ভুল। নিয়ম হ'ল- ইমামের ভুল হ'লে পুরুষ মুক্তাদী 'সুবহা-নাল্লাহ' বলবে আর মহিলা মুক্তাদী হাত দ্বারা হাতের পিঠে থাবা মেরে লোকমা দিবে বা স্মরণ করিয়ে দিবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৮৮, 'ছালাত অবস্থায় নাজায়েয ও জায়েয আমল সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৬৩)ঃ ওযূ শেষে আকাশের দিকে তাকিয়ে দো'আ পাঠ করা সম্পর্কে কোন হাদীছ আছে কি?

- আব্দুর রহীম
বানীজুড়ি, মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তরঃ ওযূ শেষে দো'আ পাঠের সময় আকাশের দিকে তাকানো সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। তবে এ বিষয়ে একটি 'মুনকার' বা যঈফ হাদীছ রয়েছে, যা আমলযোগ্য নয়' *(দ্রঃ আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ১/১৩৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৬৪)ঃ জুম'আর দিনে কোন মুসলিম ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে কবরের আযাব হ'তে রক্ষা পাবে, এ কথা কি ঠিক?

-ফেরদাউস
শাখারীপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য একটি ছহীহ হাদীছের মর্মার্থ। আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কোন মুসলমান জুম'আর দিনে অথবা জুম'আর রাতে মারা গেলে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কবরের ফিৎনা (আযাব) হ'তে রক্ষা করেন' *(আহমাদ, তিরমিযী, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৩৬৭)*। উল্লেখ্য, তিরমিযী বর্ণিত এই হাদীছটি যঈফ হ'লেও একই মর্মে তাবারাণী বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ' *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৩৬৭-এর টীকা নং ১ দ্রঃ)*

প্রশ্নঃ (২৫/৬৫)ঃ পবিত্র কুরআন মুখস্থ রাখার বিনিময়ে একজন হাফেয পরকালে কি পাবে?

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী মিরবাড়ী, কুমিল্লা।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনের হাফেযগণ ক্বিয়ামতের দিন এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হবেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন কুরআনের অধিকারীকে বলা হবে কুরআন তেলাওয়াত করতে থাক এবং জান্নাতের উপর দিকে যেতে থাক। অক্ষর ও শব্দ স্পষ্টভাবে তেলাওয়াত করতে থাক, যেভাবে দুনিয়াতে তেলাওয়াত করতে। তোমার তেলাওয়াতের শেষ স্তর হবে তোমার বসবাসের স্থান *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/২১৩৪)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৬৬)ঃ আমি নিয়মিত ছালাত আদায় করতাম এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতাম। এক সময় কসম করে বলেছিলাম, আল্লাহ আমি সিনেমা দেখলে আমার ইহকাল ও পরকাল ধ্বংস করে দিয়ো। কিন্তু শয়তানের ধোঁকায় পড়ে পুনরায় আমি উক্ত অন্যায় করে বসি। এক্ষণে আমাকে কি তওবা করতে হবে, নাকি কাফফারা দিতে হবে?

-ক্বামারুযযামান
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ বর্ণিত অবস্থায় একাগ্রচিত্তে তওবা করতে হবে এবং কসম ভঙ্গের কারণে কাফফারাও দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা যেসব অর্থহীন কসম করে থাক আল্লাহ সেজন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। তবে তোমরা জেনে বুঝে যেসব কসম কর সে সম্পর্কে আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। এ ধরনের কসম ভঙ্গ করার জন্য কাফফারা হচ্ছে দশজন মিসকীনকে মধ্যম খাবার খাওয়ানো, যা তোমরা তোমাদের ছেলে-মেয়েদের খাওয়ায়ে থাক। অথবা তাদেরকে কাপড় দান করা কিংবা একটি দাস মুক্ত করা' *(মায়েদাহ ৮৯)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৬৭)ঃ আমি কোন কারণ বশতঃ আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলাম, হে আল্লাহ তুমি যদি আমার অমুক গুনাহ ক্ষমা কর, তাহ'লে মাগরিবের পর যে 'ছালাতুল আউয়াবীন' রয়েছে তা চিরদিন পড়ব। সে মোতাবেক নিয়মিত এই ছালাত আদায় করে আসছি। কিন্তু কারণবশত ছুটে গেলে গুনাহ হবে কি?

-হাফীযুর রহমান
তুলশীপুর, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ গুনাহ মাফের জন্য যেকোন সময়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে ক্ষমা চাওয়া সুন্নাত *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩২৪)*। ক্ষমার জন্য নিয়মিত ছালাত আদায় করা সুন্নাত নয়। অপরদিকে মাগরিবের পর 'ছালাতুল আউয়াবীন' নামে ছয় রাক'আত ছালাত আদায়ের প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটিও জাল *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৭৩)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৬৮)ঃ এক রাক'আত বিতর পড়ার সপক্ষে দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুশাররফ হোসাইন
সোনাচাকা, নোয়াখালী।

উত্তরঃ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'বিতর এক রাক'আত' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১২৫৫; বাংলা মিশকাত হা/১১৮৬)*। এছাড়া এ সম্পর্কে আরো অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(দ্রঃ মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৫৪; আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৬৫-৬৬)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৬৯)ঃ আমি একজন নতুন আহলেহাদীছ। আমাদের ঈদগাহে ছয় তাকবীরে ঈদের ছালাত হয়।

Contents

এমতাবস্থায় ইমামের পিছনে ১২ তাকবীর দিলে আমার ছালাত হবে কি?

-শেখ সাদী
ছোটশেলুয়া, তিতুদহ, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তরঃ ইমামের পিছনে ১২ তাকবীর দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ ইমামের অনুসরণ করা আবশ্যক *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*। এতে ছালাতের ক্ষতি হ'লে সরাসরি ইমাম দায়ী হবেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩)*। তবে যে ঈদগাহে ১২ তাকবীরে ছালাত হয় সেখানে যাওয়াই উত্তম। উল্লেখ্য, ছয় তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন বর্ণনা নেই *(বিস্তারিত দ্রঃ 'মাসায়েলে কুরবানী' বই)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৭০)ঃ মসজিদের ক্যাশিয়ার মসজিদ ফাণ্ডের টাকা দিয়ে ব্যবসা করতে পারে কি?

-শিশির
সিংগা পূর্বপাড়া, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ মসজিদের ক্যাশিয়ার মসজিদ ফাণ্ডের টাকা দিয়ে নিজের জন্য ব্যবসা করতে পারবে না। কারণ এই টাকা তার ব্যক্তিগত নয়। তবে মসজিদ কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে লভ্যাংশ মসজিদে প্রদানের চুক্তিতে ব্যবসা করতে পারবে *(বুলূগুল মারাম হা/৮৯৫; ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১/২৫৮)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৭১)ঃ জনৈক ব্যক্তি একটি গরু কুরবানীর নিয়ত করেন। কিন্তু গরুটি রোগাক্রান্ত হ'লে যবেহ করে গোশত বিক্রি করেন। এভাবে গোশত বিক্রি করা জায়েয হয়েছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ এমন প্রাণী যবেহ করা এবং তার গোশত বিক্রি করা জায়েয। তবে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে আরেকটি উত্তম কুরবানী ক্রয় করবে *(মির'আতুল মাফাতীহ ২/৩৬৮-৬৯ ও ৫/১১৭-১২০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৭২)ঃ জনৈক মুছল্লী ছালাত অবস্থায় বিদ্যুৎ আসলে এক পা সামনে অগ্রসর হয়ে সুইজ অন করেন। এধরণের কাজ করলে ছালাত হবে কি?

-এফ,এম, লিটন
কাঠিগ্রাম, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ ফরয ছালাতে এধরণের কাজ করা যাবে না। তবে একান্ত প্রয়োজন হ'লে নফল ছালাতে করা যেতে পারে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছালাতের মধ্যে এদিক সেদিক দেখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এটা শয়তানের ছোঁ মারা, শয়তান ছোঁ মেরে বান্দার ছালাতের কিছু অংশ নিয়ে যায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯৮২)*। অন্য হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নফল ছালাত আদায় করছিলেন, তখন দরজা বন্ধ ছিল। আমি এসে দরজা খোলার জন্য বললাম। তিনি সামান্য হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। তারপর ছালাতের স্থানে ফিরে গেলেন *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১০০৫)*। হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফরয ছালাত অবস্থায় এদিক সেদিক তাকানো বা আগে পিছে বাড়া যাবে না। তবে নফল ছালাতে বিশেষ প্রয়োজনে এমনটি করা যায় *(দ্রঃ মির'আতুল মাফাতীহ ৩/৩৭৯ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৭৩)ঃ বিবাহের অনুষ্ঠানে যবেহকৃত গরু-ছাগলে আক্বীক্বার নিয়ত করা যাবে কি?

-আব্দুল আলীম
বল্লা বাজার, চৌডালা
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ আক্বীক্বা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত, যা জন্মের সপ্তম দিনেই করতে হয় *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪১৫৩)*। পরবর্তীতে আক্বীক্বা করা সম্পর্কে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না। তাই বিবাহের অনুষ্ঠানে যবেহকৃত গরু-ছাগলে আক্বীক্বার নিয়ত করা যাবে না। অনুরূপভাবে কুরবানীর পশুতে আক্বীক্বার নিয়ত করারও কোন শারঈ বিধান নেই। এসবই পরবর্তীতে চালুকৃত বিদ'আত, যা প্রকৃত সুন্নাত অনুসরণে বাধাগ্রস্ত করে।

প্রশ্নঃ (৩৪/৭৪)ঃ সৎ মামার সাথে বিবাহ বৈধ কি

- আব্দুস সুবহান
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ সৎ মামার সাথে বিবাহ বৈধ নয়। কারণ কুরআন মাজীদে যাদের সাথে বিবাহ হারাম করা হয়েছে সৎ ভাগ্নী তাদের অন্তর্ভুক্ত *(নিসা ২৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৭৫)ঃ অনেক মোবাইল সেটে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' লেখা থাকে। এসমস্ত মোবাইল নিয়ে বাথরুমে যাওয়া যাবে কি?

-মুহসিন আকন্দ
জোরবাড়িয়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' একটি পবিত্র বাক্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটিকে সর্বোত্তম যিকর বলেছেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩০৬)*। অতএব উক্ত পবিত্র বাক্য লেখা সম্বলিত মোবাইল সেট নিয়ে বাথরুমে গমন তো দূরের কথা উক্ত বাক্য মোবাইল সেটে লেখাই উচিত নয়। কেননা এর দ্বারা উক্ত পবিত্র কালেমার অবমাননা করা হয় *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, মাসআলা নং ১২৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৭৬)ঃ আবুদাউদের একটি হাদীছে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃতকে দাফন করার কাজ যখন সমাধা করতেন তখন সেখানে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার জন্য দৃঢ়তার আহ্বান কর। কেননা তাকে এখন প্রশ্ন করা হচ্ছে'। উক্ত হাদীছ কি ছহীহ?

-ক্বামারুযযামান
মুহাম্মাদপুর, ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ হাদীছটি ছহীহ *(আবুদাঊদ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৩৩)*। তবে উক্ত হাদীছ দ্বারা দলবদ্ধভাবে হাত তুলে দো'আ করা এবং আমীন আমীন বলা প্রমাণিত হয় না। বরং প্রত্যেকেই মাইয়েতের জন্য স্ব স্ব দায়িত্বে মাগফিরাত কামনা করবে এটাই প্রমাণিত হয়। যেমন অন্য হাদীছে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দো'আ করার কথা বর্ণিত হয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭১৬ 'জানাযা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৭৭)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর নিজের আক্বীক্বা নিজেই করেছেন। একথা কি সত্য?

-আয়েশ উদ্দীন
পশ্চিম দোয়ারপাল, পোরশা, নওগাঁ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের আক্বীক্বা নিজে করেছেন মর্মে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে তা নিতান্তই যঈফ *(বাযযার, যাদুল মা'আদ ২/৩০৩ পৃঃ)*। সুবুলুস সালাম গ্রন্থকার বলেন, হাদীছটি বাতিল।

প্রশ্নঃ (৩৮/৭৮)ঃ জনৈক ব্যক্তি তার হালের একটি গরুর ব্যাপারে মানত করে যে, চার বছর পর এটি কুরবানী করবে। কিন্তু তার আগেই গরুটি মারা যায়। এখন করণীয় কি?

-আব্দুল মজীদ
নাচুনিয়া পূর্বপাড়া, তেরখাদা, খুলনা।

উত্তরঃ মানতকৃত বস্তুই যেহেতু নেই তাই তার করণীয়ও কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আদম সন্তানকে এমন বস্তুর মানত পূরণ করতে হবে না, যা তার আয়ত্তের মধ্যে নেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৭৯)ঃ মুছাফাহার সঠিক পদ্ধতি কি? দু'হাতে মুছাফাহা করার পক্ষে কি কোন ছহীহ হাদীছ আছে?

-মুহিব্বুর রহমান হেলাল
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ মুছাফাহা (المصافحة) শব্দটি বাবে مفاعلة -এর ক্রিয়ামূল। এর আভিধানিক অর্থঃ الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد অর্থাৎ এক হাতের তালুর সাথে অন্য হাতের তালুকে আঁকড়িয়ে ধরা *(মিশকাত, পৃঃ ৪০১, হাশিয়া ৬)*। আরবী ভাষার কোন অভিধানে চার হাতের সংযোগকে মুছাফাহা বলে অভিহিত করা হয়নি।

নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী বলেন, দুই দুই করে চার হাতের তালু মিলিয়ে মুছাফাহার প্রমাণে কোন মারফূ' হাদীছ নেই *(তানকীহুর রুওয়াত শরহ মিশকাত 'মুছাফাহা' অনুচ্ছেদ ৩/২৮৭ পৃঃ, টীকা ৬)*।

(১) হাসান বিন নূহ বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন বুসরকে বলতে শুনেছি, তোমরা আমার এই হাতের তালুটি দেখেছ? তোমরা সাক্ষী থাক, আমি এই তালুটি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর তালু মুবারকে রেখেছি। অর্থাৎ মুছাফাহা করেছি *(মুসনাদে আহমাদ, সনদ ছহীহ, তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/৪৩০ পৃঃ 'মুছাফাহা' অনুচ্ছেদ)*।

(২) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল যে, আমি কি আমার বন্ধুর আগমনে মাথা নত করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না। তবে কি আলিঙ্গন করব? তিনি বললেন, না। আমি কি তাকে চুম্বন করব? তিনি বললেন, না। সে বলল যে, তবে কি তার এক হাতে মুছাফাহা করব? (فيأخذه بيده ويصافحه) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ *(তিরমিযী, হাদীছ হাসান, আলবানী মিশকাত হা/৪৬৮০ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'মুছাফাহা ও মু'আনকা' অনুচ্ছেদ)*।

তবে আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে তাশাহহুদ শিক্ষা দেওয়ার সময় তাঁর হাতের তালুটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দুই হাতের তালুর মধ্যে ছিল (বুখারী, মুসলিম)। উক্ত হাদীছটির ব্যাখ্যায় আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী হানাফী স্বীয় ফাৎওয়া গ্রন্থে বলেছেন, হাদীছটি মুছাফাহার সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীর অধিক আগ্রহ সৃষ্টির জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ করেছিলেন *(তুহফাতুল আহওয়াযী হা/২৮৭৫-এর ভাষ্য, ৭/৫২২)*।

আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ)-এর উক্ত হাদীছ থেকেও চার হাতের তালু মিলানো প্রমাণিত হয় না; বরং তিন হাতের তালু প্রমাণিত হয়। সুতরাং উভয়ের ডান হাতের তালু দ্বারা মুছাফাহা করাই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

উল্লেখ্য যে, প্রথম সাক্ষাতে মুছাফাহা করা সুন্নাত এবং বিদায়কালে মুছাফাহা করা মুস্তাহাব। উহা কোনক্রমেই বিদ'আত নয়। যেমনটি অনেকে বলে থাকেন। অনুরূপভাবে উভয়ের দু'হাতে মোট চার হাতে মুছাফাহা করা সুন্নাতের খেলাফ' *(আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬-এর ভাষ্য, ১/২৩ পৃঃ)*। এর চাইতে আরো বড় বিদ'আত হ'ল মুছাফাহা শেষে বুকে হাত দেওয়া, মাথা ঝুঁকানো ইত্যাদি পন্থায় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

প্রশ্নঃ (৪০/৮০)ঃ মুকুট মাথায় দিয়ে বিবাহ করতে যাওয়া কি ঠিক? বরের জন্য কোন নির্ধারিত পোষাক আছে কি?

-আমীনুল ইসলাম
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ ভারতের মুসলমান বাদশাহ্দের রাজমুকুট ও পাগড়ীর অনুকরণে মুসলমান বরদের মুকুট পরানো হয়ে থাকে। হিন্দু বরেরাও হিন্দু রাজাদের অনুকরণে মুকুট পরে থাকে। কিন্তু বর্তমানে এসবের তারতম্য নেই। ফলে হিন্দু-মুসলমান একে অপরের মুকুট পরছে, যা মুসলমানদের ক্ষেত্রে বিধর্মীদের সাদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। মুকুট পরা বিবাহের কোন সুন্নাতী পোষাক নয়। অতএব এগুলি থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। এগুলি অপচয় ব্যতীত কিছু নয়। বরের জন্য নির্ধারিত কোন পোষাক নেই। তবে নিম্নোক্ত চারটি মূলনীতি অনুসরণ করতে হবেঃ (১) পোষাক পরিধানের উদ্দেশ্য থাকবে দেহকে আবৃত করা। যেন পোষাক পরা সত্ত্বেও লজ্জাস্থান সমূহ অন্যের চোখে প্রকট হয়ে না ওঠে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪ 'ক্বিছাছ' অধ্যায়)* (২) ভিতরে-বাইরে তাক্বওয়াশীল হ'তে হবে। এজন্য ঢিলেঢালা, ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করতে হবে। হাদীছে সাদা পোষাক পরিধানের নির্দেশ এসেছে *(আ'রাফ ২৬; মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৮৮ 'আদব' অধ্যায় প্রভৃতি)* (৩) পোষাক যেন অমুসলিমদের সাদৃশ্য না হয় *(আহমাদ, আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৩৪৭)* এবং (৪) পোষাকে যেন অহংকার প্রকাশ না পায়। এজন্য পুরুষ যেন সোনা ও রেশম পরিধান না করে এবং টাখনুর নীচে কাপড় না রাখে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১১-১৪)*।